পতিব্রতা।

পূর্ব্ববিভাগ।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত-লেখক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু

প্রণীত।

কলিকাতা।

১৩১৮

PRINTED BY G. C. NEOGI,
NABABIBHAKAR PRESS,
91-2, Machuabazar Street, Calcutta

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
30 Cornwallis Street Calcutta.

ফুরায়ে এসেছে বেলা,
ভাঙো ভাঙো প্রায় খেলা,
সাথী যত, একে একে, যেতেছে চলিয়া ;
দু'জনে বিরলে পড়ি,
খেলাঘর ভাঙি, গড়ি,
সদাভয়, আগে কেবা যায় পলাইয়া।
ধূলো, মাটী যা পেয়েছি,
যখন যা এনে দিছি,
সাজাতে সাধের ঘর করেছ গ্রহণ ;
দেখ তবে এইবার,
এনেছি কি উপহার,
লও, পতিব্রতে ! হো'ক সার্থক জীবন।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু অভাবেব মধ্যে স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থেব অভাব একটী প্রধান। হিন্দু আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমাদিগের মহিলাগণ যাহা হইতে আনন্দ ও উপদেশ লাভ কবিতে পারেন, এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকৃতই বিরল। এই অভাব, কিয়ৎ পরিমাণে, মোচনেব জন্যই আমি পতিব্রতাবচনায় প্রণোদিত হইয়াছি।

ভারতবর্ষ পতিব্রতা-ভূমি। এদেশের পুরাণে হউক বা ইতিহাসে হউক, পতিব্রতার অভাব নাই। আমি বর্ত্তমান গ্রন্থে তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের মাত্র চবিত্র আলোচনা করিয়াছি। এখনও বহু চবিত্র অস্পৃষ্ট রহিয়াছে। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক এই দুই ভাগে এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ কবিবাব ইচ্ছা আছে। পূর্ব্বভাগে সতীশিবোমণি সীতাদেবীর এবং হরিশ্চন্দ্র-মহিষী শৈব্যা দেবীর চরিত লিখিয়া ইহা প্রকাশ করিব, এইরূপ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপাততঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। অল্পদিনের মধ্যেই তাহা লিখিয়া পূর্ব্বভাগ সম্পূর্ণ-কলেবর কবিব, এইরূপ সঙ্কল্প রহিল।

ইহাব কোন চবিত্রেই আমি সম্পূর্ণ মূলের অনুসরণ কবি নাই। মূল রক্ষা করিয়া অনেক স্থানে নিজের কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। শকুন্তলা-চরিত্রে কালিদাসেবই অনুসরণ করিয়াছি; কারণ অভিজ্ঞান-শকুন্তলের পর কল্পনা প্রদর্শনের প্রয়াস ধৃষ্টতামাত্র।

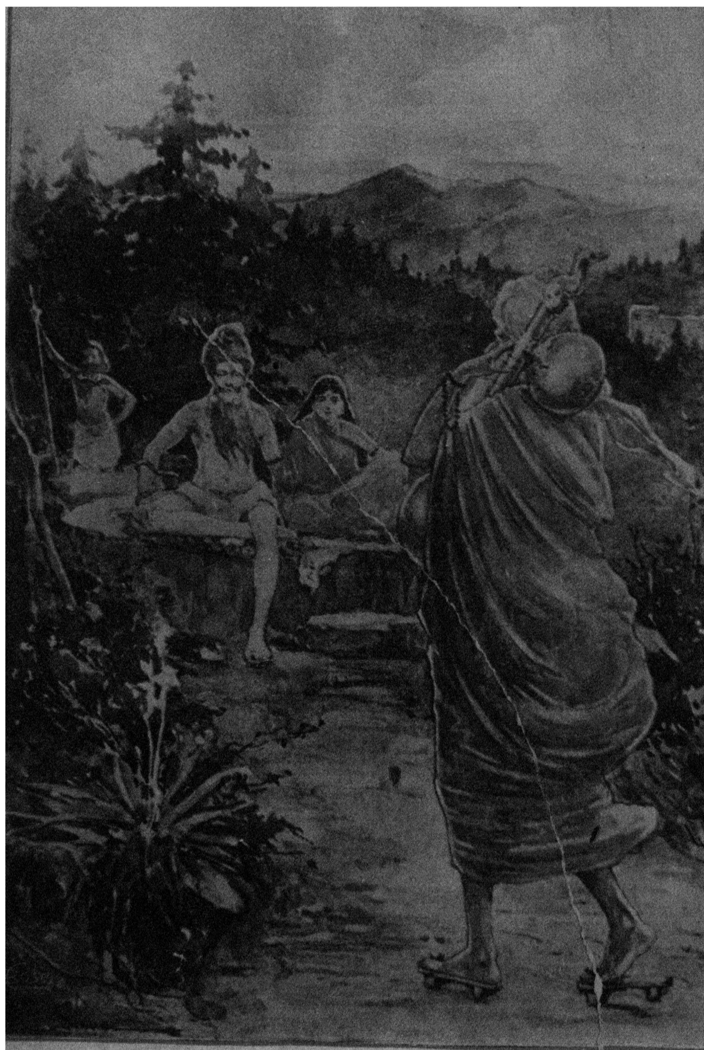
যাঁহাদিগের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহা তাঁহাদিগের প্রীতিকর হইলে শ্রম সফল জ্ঞান কবিব।

কলিকাতা
গুয়াবাগান
ভাদ্র ১৩১৮



সূচীপত্র।

—— -/0/—— -



কৈলাশে নারদের আগমন।

পতিব্রতা

প্রথম আখ্যান

সতী

হারদ্বারে যেখানে গঙ্গা হিমাচল হইতে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন, তাহার সম্মুখে কনখল প্রদেশ। প্রজাপতি দক্ষ এই কনখল প্রদেশের রাজা ছিলেন।

রাজা দক্ষের অতুল প্রতাপ। ঐশ্বর্য্যে এবং বীর্য্যে পৃথিবীতে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তাহার উপর তিনি আবার মহাতপস্বী। তিনি যে কত যজ্ঞ, কত দান, এবং কত ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। সেই জন্য লোকে বলিত, "ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে রাজা দক্ষের সহিত কাহারও তুলনা হয় না।"

দক্ষের রাজধানী কনখল সৌন্দর্য্যে অমরাবতীকেও পরাজিত করিত। বহুসহস্র বৎসর অতীত হইলেও কনখলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এখনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ইহার অদূরে গিরিরাজ হিমাচল শিখরের পর শিখর তুলিয়া, স্থির মেঘমালার ন্যায়, দাঁড়াইয়া আছেন। মধ্য দিয়া গঙ্গার স্রোত, মহাকায় সর্পের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া, তর তর বেগে নিম্নদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। কনখলে গঙ্গার যে কি অপূর্ব্ব শোভা তাহা বর্ণন করিবার নয়। গঙ্গার জল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ; নদীতলস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। জল কোথাও পারদের ন্যায় শুভ্র, কোথাও

মেঘের ন্যায় নীল, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। আর্য্যঋষিগণ কেন যে গঙ্গার মহিমায় এত মুগ্ধ ছিলেন, তাহা যিনি বুঝিতে চান, তাঁহাকে কনখলের ও হরিদ্বারের গঙ্গা দর্শন করিতে বলি।

গঙ্গার যে স্রোত কনখলের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার নাম নীলধারা। রাজা দক্ষের মণিমুক্তা-মণ্ডিত প্রাসাদ এই নীলধারার তটে অবস্থিত ছিল। নদীস্রোত বর্ষাকালে সেই প্রাসাদের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত এবং প্রাসাদ-বাসিগণ তাহার অবিরাম কুলুকুলু সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রা যাইতেন।

রাজা দক্ষের অনেকগুলি কন্যা ছিলেন। সরোবর যেমন প্রস্ফুটিত পদ্মদলে এবং আকাশমণ্ডল যেমন জ্যোতির্ম্ময় তারকাদামে সুশোভিত হয়, দক্ষরাজার ভবনও তেমনই রাজকুমারীদিগের দ্বারা শোভাময় হইত। কন্যাদিগের লোকবিমোহন রূপ দেখিয়া রাজমহিষীর আনন্দের সীমা ছিল না।

রাজকন্যারা, প্রতিদিন, নীলধারায় স্নান করিতে আসিতেন; নদীর স্নিগ্ধসলিলে অবগাহন করিয়া সকলে জলক্রীড়া করিতেন; নদীর বালুকাময় পুলিনে ছুটাছুটি করিতেন এবং স্রোত হইতে নীল, পীত, লোহিত নানা বর্ণের উপলখণ্ড কুড়াইয়া গৃহে লইয়া যাইতেন; দেখিয়া রাজা রাণী হাসিতেন, বলিতেন;—

"আমাদের ঘরে কত মণি, মুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে, তোমরা এ পাথরগুলা লইয়া কি করিবে, মা?"

রাজকন্যারা কিছু বলিতেন না, কিন্তু তাঁহারা মণিমুক্তা ফেলিয়া, সেই পাথরগুলা লইয়া, আপনাদিগের খেলাঘর সাজাইতেন।

রাজকুমারীরা ক্রমে বড় হইলেন। তখন প্রজাপতি দক্ষ মহাসমারোহ করিয়া তাঁহাদিগের বিবাহ দিলেন। মনের মত

কুটুম্ব ও চাঁদের মত জামাই পাইয়া রাজা, রাণীর আনন্দের সীমা রহিল না। বিবাহের পর রাজকন্যারা, একে একে, শ্বশুরালয়ে গিয়া সুখে সংসার করিতে লাগিলেন।

দক্ষরাজের কেবল একটী কন্যা অবিবাহিতা রহিলেন। তাঁহার নাম সতী। সতী সকলের ছোট সুতরাং পিতামাতার বড় আদরের। রাজা, রাণী মনে করেন সতী একটু বড় হইলে [illegible] সমারোহ করিয়া এবং সতীর [illegible] সুপাত্র দেখিয়া তাহার বিবাহ দিবেন।

সতীর রূপ গুণ। দক্ষের [illegible] রাজকন্যারা সকলেই পরমা সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু সতীর সহিত কাহারও তুলনা হইত না। সতীর রূপ তাহার অঙ্গের বর্ণ, তাহার চক্ষু কর্ণের গঠনে ছিল না। সতীর কি ছিল তাহা [illegible]। সতীর রূপ ছিল তাঁহার জ্যোতিতে, যাহা দেখিলে মন আনন্দময় হইয়া যাইত। সাধু সন্ন্যাসীরা [illegible] সতীকে দেখিয়া বিশ্বজননীর রূপ ধ্যান করিতেন এবং উদ্দেশে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিতেন।

সতীর প্রকৃতিও অন্য রাজকন্যাদিগের প্রকৃতি হইতে একটু স্বতন্ত্র ছিল। অন্য রাজকন্যারা বেশভূষা অশন, বসন লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু সতীর সে সকলের প্রতি একবারেই দৃষ্টি ছিল না। রাজকন্যাদিগের মধ্যে কেহ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণের বসন, কেহ পদ্মপত্রশ্যাম অঙ্গাবরণ ভাল বাসিতেন, কিন্তু সতী ভাল বাসিতেন গৈরিক বর্ণের বসন, গৈরিকরঞ্জিত অঙ্গাবরণ। অন্য রাজকন্যাদিগের কণ্ঠে শোভা পাইত গজমুক্তাহার, করে শোভা পাইত হীরকখচিত কঙ্কণ; কিন্তু সতীর কণ্ঠে বিরাজ করিত স্ফটিকরচিত মাল্য, করে বিরাজ করিত রুদ্রাক্ষগঠিত বলয়। অন্য রাজকন্যারা অঙ্গে লেপন করিতেন মৃগমদ, চন্দন, কিন্তু সতীর

ললাটে শোভা পাইত পিতার যজ্ঞকুণ্ডের ভস্ম। দাসীরা, কত যত্নে, অপর রাজকন্যাদিগের কেশ রচনা করিয়া দিত, কিন্তু সতীর কেশ অযত্নে ভূতলে লুণ্ঠিত হইত; রুক্ষস্নানে কখনও কখনও তাহাতে জটা বাঁধিত। রাজমহিষী সতীর ভাব দেখিয়া বড় দুঃখিতা হইতেন। কিশোরী কুমারীকে শরীর সম্বন্ধে সেরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে দেখিলে কোন্ মাতা ধৈর্য্য রাখিতে পারেন? তিনি, কখনও কখনও, বিরক্ত হইয়া সতীকে বলিতেন,-

"সতি! তুমি ক্রমে বড় হইতেছ, কিন্তু তোমার এ কিরূপ ভাব? তুমি ভাল কাপড় পরনা, ভাল গয়না পরনা, সকল দিন মাথার চুল পর্য্যন্ত বাঁধনা। আইবড় মেয়ে এমন ভাবে থাকিলে লোকে যে তোমায় পাগল বলিবে, কেহ তোমায় লইয়া ঘর করিতে চাহিবে না।"

সতী হাসিতেন, মাতাকে বলিতেন;—"বেশত! আমি তোমার কাছে থাকিব।" কিন্তু মনে মনে বলিতেন, "যিনি কাপড় পরা আর চুল বাঁধা দেখিয়া আমার বিচার করিবেন, আমাকে যেন তাঁহার ঘর করিতে না হয়।"

রাজা দক্ষও সতীর ভাব দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতেন; কিন্তু সতী সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, মমতাময়ী, আনন্দময়ী দেবী; তাই তিনি তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ সতীর একটী দোষ ছিল, সতী বড় অভিমানিনী ছিলেন; অল্পেই সতীর নীলপদ্মের মত চক্ষু দুটী জলে ভাসিয়া যাইত। তাই তিনি সতীকে লক্ষ্য করিয়া রাণীকে বলিতেন, "মেয়েটা আমার পাগলী, বিধাতা করুন, যেন কোন পাগলের হাতে না পড়ে।"

ক্রমে সতী বিবাহযোগ্যা হইলেন। তখন রাজা দক্ষ পাত্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার ভ্রাতা দেবর্ষি নারদকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"নারদ! তুমিত সর্ব্বত্র যাও, ধনী দরিদ্র, গৃহী সন্ন্যাসী, এমন লোকই নাই, যাঁহার সঙ্গে না তোমার পরিচয় আছে। আমার সতীর জন্য একটী সুপাত্র দেখিয়া দাও দেখি।"

"যে আজ্ঞা," বলিয়া নারদ বাহির হইলেন এবং বহু অন্বেষণের পর কনখলে ফিরিয়া আসিয়া রাজা, রাণী উভয়ের সাক্ষাতে বলিলেন,—

"আমি আপনাদের সতীর জন্য একটী অতি সুপাত্র স্থির করিয়া আসিয়াছি। সতীর যোগ্য তেমন পাত্র আমার চক্ষুতে আব পড়ে নাই।"

দক্ষ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রটী কে?" নারদ বলিলেন, "কৈলাসপুরীর রাজা।"

শুনিয়া দক্ষের ললাট একটু কুঞ্চিত হইল। কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই রাণী বলিলেন,—

"কৈলাসপুরী? সে ত বহুদূর, অতি দুর্গম দেশ, সতীর আমার সেখানে বিবাহ হইলে আমিত তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইব না, সর্ব্বদা তাহার সংবাদ লইতে পারিব না।"

নারদ বলিলেন, "রাণি! তোমার কিসের অভাব যে ইচ্ছা করিলে, দূর বলিয়া, তুমি সতীর সংবাদ লইতে পারিবে না? আর তোমার সর্ব্বদা দেখা বড়, না, সতীকে সুপাত্রে দেওয়া বড়? সতী যদি তোমার সুখী হয়, তবে তুমি সর্ব্বদা তাহাকে না দেখিলেই বা ক্ষতি কি?"

রাজা, রাণী উভয়েই ভাবিলেন কথাটা ঠিক। দক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রের বিদ্যা, বুদ্ধি কিরূপ?"

নারদ। "তাহার তুলনা হয় না। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র এমন কোন শাস্ত্র, কোন বিদ্যা নাই, যাহা তাঁহার অগোচর। তাঁহার

বিদ্যা বুদ্ধি কিরূপ, এই বলিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, স্বয়ং বশিষ্ঠ তাহার নিকট ত্রয়ীতে,* পরশুরাম তাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদে এবং আমি তাঁহার নিকট গন্ধর্ব্ববেদে উপদেশ গ্রহণ করি।"

দক্ষের মুখ উজ্জ্বল হইল। তিনি বলিলেন, "পাত্রের বল বীর্য্য?"

নারদ। "পিনাক ধনুই তাঁহার বিচার। তাহাতে গুণ আরোপণ দূরে থাকুক, পৃথিবীতে আর কেহ এ পর্য্যন্ত তাহা উত্তোলন করিতে পারে নাই। ত্রিপুরাসুর পিনাক-নিক্ষিপ্ত শরাঘাতেই নিহত হইয়াছিল।"

রাণী বলিলেন, "পার্ব্বতী দেখিতে কেমন?"

নারদ। "সে কথা কি বলিব? তেমন [illegible] দয়োন্নত দেহ, তেমন আজানুলম্বিত ভুজ, তেমন [illegible] নয়ন, তেমন তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, তেমন [illegible] কেশ আর কাহারও দেখি নাই। সে সকল কেবল সতীরই লক্ষণ।"

সতীর সখী বিজয়া, বাহ্য উপলক্ষে, রাণীর নিকট আসিয়াছিল এবং সতীর বিবাহের কথা হইতেছে বুঝিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। এই কথার পর বিজয়া ছুটিয়া সতীর নিকট গিয়া বলিল, "সতি! তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। তুমি এতদিন উদ্দেশে যাহাকে পূজা করিতেছ, সেই কৈলাসপতিরই সহিত তোমার বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে।"

সতী কোন কথা বলিলেন না। কেবল আপনার উভয় হস্তের চম্পককলিকানিভ অঙ্গুলিগুলি সংযুক্ত করিয়া উত্তরাস্যে একটী প্রণাম করিলেন।

* ত্রয়ী—ঋক্, যজু ও সাম এই তিন বেদ।

এখানে রাণী নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রের ধন সম্পদ কিরূপ?"

নারদ বলিলেন, "রত্নগর্ভ কৈলাস তাঁহার রাজ্য, যক্ষরাজ কুবের তাঁহার ভাণ্ডারী।"

আর অধিক পরিচয় দিতে হইল না। কোন্ রত্নপ্রিয়া রাণী কুবেরের নাম না শুনিয়াছেন? হীরা, মুক্তা, মরকত, বৈদূর্য্য, মাণিক্য কুবেরের ন্যায় কাহার গৃহে আছে? সেই কুবের যাহার ভাণ্ডারী তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কি সীমা করা যায়? রাণী বলিলেন, "পাত্রের পিতা, মাতা, ভাই, বোন কে আছেন?"

নারদ সহাস্য বদনে বলিলেন, "পাত্রের ঐটাই কেবল দোষ কোনও কুলে কেহ নাই। তা রাণি! ওটা একদিকে যেমন দুঃখের, অন্য দিকে তেমন নিতান্ত অসুখেরও নয়। বিবাহ মাত্রই আমাদের সতী কৈলাসের সর্ব্বেশ্বরী হইবে।'

রাণী নারদের দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন। নারদ বলিলেন, 'রাণি! পাত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আমার কর্ত্তব্য। দোষ হউক, গুণ হউক, শুনিয়া আপনারা বিচার করিবেন, পরে আমাকে দোষ না দেন। পাত্রটী সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, গৃহ এবং শ্মশান, চন্দন এবং চিতাভস্ম তাঁহার নিকট সমান। সর্ব্বদাই চিন্তামগ্ন, কিন্তু তাঁহার চিন্তা পার্থিব কোন বস্তুর জন্য নয়, জগতের কল্যাণের জন্য। শ্মশানে শবাস্থি-পরীক্ষায়, অরণ্যে উদ্ভিজ্জের গুণাগুণ-বিচারণে এবং গিরিগুহায় খনিজ দ্রব্যের তত্ত্ব-নিরূপণে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়। তত্ত্বনিরূপণের জন্য তিনি কালকূট পানে এবং বিষধর ধারণেও কুণ্ঠিত নহেন। ইহারই জন্য তিনি গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী এবং রাজা

হইয়াও ভিক্ষুক। আমি পাত্রের দোষ গুণ, আচার অনাচার সমস্তই বলিলাম, শুনিয়া আপনাদিগের যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন্।”

শুনিয়া দক্ষেব মুখ গম্ভীর হইল। তিনি পুনঃপুনঃ শিরঃ কম্পন করিতে লাগিলেন। রাণীর এক প্রবীণা পরিচারিকা তথায় উপস্থিত ছিল। রাণীকে চিন্তিতা দেখিয়া সে বলিল, “রাণি মা। আপনি ভাব্‌বেন না। মা বাপ না থাক্‌লে আইবড় অনেক ছেলেই অমন হয়। ঘব সংসারের দিকে মন থাকে না, কেবল ঘাটে মাঠে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের সতী যদি মেয়ের মত মেয়ে হয়, তবে এক মাসের মধ্যে জামাইকে সংসারী কবে তুল্‌বে।”

শুনিয়া রাণী আশ্বস্তা হইলেন, বলিলেন, “সর্ব্বগুণ কোথায় পাব? মেয়েকে সুপাত্রে দেওয়া বাপ মায়ের কর্ত্তব্য, আমরা তাই দেবো, তার পর মেয়ের কপাল। পাত্রটী যখন রূপে, গুণে, ধনে অতুল্য, তখন সতীকে তাবই হাতে দেওয়া আমার মন; এখন মহারাজের যা ইচ্ছা।”

দক্ষ বলিলেন, “রাণি! বিধাতাব যা ইচ্ছে, তা আমি বুঝেছি। আমার ভয় ছিল মেয়েটা যেমন পাগ্‌লী তেম্‌নি কোন পাগ্‌লাব হাতে পড়্‌বে। ঠিক্ তাই হ'ল। তা তোমাব যখন মন হয়েছে, তখন এই পাত্রই স্থির হোক্।”

আর অধিক আলোচনা করিতে হইল না। কৈলাসপতির সঙ্গে সতীর বিবাহ স্থির হইল। রাজা দক্ষ মহাসমারোহে সতীব বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শুভদিনে সতীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। বাজভবন উজ্জ্বল আলোকমালায়, ততোধিক, রাজকুমারীদিগের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময় হইল। নারদ পাত্রের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সমস্তই প্রমাণিত হইল। জটাজূটের মধ্য হইতেও তাঁহার পূর্ণ

চন্দ্রের ন্যায় মুখ এবং বিভূতিরাগের মধ্য হইতেও তাঁহার রজতগৌর বর্ণ শোভাবিকাশ করিতেছিল; দেখিয়া রাজমহিষী এবং রাজ-কুটুম্বিনীগণ মুগ্ধা হইলেন। পুরবাসিনীগণ একবাক্যে বলিলেন যে, সতীব যোগ্য বরই বটে। একটী বিষয়ে কেবল রাজমহিষীর কিছু ক্ষোভ রহিল। নারদ যে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কি অলীক? বিবাহের দিনেও তাঁহার কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমাল্য, অঙ্গে বিভূতিবাগ এবং কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম; সতীব জন্য তিনি আপনারই ন্যায় বেশ ভূষা আনিয়াছিলেন। বাণী ভাবিলেন, "একি। এমন দিনেও যদি তিনি সতীকে কিছু বস্ত্রালঙ্কার না দিলেন, তবে কবে দিবেন? কিন্তু নাবদ ত মিথ্যা বলিবাব লোক নহেন; তবে কি নারদ প্রকৃত অবস্থা জানেন না?"

বাণীকে উদ্বিগ্না দেখিয়া সমাগতা কুটুম্বিনীদিগের মধ্যে একজন বলিলেন,—

"ছেলের মা বাবা, আত্মীয় কুটুম্ব যখন নাই, তখন তাহাকে বিবাহের বেশে কে সাজাইয়া দিবে? ছেলে ত আর নিজে সাজিয়া আসিতে পারে না, বার মাস যেমন থাকে, তেমনই আসিয়াছে, আপনি ভাবিবেন না।"

অপরা কেহ বলিলেন, "সতীর কপালে ধনসম্পদ থাকে, নিশ্চয়ই হবে। আপনার রাজার সংসার, অভাব কি? এমন একটা মেয়ে কেন, দশটা মেয়ে পালন করতেও ত আপনার কষ্ট হবে না।"

এ কথাটা রাণীর বড় ভাল লাগিল না। তিনি নারদকে বলিলেন, "নারদ! তুমি যে পাত্রের এত ঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়াছিলে, কিন্তু তাহার প্রমাণ ত কিছু দেখিলাম না। আমার সতীকে দু'গাছি কঙ্কণও ত দিলেন না। বিবাহের মেয়েকে রুদ্রাক্ষের মালা! একি? আমার মেয়ে ত সন্ন্যাসিনী নয়।"

নারদ বলিলেন, "রাণি। আমার কথা মিথ্যা হইবার নয়। আপনার সতী সত্যই রাজরাজেশ্বরী হইয়াছে। এখন কিছু বলিবেন না, অপেক্ষা করুন্, সতী যখন স্বামীর ঘব করিয়া আসিবে. তখন দেখিবেন, সতীর কি বেশভূষা, তখন বুঝিবেন, আপনার জামাতার কি ঐশ্বর্য্য!"

শুনিয়া রাজমহিষী এবং রাজকুটুম্বিনীগণ আশ্বস্তা হইলেন।

পাত্রের বিবাহকালীন বেশভূষা এবং তাঁহার অনুযাত্রিগণের ভাবভঙ্গী দর্শনে রাজা দক্ষও বড় তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার অন্যান্য জামাতা ও কুটুম্বেরা আসিয়াছিলেন কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ রথে, কিন্তু তাঁহার নূতন জামাতা আসিয়াছিলেন এক মহাশৃঙ্গ, বিপুলদেহ বৃষভে। অন্যান্য জামাতৃগণের সঙ্গে আসিয়াছিল, স্বর্ণবেত্রধারী, সুবেশ, সুরূপ কিঙ্কর। কিন্তু তাঁহার নূতন জামাতার সঙ্গে আসিয়াছিল, ত্রিশূলধারী, উলঙ্গপ্রায়, বিকৃতমুখ নন্দী। বরযাত্রিগণের বিকট আকার এবং অদ্ভুত ভাব দেখিয়া কনখলবাসিগণও সন্ত্রস্ত ও বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা ভাবিল, রাজা এ কিরূপ কুটুম্ব করিলেন! কিন্তু প্রবীণ ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে বুঝাইলেন, "ইহা কিছু নূতন নয়, পাহাড়িয়াদিগের ভাবই এইরূপ!" পাত্রের সদানন্দময় ভাব, সরল মধুর ব্যবহার এবং চির প্রসন্ন মুখ দর্শনে পৌরবর্গের সকল ক্ষোভ ক্রমে দূর হইল।

রাজা, রাণী এবং পুরবাসিগণের মনের ভাব ত এইরূপ! সতীর মনের ভাব কিরূপ তাহা কি বলিবার আবশ্যক করে? সাধু সন্ন্যাসিগণের মুখে যাহার কথা শুনিয়া সতী যাঁহাকে ইষ্টদেবরূপে হৃদয়ে অর্চ্চনা করিতেছিলেন, আজ তিনি পতিরূপে সতীর সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন, সতীর মনের ভাব কি বর্ণন করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা আছে? চারি চক্ষু মিলিত হইবার পর হইতেই সতী

সম্পূর্ণরূপে আপনাকে কৈলাসপতির চরণে অর্পণ করিলেন। সেই চারুচন্দ্রানন্দিত মুখ, সেই রজতগিরিনিভ দেহ, সেই পরিঘবৃহৎ বাহুদ্বয়, সেই প্রাসাদদ্বারসদৃশ বিশাল বক্ষস্থল, সেই কোকনদ-নিন্দিত চরণ সতীর ধ্যানজ্ঞান হইল। সতী অন্তরে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "প্রভো। সতীর প্রভু তুমি। সতীর জন্ম তোমারই জন্য, বিধাতা করুন, যেন তোমার সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যা হই।"

বিবাহের পর সতী কৈলাসপুরীতে গমন করিলেন। সতীর আগমনে কৈলাস অভিনব শ্রী ধারণ করিল। কুসুমে অধিক সৌরভ, বিহগের সঙ্গীতে অধিক মাধুর্য্য অনুভূত হইল। সন্ন্যাসী কৈলাসপতি সতীকে পাইয়া সংসারী হইলেন। ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে সতী পতির অর্দ্ধাঙ্গ লাভ করিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একবার বসন্তসমাগমে কৈলাস অতি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। অবিরাম তুষারপাতে কৈলাসের তরুলতাগণ পত্রপুষ্পহীন ও শোভাশূন্য হইয়াছিল, ঋতুরাজের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ তাহাদিগকে আপাদমস্তক নবকিশলয়ে সুশোভিত করিল। গিরিবর, শুভ্র তুষারবাস পরিত্যাগ করিয়া, শ্যামল শৈবালবসন পরিধান করিলেন। শ্বেত, লোহিত, পাটল বিবিধ বর্ণের কুসুমরাজি, গুচ্ছে গুচ্ছে বিকশিত হইয়া, তাঁহার কণ্ঠ, বক্ষঃ এবং পাদদেশ মণ্ডিত করিল। বিগলিত তুষাররাশি হইতে শত শত নির্ঝর উৎপন্ন হইয়া অবিরাম ঝর ঝর নিনাদে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইল। শীতভীত প্রাণিগণ, এতদিন, কৈলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক, অপেক্ষাকৃত উষ্ণপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; তাহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তনে কৈলাস পুনর্ব্বার সজীব হইয়া উঠিল। কৈলাসের উপবনসমূহ পুনর্ব্বার ভ্রমরঝঙ্কারে মুখরিত এবং চিকোর ও মুনালের কণ্ঠস্বরে শব্দায়মান হইল। স্বভাবভীরু কস্তূরীমৃগ নবজাত

শৈবালাঙ্কুরের লোভে উপত্যকাপ্রদেশ হইতে পুনর্ব্বার তথায় আগমন করিল এবং চমরীবৃষ, শিলাখণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, নাসাবন্ধ্র প্রসারণ পূর্ব্বক, বসন্তানিলের সুখস্পর্শ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। ঋতুরাজের আগমনে কৈলাসের তরুলতা, পশুপক্ষী সকলেই আবার নূতন স্ফূর্ত্তি, নূতন জীবন লাভ করিল।

পর্ব্বতের একটী দুরারোহ শিখরে কৈলাসপতির স্ফটিকশুভ্র প্রাসাদ বর্ত্তমান ছিল। মহাকায় দেবদারুসমূহ মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া প্রাসাদটীকে লোকচক্ষুর অগোচর করিয়া রাখিয়াছিল। চতুর্দ্দিক স্নিগ্ধ, প্রশান্ত ও রমণীয়। তপোবনের গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে উপবনের সৌন্দর্য্য সম্মিলিত হওয়াতে স্থানটী একাধারে তপশ্চর্য্যার ও গার্হস্থ্য সুখভোগের উপযোগী হইয়াছিল। প্রাসাদ হইতে অনতিদূরে একটী প্রাচীন দেবদারু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, তাহার নিম্নে স্বভাবনির্ম্মিত শিলাময় বেদী। সায়াহ্নে তাহার উপর ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে কৈলাসপতি উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার বামে সতী। একটী বনলতা দেবদারুটিকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছিল। সন্ধ্যানিলে তাহার বিটপগুলি সঞ্চালিত হওয়াতে, মধ্যে মধ্যে, তাহা হইতে দুই একটী কুসুম দেবদম্পতীর অঙ্গে পতিত হইতেছিল। যেন তরুলতাদ্বয়, ভক্তিভরে, তাঁহাদিগকে পুষ্পাঞ্জলিদানে পূজা করিতেছিল। কৈলাসপতির মস্তকে জটাজূট, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমাল্য, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিরাগ, কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। সতীরও বেশভূষা পতির অনুরূপ। তাঁহার অঙ্গে গৈরিক বসন, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষদাম, করে রুদ্রাক্ষবলয়; আলোলিত কেশভার তাঁহার গ্রীবা, পৃষ্ঠ, কটিদেশ আবৃত করিয়া শিলাতলে লুণ্ঠিত হইতেছিল। উভয়ের অবিদূরে করে বিশাল ত্রিশূল ধারণপূর্ব্বক নন্দী দণ্ডায়মান ছিলেন। অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ দেবদম্পতীর মুখে পতিত হওয়াতে তাহা

অতি সুন্দর দেখাইতেছিল ; নন্দী নির্নিমেষে, আনন্দোৎফুল্ল দৃষ্টিতে, তাহা দেখিতেছিলেন। পিতৃবৎসল পুত্র যে ভাবে পিতামাতাকে. অনুরক্ত প্রজা যেভাবে রাজা ও রাজ্ঞীকে এবং ভক্ত সাধক যে ভাবে ইষ্ট দেবদেবীকে দর্শন করেন, নন্দী সেই ভাবে দেবদম্পতীকে দর্শন করিতেছিলেন। কৈলাসপতি সতীর সঙ্গে জীবের সুখ, দুঃখ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। উপবনের পশুপক্ষী, তরুলতা নিঃশব্দ, নিস্পন্দ হইয়া তাঁহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিল। তাঁহাদিগের বামে কিরণচ্ছটায় পর্ব্বতশিখর উজ্জ্বল করিয়া দিবাকর অস্তমিত হইতেছিলেন। কৈলাসপতি সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সতীকে বলিলেন ;—

"দেবি ! অই দেখ, যে সূর্য্য এতক্ষণ প্রোজ্জ্বল কিরণে জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছিল, এখন আর তাহার সে তেজ, সে দীপ্তি নাই। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তাহা তেজোহীন হইয়া অদৃশ্য হইবে। পৃথিবীতে মানবের জীবনও এইরূপ। আজ যাহা জ্ঞানে, গৌরবে সমুজ্জ্বল, কাল তাহা কোথায় অন্ধকারে অদৃশ্য হইবে, কিন্তু মানব এমনিই ভ্রান্ত যে, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ, দুঃখকেই চিরস্থায়ী বলিয়া জ্ঞান করে।"

সতী বলিলেন, "প্রভো ! দিবাকরের যেমন অস্ত আছে, উদয় আছে, মানবজীবনেরও কি সেইরূপ আছে ?" কৈলাসপতি বলিলেন, "আছে বৈ কি ! যাহাকে সাধারণ লোক মৃত্যু এবং জন্ম বলে, জ্ঞানীর নিকট তাহাই অস্ত এবং উদয়। কিন্তু দিবাকরের দৈনিক উদয়াস্তের সহিত তাহার জ্যোতির যেমন কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না, মানব জীবন সেরূপ নয়। প্রত্যেক নবজন্মের সঙ্গেই মানব উত্তরোত্তর জ্ঞানলাভ করিয়া উন্নত হইতে-উন্নততর হয়। কেবল যাহারা ধর্ম্মহীন তাহারাই, দিন দিন, অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে।"

সতী। ধর্ম্মহীন জীবের কি তবে গতি নাই? তাহারা কি চিরদিনই অধোগমন করিবে?

কৈলাসপতি। না দেবি! কখনই নয়। জীবে এবং শিবে পার্থক্য নাই। কর্ম্মগুণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলেই অনন্ত উন্নতি বা শিবত্ব প্রাপ্তি প্রকৃতির নিয়ম।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় দূরে অতি মধুর বীণাধ্বনি শ্রুত হইল, এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, স্বরতরঙ্গে কৈলাসপুরী প্লাবিত করিয়া কে গাহিতেছে,

কি শোভা কৈলাসধামে,
দক্ষ-দুহিতা বামে,
বিরাজিত প্রভু প্রমথেশ,
শিরে জটাভার
কণ্ঠে ফণাহার,
বিভূতি-ভূষিত বেশ।

সে স্বর সতীর আজন্ম পরিচিত, শুনিবামাত্র তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি হর্ষগদ্গদ কণ্ঠে কৈলাসপতিকে বলিলেন, "প্রভো! এ স্বর আর কাহারও নয়, দেবর্ষি নারদ শুভাগমন করিতেছেন।" সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র স্মিতপ্রভায় দশদিক উজ্জ্বল করিয়া দিব্যমূর্ত্তি নারদ তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। পরস্পর যথাযোগ্য অভিবাদন ও অভ্যর্থনার পর দেবর্ষি নিকটস্থ শিলাতলে উপবেশন করিলে সতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবর্ষি! কনখলের সংবাদ কি? বাবা, মা, দিদিরা সকলেই ভাল আছেন ত?"

নারদ। সংবাদ উত্তম। তোমার বাবা, মা, দিদিরা সকলেই কুশলে আছেন।

সতী। বাবা এতদিন আমার সংবাদ লন নাই কেন?

নারদ। তোমার পিতা বড় ব্যস্ত, তিনি এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন। ভূভারতের ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ইতর মহৎ সকলকেই তিনি সে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিবেন। বোধ হয়, সেই বিপুল যজ্ঞের আয়োজনের জন্য ব্যস্ত আছেন বলিয়াই তিনি তোমার সংবাদ লইতে পারেন নাই।

সতী আনন্দসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবর্ষি, আপনি কি পিতার আদেশে, আমাকে সেই যজ্ঞে লইয়া যাইবার জন্য, এখানে আসিয়াছেন?"

নারদ। না মা! আমি যে এখানে আসিব, তোমার পিতা মাতা কেহই সে কথা জানেন না। আমি এই পথ দিয়া যাইতে-ছিলাম, অনেক দিন তোমায় দেখি নাই, তাই নিজেই তোমায় দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।

সতী। পিতা এত বিপুল আয়োজন করিতেছেন, দেশ দেশান্তর হইতে লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছেন, তবে আমাদিগকে সংবাদ দিলেন না, নিমন্ত্রণ করিলেন না কেন?

নারদ। সে কথার উত্তর আমি কি দিব মা? তোমার পিতার মতিভ্রম ঘটিয়াছে। শুনিয়াছি, এ যজ্ঞে তিনি তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবেন না।

সতী বিস্মিতা হইলেন। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবর্ষি! আমাদিগের অপরাধ কি?"

নারদ। শুনিয়াছি, কৈলাসপতির ব্যবহারে তিনি আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়াছেন। তাই সেই অপমানের প্রতিশোধার্থ তিনি তাঁহার অপর আত্মীয়, কুটুম্ব সকলকেই নিমন্ত্রণ করিবেন, কেবল তোমাদিগকে করিবেন না।"

সতী। মা কি এ সংবাদ জানেন?

নারদ। জানেন। তিনি বহু অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রজাপতি কিছুতেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষায় স্বীকৃত হন নাই। মহিষী অন্ন, জল ত্যাগ কবিয়াছেন। কিন্তু মা! আর এ সকল কথার আলোচনায় ফল নাই। আমার অন্য কার্য্য আছে, আমি বিদায় হই।

নারদ এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন সতী বিনীত বচনে কৈলাসপতিকে বলিলেন, "প্রভো! পিতা আপনার ব্যবহারে অপমানিত বোধ কবিয়াছেন, এ কথার অর্থ কি?

কৈলাসপতি বলিলেন, "দেবি! আমি তাঁহার অবমাননা করি নাই। কাহারও অপমান কবা আমাব প্রকৃতি নয়। প্রকৃত কথা এই যে, কিছুদিন পূর্ব্বে, কোন নিমন্ত্রণসভায় অপব দেবগণেব সঙ্গে আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রজাপতি সভায় আগমন করিলে অপর সকলে তাঁহাকে যে ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন. আমি তাঁহাকে সে ভাবে সম্বদ্ধনা করিতে পাবি নাই। শুনিয়াছি, সেই অবধি তিনি আমার প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছেন এবং আমাকে অপমানিত করিবার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতেছেন। পাছে তুমি মনে ব্যথা পাও, সেই ভয়ে আমি এতদিন তোমাকে কোন কথা বলি নাই।"

সতী। প্রভো! আমার একটী প্রার্থনা আছে; আপনার অনুমতি পাইলে আমি একবার কনখলে যাই। পিতাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া আসি।

কৈলাসপতি। দেবি! অপর সময় হইলে যাইবার বাধা ছিল না। কিন্তু এখন তুমি যাইলে হয়ত ক্রোধে তিনি তোমার অপমান করিতে পারেন।

সতী। আমার অপমান! আমি ত তাঁহার নিকট কোন অপরাধই করি নাই।

কৈলাসপতি। সতি! তুমি একান্ত সরলস্বভাবা; তুমি প্রজাপতিকে চেন না। আত্মাভিমানের প্রাবল্যে এমন অসঙ্গত কার্য্যই নাই, যাহা তিনি কবিতে না পাবেন। যখন তাঁহাব ধাবণা হইয়াছে যে, আমি তাঁহাব অপমান কবিয়াছি, তখন, সুযোগ পাইলে, আমাকে, আমার অভাবে তোমাকে, অপমান কবিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেম না। যখন আমাদিগকে অপমান কবিবাব জন্যই তিনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কবিয়াছেন, তখন বিনা নিমন্ত্রণে এই যজ্ঞে যাওয়া তোমাব কর্ত্তব্য কি না ভাবিয়া দেখ।

সতী। প্রভো! আমি আপনাকে কি বুঝাইব? দুহিতাব পিতৃগৃহে যাইতে কি নিমন্ত্রণেব অপেক্ষা কবে? বিশেষতঃ দেবর্ষি বলিতেছিলেন, মা আমাদেব জন্য অন্ন জল ত্যাগ কবিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া অপমানেব ভযে তাঁহাব নিকট না যাওয়া আমাব পক্ষে কর্ত্তব্য কি?

কৈলাসপতি। দেবি! এ কথাব উপব আব কথা নাই। যখন তোমাব ইচ্ছা হইয়াছে, তখন যাও। অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিও। কিন্তু আমাব আশঙ্কা হইতেছে, এই যজ্ঞেব পবিণাম তোমাব, আমাব, প্রজাপতিব, কাহাবও পক্ষে শুভ হইবে না।

যথাসময়ে নন্দী সতীব কনখল গমনের আয়োজন করিয়া দিলেন। সতী পিতৃগৃহে গমনেব জন্য বেশভূষা পবিবর্ত্তন করিলেন না, যে তপস্বিনীবেশে কৈলাসে অবস্থিতি কবিতেন, সেই বেশেই কনখলে গমন করিলেন। তাঁহার কণ্ঠে স্ফটিকমাল্য, কবে রুদ্রাক্ষবলয়, অঙ্গে বিভূতিরাগ, ললাটে ভস্মতিলক, কেশদাম আগুল্‌ফলম্বিত, অবেণীবদ্ধ, পরিধান গৈরিক বসন। কনখলবাসী-দিগের মধ্যে যাহারা সতীকে বাল্যে দেখিয়াছিল, নবোদিতা উষার ন্যায় তাঁহার তেজস্বিনী মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল এবং ভূনত

হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। সতী, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, প্রাসাদের যে নিভৃত কক্ষে রাজমহিষী ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতেছিলেন, একবারে সেই স্থানে উপনীত হইলেন এবং দুঃখাবসন্না জননীকে দেখিয়া অতি মধুর স্বরে বলিলেন, "মা! আমি এসেছি।"

সঞ্জীবন-মন্ত্রের ন্যায় সে স্বর রাজমহিষীর কর্ণে প্রবেশ মাত্র তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং সতীকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, "মা আমার এসেছ" ? "মা আমার এসেছ" ? এই বলিয়া বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। উভয়ের চক্ষুর জলে উভয়ের বক্ষ স্কন্ধদেশ প্লাবিত হইল। সতী বলিলেন, "মা! আমি একবার বাবাকে দেখিয়া আসি।" মহিষী বলিলেন, "না মা! মহারাজ এখন যজ্ঞসভায় আছেন, এখন সেখানে গিয়া কাজ নাই।"

'মা! আমি অনেক দিন বাবাকে দেখি নাই, একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসি" এই বলিয়া. রাজমহিষী আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সতী দ্রুতপদে যজ্ঞসভার দিকে ধাবিতা হইলেন।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থিত বিস্তৃত প্রান্তরে যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। নানা দিগ্দেশ হইতে সাধু, সন্ন্যাসী, এবং দর্শকগণ তথায় সমাগত হইয়াছেন। রাজা দক্ষের অসীম ঐশ্বর্য্য; আয়োজনের অবধি নাই। উপরে কৌষের বসন নির্ম্মিত চন্দ্রাতপ, নিম্নে যজ্ঞের বেদী। ঋত্বিকগণ বেদীর উপর মণ্ডলাকারে উপবেশন করিয়াছেন, মধ্যে প্রজাপতি দক্ষ। পবিত্র হোমধূম চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতেছে। অনবরত আহুতি দানে অগ্নির উত্তাপ লাগিয়া দক্ষের মুখ আরক্তবর্ণ হওয়াতে তাঁহাকে মূর্ত্তিমান অগ্নির ন্যায় দেখাইতেছে। সতীকে দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিলেন। সতী নিকটে যাইয়া পিতার চরণে সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম

করিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য ঋত্বিকের কণ্ঠে বেদমন্ত্র নীরব হইল এবং হোতার আহুতিপ্রদানোদ্যত হস্ত নিশ্চল হইল। প্রজাপতি ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য নেত্র সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, সতী করপুটে তাঁহাব সম্মুখে বেদীতলে দণ্ডায়মানা আছেন। সতীকে দেখিবামাত্র তাঁহাব মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি স্নেহগদ্গদ স্বরে বলিলেন, "সতি! মা আমার এসেছ?"

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহাব ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, আরক্ত মুখমণ্ডল অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় লোহিত হইল। তিনি কর্কশস্বরে বলিলেন, "সতি! তুমি এখানে কেন? কে তোমায় এখানে আসিতে বলিল?" বিষাক্ত শরের ন্যায় পিতার সেই কর্কশ স্বর সতীর মর্ম্মদেশ ভেদ করিল। জন্মাবধি পিতার নিকট তিনি এরূপ ভাষা কখনও শুনেন নাই। নয়নের উদ্গত অশ্রু সংযম করিয়া তিনি বলিলেন, "বাবা! আমি অনেক দিন আপনাকে দেখি নাই, তাই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।"

সতীর সেই করুণ কথাগুলি সভাস্থ সকলের হৃদয় আর্দ্র করিল; কিন্তু দক্ষ পূর্ব্ববৎ কঠোর স্বরে বলিলেন, "সতি! কে তোমায় এ যজ্ঞে আসিতে বলিল? আমি ত তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই।"

সতী। বাবা! মাতাপিতাকে দেখিতে আসিবার জন্য সন্তানের পক্ষে নিমন্ত্রণের প্রয়োজন আছে কি? আমি বিনা নিমন্ত্রণেই আসিয়াছি।

দক্ষ। এ কথা প্রজাপতি দক্ষের কন্যার উপযুক্ত নয়। বিধাতা তোমাকে যে নির্লজ্জের হস্তে দিয়াছেন, এ তাহারই পত্নীর উপযুক্ত।

সতী। বাবা! অকারণে আপনি তাঁহাকে নির্ল্লজ্জ বলিয়া গালি দিতেছেন কেন?

দক্ষ। নির্ল্লজ্জ বলিলে গালি! আকাশ যাহার বসন, গৃহী হইয়াও যে ভিক্ষুক, নির্ল্লজ্জ বলিলে তাহাকে গালি দেওয়া হয়? অনাচারী বলিয়া স্বর্গপুরীতে যাহার স্থান নাই, গৃহ এবং শ্মশান, চন্দন এবং চিতাভস্ম, অমৃত এবং বিষ যাহার নিকট সমান, সে কেবল নির্ল্লজ্জ নয়, সে উন্মত্ত! সে কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য।

সতী। বাবা! তিনি নির্ল্লজ্জই হউন, আর উন্মত্তই হউন, তিনি আমার দেবতা! আপনি, অকারণে তাঁহার নিন্দা করিবেন না। তাঁহার নিন্দাশ্রবণের অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

দক্ষের সর্ব্বশরীর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু উত্তেজনায় তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

সতী বলিলেন, "বাবা! আপনি প্রসন্ন হউন, আমাদিগকে ক্ষমা করুন। যদি আমরা কোন অপরাধ করিয়া থাকি বলুন, আমাদিগের অপরাধের কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই?"

দক্ষ। প্রায়শ্চিত্ত আছে। প্রায়শ্চিত্ত তোমার মৃত্যুতে। যে দিন শুনিব, তুমি মরিয়াছ, সেই দিন বুঝিব সেই অধমের সহিত আমার সম্পর্ক লোপ হইয়াছে। যাহার সহিত সম্পর্ক নাই, তাহার প্রতি রাগ, দ্বেষ থাকিবে না।

সতী। ইহাই কি তবে আপনার আদেশ! আমার মৃত্যু ভিন্ন কি আপনি বীতক্রোধ হইবেন না? দক্ষ বলিলেন, না!

সতী। বাবা! তাহাই হইবে। 'যদি আমার মৃত্যু হইলে আপনি অরাগ, অদ্বেষ হন, আমাদিগের অপরাধ বিস্মৃত হন, তবে তাহার অপেক্ষা আমার পক্ষে সুখের মৃত্যু আর কি হইতে পারে?

আমি আপনার আদেশ পালন করিব; কিন্তু আপনি আর তাঁহার নিন্দা করিবেন না।

সতী এই বলিয়া যজ্ঞকুণ্ডের পার্শ্বে যোগাসনে উপবেশন করিলেন। উত্তরাস্য হইয়া আপনার পরিধেয় গৈরিক বসন দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করিলেন। সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় সে দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য কি কেহ বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং কেহই নিবারণের চেষ্টা করিলেন না। দেখিতে দেখিতে সতীর অঙ্গ হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইল; তাহার প্রভায় হোমকুণ্ডের অগ্নি নিষ্প্রভ হইল এবং সেই জ্যোতিঃ সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র নিঃসৃত জ্যোতির সহিত মিশ্রিত হইয়া আকাশে বিলীন হইল। ভগ্ন দেবীপ্রতিমার ন্যায় সতীর মৃতদেহ মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূতলে পতিত হইল।

দক্ষযজ্ঞের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। মাতৃহন্তাকে প্রতীকার-সমর্থ পুত্রেরা যে ভাবে নিহত করে, কৈলাসপতির অনুচরগণ আসিয়া সানুচর দক্ষকে সেইভাবে নিহত করিল। যেখানে দক্ষের মেঘস্পর্শী প্রাসাদ ছিল, এখন সেখানে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। যেখানে সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সেখানে একটী ক্ষুদ্র কুণ্ডমাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান আছে। কনখলের আর সেই পূর্ব্ব শোভা, সম্পদ নাই। অধিবাসিগণ আশাহীন, উৎসাহহীন, শ্রীভ্রষ্ট; সতীর অবমাননারূপ পাপের ফলে যেন তাহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কেবল ভাগীরথী, পূর্ব্বের ন্যায়, এখনও কল কল নিনাদে তাহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া সেই অতীত কাহিনী জগতে প্রচার করিতেছেন।

দ্বিতীয় আখ্যান।

সুনীতি।

শরদাগমে প্রসন্নসলিলা যমুনা নীলাঞ্জনপটের ন্যায় প্রসারিত রহিয়াছে। তটে সুচারু উপবন, যূথী, জাতি এবং বকুলের সৌরভে তাহা আমোদিত হইতেছে। উপবনের মধ্যে রাজা উত্তানপাদের রমণীয় প্রাসাদ। উত্তানপাদ স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর, সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ও গৌরবের সীমা নাই। তাঁহার দুই পত্নী, প্রথমার নাম সুনীতি, দ্বিতীয়ার নাম সুরুচি। লক্ষ্মী, সরস্বতীর দ্বারা বৈকুণ্ঠপুরীর ন্যায় সুনীতির ও সুরুচির দ্বারা উত্তানপাদের পুরী শোভাময়ী হইত।

প্রাসাদের একটি নিভৃত কক্ষে একদিন রাজমহিষী সুরুচি একাকিনী ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার কেশদাম আলোলিত, শরীর অলঙ্কারশূন্য এবং পরিধান জীর্ণ, মলিন বস্ত্র। অনবরত রোদনে তাঁহার মুখ ও চক্ষু দুইটী আরক্ত হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে; পরিচারিকাগণ কক্ষদ্বার হইতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, কিন্তু কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিতেছে না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; রাজা উত্তানপাদ রাজকার্য্যান্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রিয়তমা মহিষীকে আপন কক্ষে দেখিতে না পাইয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক সেই নিভৃত গৃহে আগমন করিলেন। পত্নীকে তদবস্থ দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রিয়ে! একি? তুমি এখানে এভাবে রহিয়াছ কেন?"

মহিষী কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আপনার অর্দ্ধাবৃত মুখ আরও একটু আবৃত করিলেন। রাজা মহিষীর মুখের বস্ত্র সরাইয়া দেখিলেন, অনবরত রোদনে তাঁহার নীলোৎপল তুল্য চক্ষু দুইটীর পল্লব ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার মুখের চম্পকনিন্দিত বর্ণ রক্তপদ্মের আভা ধারণ করিয়াছে। রাজার হৃদয় ব্যথিত হইল, তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে! বল কি হইয়াছে? তোমার পিত্রালয় হইতে কোন দুঃসংবাদ আসিয়াছে কি?"

মহিষী তথাপি উত্তর দিলেন না। তখন রাজা, তাঁহার আর একটু নিকটে বসিয়া, তাঁহার অঙ্গে হস্তামর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কি জন্য তিনি এমন করিয়া আছেন, কেহ কি তাঁহাকে কোন অপমানের কথা বলিয়াছে, যদি তাঁহার কোন অভিলাষ থাকে, বলিবামাত্রই তাহা পূর্ণ হইবে, এইরূপ নানা কথা বলিলেন; কিন্তু মহিষী কিছুতেই মৌনভঙ্গ করিলেন না বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে রাজা বলিলেন; "প্রিয়ে! সমস্ত দিনের কার্য্যে আমি শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছি। আমার শরীর অবসন্ন, এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত। যদি তোমার অসন্তোষের কারণ থাকে, পরে অভিমান করিও, এক্ষণে আমার ক্ষুৎপিপাসা দূর কর।"

সুরুচি এইবার উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে দাসী রাজযোগ্য আহার্য্য ও পানীয় আনয়ন করিল। সুরুচি স্বহস্তে স্থান মার্জ্জনা করিয়া আসন পাতিয়া দিলেন এবং রাজা সন্ধ্যা-বন্দনার পর আহার করিতে বসিলে তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। আহারান্তে আচমনের পর রাজা মহিষীকে করে আকর্ষণ করিয়া আপনার পার্শ্বে বসাইলেন এবং সপ্রেম দৃষ্টিতে তাঁহার

দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! আমার কথা রাখ, কি হইয়াছে বল।" সুরুচি বলিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার দাসীমাত্র; দাসীকে এত আদর কেন?" রাজা বলিলেন, "প্রিয়ে! তোমার মনের ভাব কি আমি ত বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি যদি দাসী, তবে আমার পত্নী কে?"

সুরুচি বলিলেন, "পত্নী সুনীতি। মহারাজ! যদি আমাকে পত্নী-যোগ্য স্থান না দিবেন, তবে আমায় বিবাহ করিয়াছিলেন কেন?

রাজা। প্রিয়ে! তোমার কি উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পাবিতেছি না। মন খুলিয়া সকল কথা বল।

সুরুচি। বলিতেছি, কিন্তু আমার অপরাধ লইবেন না। আপনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া পুত্রকামনায় আমাব পিতার নিকট আমাকে যাচ্ঞা কবিয়াছিলেন। আপনাকে ধার্ম্মিক ও সত্যনিষ্ঠ জানিয়া, সপত্নী সত্ত্বেও, পিতা আমাকে আপনাব হস্তে সমর্পণ কবিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, আপনি আমাকে ধর্ম্মপত্নী-রূপেই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু—

সুরুচির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই উত্তানপাদ বলিলেন, "প্রিয়ে! আমি তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে কি কোন পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছি?"

সুরুচি। মহারাজ! এই প্রাসাদের যমুনাবায়ুসেবিত সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট কক্ষ কাহাব বাসের জন্য দিয়াছেন?

উত্তানপাদ। রাজ্ঞি! তোমার বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই সুনীতি তথায় বাস করিতেছেন; তুমি বল, আমি তোমার জন্য তাহার অপেক্ষা শতগুণ রমণীয় গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছি।

সুরুচি। মহারাজ! আপনার ভাণ্ডারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তাহার কাহাকে দিয়াছেন?

উত্তানপাদ। প্রিয়ে! অকারণ আমার প্রতি দোষারোপ করিও না। এ হার অতি দুর্ল্লভ। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ দীর্ঘকাল বরুণদেবের আরাধনা করিয়া ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমার বিবাহের পর পিতৃদেব ইহা যৌতুক স্বরূপ সুনীতিকে দিয়াছিলেন, আমি দিই নাই। আমি তোমারও জন্য এইরূপ হার সংগ্রহের বহু চষ্টা করিয়াছি; কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্রকূলস্থ বণিকগণ বলেন যে, ওরূপ মুক্তা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না, সেইজন্য কৃতকার্য্য হই নাই।

সুরুচি ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "অহো! আমার কি সৌভাগ্য। কিন্তু মহারাজ! এরূপ কপটপ্রেম প্রদর্শনে লাভ নাই। বস্ত্রালঙ্কারের কথা যাউক, অগ্নিহোত্রে সুনীতিই কেবল আপনার সহধর্ম্মচারিণী কেন? আমি কি আপনার ভোগ্যা দাসী মাত্র।"

রাজা। প্রিয়ে তুমি ভ্রম করিতেছ। আমি যে অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিয়াছি, তাহা দিবসসাধ্য নয়, জীবনব্যাপী, তুমি এখনও সুকুমারবয়স্কা, উপবাসে ও কৃচ্ছ্রসাধনে অনভ্যস্থা, সেইজন্যই সুনীতি তোমাকে ক্লেশ দিতে চাহেন না। বিশেষতঃ –

সুরুচি। বিশেষতঃ কি মহারাজ?

রাজা। বিশেষতঃ লোকাচার এইরূপ যে, বহুপত্নীকের পক্ষে ধর্ম্মাচরণে জ্যেষ্ঠা পত্নীরই প্রথম অধিকার।

সুরুচি। মহারাজ! আর বলিতে হইবে না। বুঝিয়াছি, আপনার সংসারে আমার স্থান নাই। রাজপুরীর শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা সুনীতির, ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠবস্ত্র সুনীতির, ধর্ম্মসাধনের শ্রেষ্ঠ অধিকার সুনীতির, কেবল কুক্কুরীর ন্যায় আপনার অন্নে উদর পোষণ করিতে অধিকার আমার। আপনি আপনার ধর্ম্মপত্নীকে লইয়া থাকুন; আমি বিদায় লইলাম।

সুরুচি এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তাঁহাকে

বল পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আপনার পার্শ্বে বসাইলেন এবং সস্নেহে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! সত্য বলিতেছি তুমি আমার নয়নের মণি, গৃহের শোভা—" রাজা আরো কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সুরুচি বলিলেন, "শোভা সে কথা সত্য, মহারাজ! আমি তাহাতে বিন্দু-মাত্রও অবিশ্বাস করিনা। বসন, ভূষণে সজ্জিতা করিয়া আপনি আমাকে গৃহের শোভা-পুত্তলিকা করিয়া রাখিয়াছেন! ধিক্ আমা-দিগের নারীজন্মকে! ধিক্ পুরুষের রূপস্পৃহাকে!"

রাজা বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি অকারণে ক্ষোভ করিওনা। আমি সুনীতিকে এখনই সংবাদ দিয়া এখানে আনাইতেছি। আমি তাঁহার হৃদয় জানি। তিনি তোমার প্রতি যেরূপ স্নেহবতী, তাহাতে তিনি যদি বুঝিতে পারেন যে, তিনিই তোমার কষ্টের কারণ, তাহা হইলে যে কোন উপায়েই হউক, তিনি তাহার প্রতি-বিধান করিবেন।"

রাজা এই বলিয়া একজন দাসীকে বলিলেন, 'যাও, বড়রাণীকে আমার নাম করিয়া, একবার, এখানে আসিতে বল।"

দাসী বিদায় হইল। তখন সুরুচি অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগি-লেন, "বড়রাণী! বড়রাণী! বড়রাণী! সকলেই বলে বড়রাণী! সে বড়রাণী, আমি ছোটরাণী। সে বড় কিসে? সে রাজার মেয়ে, আমি কি নই? সে রাজার স্ত্রী, আমি কি নই? তার রূপ আছে, আমার কি নাই? তবে সে বড়, আমি ছোট কি জন্য? যদি আমি মথুরার রাজকন্যা হই, তবে দেখ্‌ব, বড়রাণী নাম ঘোচে কিনা। লোকে দেখবে, এক রাজা, এক রাণী, বড়, ছোট নাই।"

এই সময় রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া সুনীতি তথায় আগমন করিলেন। তিনি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে দেবালয় হইতে সন্ধ্যার আরতি

দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন ; তখনও বেশ পরিবর্ত্তন করেন নাই ; সেই বেশেই আসিলেন। তাঁহার পরিধান কৌষেয় বসন, ললাটে চন্দন-রেখা, কণ্ঠে ও মস্তকে দেবপ্রসাদ পুষ্পমাল্য। মুখ-চ্ছবি অতি প্রশান্ত, দেখিলে কোন দেবীপ্রতিমা বলিয়া বোধ হয়। যৌবনের তরল লাবণ্য অপগত হইয়া প্রৌঢ় বয়সের গম্ভীর সৌন্দর্য্য তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিকশিত হইতেছিল, এবং তাহাতে পত্নীত্বের অপেক্ষা মাতৃত্বের ভাবই অধিক ব্যক্ত হইতেছিল। উত্তানপাদ একবার সুনীতির স্নেহকরুণাপূর্ণ, সরলতার আধার মুখখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। কিন্তু তিনি মুখে কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

এদিকে সুনীতি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, সুরুচির কেশ আলোলিত, শরীরে অলঙ্কার নাই, পরিধান জীর্ণ বস্ত্র। তিনি বিস্মিতা হইলেন এবং কালক্ষেপ না করিয়া একবারেই তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন এবং তাঁহার অসংযত কেশরাশি করে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—

"এ কি বোন্! আজ তোমার এ বেশ কেন? দেখিতেছি চুল বাঁধ নাই, সিঁদুর পর নাই, গায়ে ধূলা মাটী লাগিয়াছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোক্ দুটী ফুলিয়াছে ; কি হইয়াছে? মথুরা হইতে কোন কুসংবাদ আসে নাই ত?"

"সুরুচি আপনার কেশ আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং অতি কর্কশ স্বরে বলিলেন, "সুনীতি! তুমি আমায় স্পর্শ করিওনা।"

সুনীতি বিস্মিতা হইলেন ; বলিলেন,—"একি বোন্! তুমি ত কোন দিন আমার নাম ধরিয়া ডাক না। চিরদিন দিদি দিদি বল। আজ তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

সুরুচি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে রাজা উত্তানপাদ বলিলেন,—

"রাজ্ঞি! সুরুচি আজ তোমার আর আমার উপর অভিমানিনী হইয়াছে। সুরুচির বিশ্বাস, আমি তাহার অপেক্ষা তোমায় অধিক ভালবাসি। সে বলে, ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠরত্ন মুক্তাহার আমিই তোমাকে দিয়াছি।"

সুনীতি। এই কথা! এই লও বোন। তুমি যখন আমাদের বাড়ীতে এস নাই, তখন স্বর্গীয় কর্ত্তা মহারাজ এই হার আমায় দিয়াছিলেন। এ হারে আমারও যেমন অধিকার, তোমারও তেমনি। আজ হইতে এ হার তোমার হইল।

সুনীতি এই বলিয়া আপনার কণ্ঠ হইতে তখনই হার উন্মোচন করিয়া সুরুচিকে পরাইয়া দিলেন। দীপালোকে হার অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিল, কিন্তু সুরুচি তাহা লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং রুক্ষস্বরে বলিলেন, "সুনীতি! আমি মথুরার রাজকন্যা, ভিক্ষুকী নই, তোমার দান আমি গ্রহণ করিতে চাই না।"

রাজা ও সুনীতি উভয়েই সুরুচির ব্যবহার দেখিয়া নির্ব্বাক রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা বলিলেন, "সুরুচি! কি করিলে তোমার সন্তোষ হয় বল, আমরা উভয়েই তাহা করিব।"

সুরুচি বলিলেন, "মহারাজ! তবে শুনুন; এ গৃহে আমাদিগের উভয়ের স্থান হইতে পারে না। আমি যত দিন বালিকা ছিলাম, আমার ন্যায্য অধিকার কি জানিতাম না, তাই সুনীতি আমাকে যাহা কিছু দিয়াছিলেন, আমি তাহাতেই তৃপ্ত ছিলাম, কিন্তু এখন আমি আমার অধিকার বুঝিয়াছি, যাহা আমার প্রাপ্য তাহা আমি লইব।"

সুনীতি বলিলেন, "এ ত ভালই কথা। এর জন্য তুমি অসুখী কেন? তোমার যাহা প্রাপ্য, তাহা ত তুমি পাইবেই, তাহার উপর আমার নিজের যাহা আছে, তাহাও আমি তোমাকে দিব।"

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন, যেন তাঁহার হৃদয়ের ভার কিছু লঘু হইল। তিনি বলিলেন, "সুরুচি! দেখ দেখি, বড় রাণী তোমায় কত ভালবাসেন, তবে তুমি তাঁহার উপর অভিমান করিয়াছ কেন?

সুরুচি বলিলেন, "মহারাজ! আপনি নারী-হৃদয় জানেন না। নারী অপব সকলের অংশ দিতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছায় কখন স্বামীর অংশ দিতে পারে না। বস্ত্র, অলঙ্কার, ঐশ্বর্য্য সকলই সুনীতির একার থাকুক, আমি আমাব স্বামীতে একাধিকার চাই।"

ক্ষণকালের জন্য সুনীতির মুখ যেন মেঘাবৃত হইল, কিন্তু চিত্তসংযম করিয়া তিনি আপনার স্বাভাবিক মধুরস্বরে বলিলেন, "ভগিনি! তুমি আসিবার পূর্ব্বে আমি বহুদিন একাকিনী স্বামি-সেবা করিয়াছি, তুমিও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী, সুতরাং আমি যাহা পাইয়াছি, তুমিও তাহা পাইতে অধিকারিণী। এখন তুমি একাই তাঁহার সেবা কর। আমি তোমাদিগের উভয়কে সুখী দেখিয়া সুখী হইব।"

সুরুচি তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "মহারাজ শুনুন, এ পুরীতে আমাদের উভয়ের স্থান হইবে না। আপনি চমকিত হইবেন না; কেন আমি এ কথা বলিতেছি, তাহা শুনুন। আপনার প্রথমা স্ত্রী অপুত্রবতী ছিলেন বলিয়াই আপনি আমার পিতার নিকট আমাকে যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। তাঁহার দৌহিত্র ভবিষ্যতে রাজ্যাধিকারী হইবে, এই আশাতেই তিনি আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন যদি আপনি আমাদিগের উভয়কে লইয়া বাস করেন, তবে আমার সন্তান হইলে তাহার রাজ্যলাভের আশা অতি অল্প। সে দিন মহর্ষি

বৌধায়ন আমাদিগের উভয়কেই দেখিয়া "পুত্রবতী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। মহর্ষির বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নয়। সুতরাং আমার পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক, সুনীতিব পুত্র হইলে, প্রজাগণের কিয়দংশ জ্যেষ্ঠা মহিষীর পুত্র বলিয়া নিশ্চয়ই তাহার পক্ষ অবলম্বন করিবে, সুতবাং আমার পুত্রের নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ ঘটিবে না।"

সুনীতি। ভগিনি! এই যদি তোমার উদ্বেগের কারণ হয়, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। নাবায়ণ যদি আমায় কখন পুত্র দেন, তবে তুমি জানিও, আমার পুত্র রাজ্যকামুক হইবে না। রাজপদ হইতেও যে পদ শ্রেষ্ঠ, আমি তাহাকে সেই পদ লাভেব জন্য শিক্ষা দিব।"

সুরুচি। বাজপদ হইতেও শ্রেষ্ঠ পদ? তুমি তাহাকে কি শিখাইবে?

সুনীতি। ভগিনি! তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে না; সে কথা থাক্।

"বুঝিতে পারিবে না" একথা সুরুচির মর্ম্মে লাগিল। পাদ-স্পৃষ্টা সর্পীর ন্যায় সুরুচি গর্জ্জন কবিয়া বলিলেন, "সুনীতি! তুমি শোন, মহাবাজ আপনিও শুনুন; পুত্রের জন্যই ভার্য্যার প্রয়োজন সুনীতির দ্বারা আপনার সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই; সেই জন্যই আপনি আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সংসারে আমাদিগের দুইজনের থাকা নিষ্প্রয়োজন। হয় আপনি আমাকে বিদায় দিয়া সুনীতিকে লইয়া থাকুন, না হয় তাহাকে বিদায় দিয়া আমার ন্যায্য অধিকার আমাকে দিন।"

সুনীতির চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল; তিনি গদগদ বচনে বলিলেন, "ভগিনি! কেন এমন কথা বলিতেছ! এস, উভয়ে মিলিয়া স্বামীর সেবা করিয়া জীবন সার্থক করি। আমি রাজ্য,

ধন, সম্পদ কিছুই চাই না। দিনান্তে পতিপদপূজা করিব, এই মাত্র আমার বাসনা।”

সুরুচি বলিলেন, “তাহা হইবে না; বসন্তকালে নূতন পত্র উদ্গত হইবার পূর্ব্বেই পুরাতন পত্রকে স্থানচ্যুত হইতে হয়। এ সংসারে এখন আর তোমার স্থান হইবে না।”

সুনীতি রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “মহারাজ! আপনারও কি এই মত?”

রাজার সর্ব্বাঙ্গ যেন সূচাবিদ্ধ হইতেছিল, তিনি সুরুচির দিকে চাহিলেন, দেখিলেন তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। তিনি কাতরকণ্ঠে সুনীতিকে বলিলেন, “প্রিয়ে! আমি কি বলিব! আমায় রক্ষা কর।”

সুনীত রাজার মনের ভাব বুঝিলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পদে প্রণাম করিয়া সেই কক্ষ হইতে বাহির হইলেন; আপনার অঙ্গের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া নিজের বিশ্বস্তা দাসীর নিকট দিলেন এবং এক বসনে রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্যা হইলেন! “বড় রাণী কোথায়? বড় রাণী কোথায়” কিয়ৎক্ষণের মধ্যে রাজপুরীতে এই কোলাহল উঠিল। কেহ কোন সংবাদ দিতে পারিল না। প্রাতঃকালে একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, যে, যে গুপ্তদ্বার দিয়া অন্তঃপুরচারিণীগণ যমুনায় স্নান করিতে যান, সেই দ্বার রাত্রিতে উন্মুক্ত ছিল, এবং যমুনাপুলিনে অলক্তাঙ্কিত পদচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। শুনিয়া পুরজনগণ অনুমান করিলেন, বড় রাণী যমুনা-জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। মর্ম্মপীড়িত রাজার দীর্ঘ শ্বাস আকাশে বিলীন হইল, অশ্রুবিন্দু পৃথিবীতে শুষ্ক হইয়া গেল; সেই সঙ্গে বড় রাণীর নামও ক্রমে উত্তানপাদের সংসার হইতে বিলুপ্ত হইল।

যমুনার তট হইতে এক নিবিড় অরণ্যানী বহু যোজন পর্য্যন্ত উত্তরদিকে প্রসারিত ছিল। তাহার এক প্রান্তে মহর্ষি অত্রির পবিত্র আশ্রম। তপোনিষ্ঠ বহু ঋষি ও ঋষিপত্নী তথায় বাস করিতেন। সেখানে হিংসা, দ্বেষ ছিল না; ঐশ্বর্য্যের বা বিলাসের চিহ্নমাত্র ছিল না। প্রকৃতির সদাব্রতে অধিকারী এবং পরস্পরের সুখ দুঃখে সুখী ও দুঃখী হইয়া সদালাপে ও সদনুষ্ঠানে তাঁহাদিগের দিন অতিবাহিত হইত। আশ্রমের এক নির্জ্জন অংশে একখানি কুটীর শোভা পাইতেছিল, দেখিলে তাহা অপেক্ষাকৃত নূতন বলিয়া বোধ হইত। কুটীরখানির চতুর্দ্দিক পরিষ্কৃত, এবং কণ্টক কঙ্করশূন্য। অসংখ্য তুলসী বৃক্ষ কুটীরখানিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল। এক তপস্বিনী একাকিনী সেই কুটীরে বাস করিতেন। আকারে ও ব্যবহারে অন্যান্য তপোবনবাসিনীদিগের হইতে তাঁহার কিছু পার্থক্য ছিল। তাঁহার শরীরের বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত ও সুললিত। তাঁহার মুখে এমন একটী কমনীয় প্রশান্ত ভাব ছিল যে, দেখিবামাত্র তাঁহার নিকট মস্তক নত করিতে ইচ্ছা হইত। তাঁহার পরিধান গৈরিকরঞ্জিত বসন, কণ্ঠে তুলসীমাল্য, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনাঙ্কিত শ্রীপাদচিহ্ন। তিনি অধিকাংশ সময়ই সমাধিতে মগ্না থাকিতেন, কচিৎ কখনও কুটীর হইতে বাহির হইয়া বৃক্ষের গলিত পত্র এবং ফল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। তাঁহার দয়ার শেষ ছিলনা। আশ্রমে কেহ কখন পীড়িত হইলে তিনিই তাহার সেবা করিতেন এবং শোকার্ত্তকে তিনিই সান্ত্বনা দিতেন। কুলায়ভ্রষ্ট পক্ষিশাবক এবং মাতৃহীন মৃগশিশুগুলিকে প্রতিপালন জন্য ঋষিগণ তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিতেন। তাঁহার কুটীর সর্ব্বদাই হরিনামে প্রতিধ্বনিত থাকিত। যখন তাঁহার নিজের কণ্ঠ নীরব হইত, তখন তাঁহার শিক্ষিত শুক,

শারিকাগণ "হরি" "হরি" উচ্চারণ করিয়া সে স্থান পবিত্র করিত। তাঁহার প্রতি আশ্রমবাসিগণের ভক্তির সীমা ছিল না। মহর্ষি আদর করিয়া তাঁহাকে আশ্রমলক্ষ্মী নাম দিয়াছিলেন, এবং সেই নামেই তিনি সকলের নিকট পরিচিতা ছিলেন। তপোবনে সাধারণতঃ পরিচয় জিজ্ঞাসা নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ কখন তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন না। একমাত্র মহর্ষি অত্রিই তাঁহার পরিচয় জানিতেন।

একদিন অগ্নিহোত্র সম্পাদনের পর মহর্ষি অত্রি আশ্রমলক্ষ্মীর কুটীরে আগমন করিলেন। আশ্রমলক্ষ্মী দেখিবামাত্র, ব্যগ্র হইয়া, মহর্ষিকে বসিবার আসন এবং পাদ্যার্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং মহর্ষি উপবেশন করিলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্টা হইলেন। পরস্পর কুশল ও অনাময় জিজ্ঞাসা করার পর মহর্ষি বলিলেন, "মা আশ্রমলক্ষ্মি! একবারও কি তোমার মুখে একটু হাসি দেখিব না? যখনই আসি, দেখি মুখখানি মলিন, চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া আছে। কেন এত কাঁদ মা?"

আশ্রমলক্ষ্মী মহর্ষিকে পিতৃ সম্বোধন করিতেন। তিনি বলিলেন, "পিতঃ! আমি যদি না কাঁদিব, তবে কাঁদিবে কে? না কাঁদিলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

মহর্ষি। বৎসে! আমি তোমায় কতবার বলিয়াছি, তুমি নিষ্পাপা। কেন তবে তুমি নিজেকে পাপীয়সী বলিয়া মনে কর? এক দিকে ধর্ম্মাভিমান যেমন নিন্দনীয়, অপর দিকে আত্মাবমাননাও তেমনই দোষাবহ।

আশ্রমলক্ষ্মী। নিষ্পাপা হইলে আমার এত মনস্তাপ কেন?

মহর্ষি। বৎসে! মনস্তাপ সর্ব্বত্র পাপের সূচক নয়। স্থলবিশেষে তাহা সত্য হইলেও তাহার ব্যতিক্রম আছে। দেখ!

সূর্য্যদেব প্রখর উত্তাপে পৃথিবীকে দগ্ধ করেন, কিন্তু তাহা কি পৃথিবীর পাপের জন্য, না, পৃথিবীকে ফলপ্রসবিনী করিবার জন্যই? ভগবান যে আমাদিগকে সময়ে সময়ে দুঃখদগ্ধ করেন, তাহা কেবল আমাদিগের পাপের জন্য নয়। আমাদিগের দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সাধনের জন্যও করিয়া থাকেন। আমার বিশ্বাস, তোমার সাময়িক ক্লেশ তোমার কল্যাণেরই জন্য! স্বামী হইতে বিচ্যুতা হইয়া তুমি আজ জগৎস্বামীকে যেমন ভাল বাসিতে পারিয়াছ, পূর্ব্বে কখনও তেমন পার নাই। অশ্রুপ্রবাহে তোমার মলিনতা ধৌত হওয়াতে তোমার হৃদয় এখন জগৎপতির আসন হইবার যোগ্য হইয়াছে। বৎসে! তোমার ক্লেশ জগতের কল্যাণপ্রসূ হইবে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তোমার গর্ভে এমন এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন, যিনি পৃথিবীতে ভক্তচূড়ামণি নামে খ্যাত হইবেন এবং যাহা অধ্রুব, অসত্য তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাহা ধ্রুব, সত্য তাহা লাভ করিবেন।

আশ্রমলক্ষ্মী। পিতঃ! আপনার বাক্য নিষ্ফল হইবার নয়; কিন্তু আমি কোথায়, আর আমার প্রভু কোথায়? আবার কি আমি তাঁহার চরণ দর্শন করিতে পাইব?

মহর্ষি। পাইবে, বৎসে! পাইবে। বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে? তাঁহার কার্য্য তিনিই করিবেন। ক্রমে বেলা অধিক হইতেছে, আমি এখন বিদায় হই।

মহর্ষি এই বলিয়া আশ্রমলক্ষ্মীকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিদায় লইলেন। ক্রমে পূর্ব্বাকাশের সূর্য্য মধ্যগগনে আরোহণ করিলেন, এবং মধ্যগগন হইতে পশ্চিমাকাশে অবতীর্ণ হইলেন। অন্ধকার ধীরে ধীরে বনভূমি আক্রমণ করিল। কিন্তু সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গেই

নিবিড ঘনঘটায় আকাশ আবৃত হইল এবং প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল। বৃহৎ বহৎ বৃক্ষশাখা ভগ্ন হইয়া পডিল এবং বনচব প্রাণিগণ চীৎকাব কবিয়া ইতস্তত ধাবিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বনভূমি অতি ভযঙ্কব মূর্ত্তি ধাবণ কবিল। পত্রসঞ্চালনে এবং শাখায় শাখায় ঘর্ষণে অতি বিকট শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। কিযৎক্ষণ পবেই প্রবল ধাবাপাত আবম্ভ হইল। সে বৃষ্টিতে বাহিবে অবস্থান কবে কাহাব সাধ্য? আশ্রমবাসিগণ স্ব স্ব কুটীবে প্রবেশ কবিলেন এবং উৎকণ্ঠিত চিত্তে ঝটিকা অবসানেব অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রহবাধিক পর্য্যন্ত ঝটিকার বিশ্রাম হইল না। আশ্রমলক্ষ্মী, দ্বাব রুদ্ধ কবিযা, একাকিনী স্বীয় কুটীবে অবস্থিতি কবিতেছিলেন। এক একবাব প্রবল বাযুতে তাঁহাব কুটীব আন্দোলিত হইতেছিল, আব তাঁহাব হৃদয কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এমন সময কে আসিয়া তাঁহার দ্বাবে সবলে আঘাত কবিয়া বলিল, "কে আছ? প্রাণ যায়, দ্বাব খোল?"

আশ্রমলক্ষ্মী প্রথমে ভাবিলেন, হয়ত তাহাব ভ্রম হইয়াছে; বাযুব গর্জ্জনই তিনি বিপন্নেব আর্ত্তনাদ বলিয়া মনে কবিযাছেন। কিন্তু দ্বিতীয়বাব, তৃতীযবাব সেই স্বব তাঁহাব কর্ণে প্রবেশ কবিল; তিনি ব্যগ্র চিত্তে দ্বাব উন্মুক্ত কবিলেন, দীপালোক তাঁহাব ও আগন্তুকেব মুখেব উপব পতিত হইল। উভয়েই উভযকে দেখিয়া চমাকযা উঠিলেন।

আগন্তুক বলিলেন, "একি বড় বাণী!"

আশ্রমলক্ষ্মী বলিলেন, "একি মহাবাজ!"

দ্বিতীয় বাক্যব্যয়েব পূর্ব্বে উভয়েই মূর্চ্ছিত হইয়া গৃহতলে পতিত হইলেন।

বলিতে হইবে কি যে, এই আশ্রমলক্ষ্মী আমাদিগেব পতিগত-

প্রাণা সুনীতি এবং এই আগন্তুক রাজা উত্তানপাদ? গৃহত্যাগ করিয়া সুনীতি যমুনাকূল অবলম্বনে ক্রমে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি তাঁহার পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহার সুশীলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দুহিতৃস্নেহে আশ্রমে স্থান দিয়াছিলেন। সেখানে ঋষি ও ঋষিপত্নীদিগের সহবাসে, দিবারাত্রি সদালাপে ও সদনুষ্ঠানে, সুনীতির সময় অতিবাহিত হইত। জনসংঘর্ষে যে ধ্যান ও ধারণা দুঃসাধ্য, শান্তিবসাস্পদ আশ্রমে তাহা সুনীতির পক্ষে সুসাধ্য হইল। কৃষিক্ষেত্র প্রথমে সূর্য্যোত্তাপে দগ্ধ হয়, পরে হল্ দ্বারা বিদীর্ণ হয়, তাহাব পর বর্ষাব ধারাপাতে শীতল হইলে শস্য প্রসব করে। সপত্নীব দুর্ব্যবহারে দগ্ধা, স্বামীর ঔদাসীন্যে বিদীর্ণহৃদয়া সুনীতি মহর্ষি অত্রির স্নেহে ও সদুপদেশে শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। ধ্রুবেব ন্যায় সন্তানের মাতা হইবার তাঁহার অধিকার জন্মিল। যথাকালে তিনি পতিপদসেবাব সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। মৃগয়ায় আগত রাজা উত্তানপাদ, ঝটিকা বৃষ্টিতে পথ হারাইয়া, অজ্ঞাতসারে সুনীতিব কুটীরে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি যথার্থই বলিয়া ছিলেন, বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে? তাঁহার কার্য্য তিনি করিলেন।

ঝটিকা বৃষ্টি অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রমবাসিগণ অবগত হইলেন যে, আশ্রমলক্ষ্মীর কুটীরে এক অতিথি আসিয়াছেন। শুনিয়া তাঁহাবা সকলে অতিথির উপযুক্ত সৎকারের জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অতিথি কে এবং আশ্রমলক্ষ্মীর সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ সে সংবাদ অল্পক্ষণের মধ্যেই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। শুনিয়া ঋষিপত্নীগণের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা আপন আপন গৃহ হইতে যাঁহার যাহা উৎকৃষ্ট বস্তু ছিল, সঙ্গে লইয়া আশ্রমলক্ষ্মীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন। কেহ সদ্যপ্রস্তুত ঘৃত, কেহ দধি, কেহ

মধু, কেহ পায়সান্ন আনিলেন। কেহ সুবাস কুসুম, কেহ চন্দন, কেহ ফলমূল লইয়া আসিলেন। সুনীতি স্বামীকে সিক্ত ও কাতর দেখিয়া তাঁহার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া অগ্ন্যুত্তাপে তাঁহাকে সুস্থ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ঋষিপত্নীদিগের প্রদত্ত উপচারে তাঁহাকে অতি পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। রাজার বোধ হইল, এমন অমৃতোপম বস্তু তিনি জীবনে কখনও আহার করেন নাই, এবং আহারে কখনও এমন পরিতৃপ্ত হন নাই। দুঃখিনী সুনীতি রাজযোগ্য শয্যা কোথায় পাইবেন? তিনি কুটীরের একাংশে রাজার জন্য আপনার কুশাসন পাতিয়া দিলেন, রাজা তাহাতেই শয়ন করিলেন। জনপদে হউক, আর তপোবনেই হউক, নারীপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান। মহর্ষি অত্রির পত্নী, স্বয়ং আসিয়া, আশ্রমলক্ষ্মীর কেশ রচনা করিয়া দিলেন। নিজের বল্কলাঞ্চলে তাঁহার মুখ মুছাইয়া তাঁহার ললাটে চন্দন-রেখা ও সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু দিলেন। মেঘাপগমে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সে সুন্দর মুখ আরও সুন্দর দেখাইল। "যাও মা লক্ষ্মি! পতিরূপী নারায়ণের সেবা করিয়া কৃতার্থ হও" এই বলিয়া অত্রিপত্নী বিদায় লইলেন।

প্রথম সাক্ষাতের পর হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত রাজার ও সুনীতির মধ্যে কি কথোপকথন হইল, রাজা কিরূপে শতবার, সহস্রবার, আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলেন, সুনীতি কিরূপে পতিব্রতাযোগ্য প্রেমে তাঁহার সঙ্কোচ দূর করিলেন, সে সকল কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। অনুভব করা ভিন্ন ভাষা হইতে তাহা উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা নাই। প্রভাতে কৃতার্থ-হৃদয়া সুনীতি পতিকে প্রণাম করিলেন, রাজাও পত্নীকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়া স্বনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সুনীতির কথাপ্রসঙ্গে আমরা দীর্ঘকাল সুরুচির কথা উল্লেখ করি নাই। সপত্নীকে অপস্থত করাইয়া সুরুচি একেশ্বরী হইলেন। ধন, জন, সম্পদ, স্বামী তাঁহার একার হইল। পদের কণ্টক, চক্ষুর বালি দুরীভূত হইল, তিনি ভাবিলেন, অবিচ্ছেদে সুখভোগ করিবেন; কিন্তু তাহা ঘটিল না। তাঁহার মন অশান্তিতে পূর্ণ হইল। তাঁহার অশান্তির প্রথম কারণ লোকনিন্দা; তাঁহাব ভয়ে কেহ কিছু সম্মুখে না বলুক, কিন্তু তিনি জানিতেন, অন্তরালে সকলেই তাঁহাকে বড়বাণীর অন্তর্দ্ধানের কারণ বলিয়া নিন্দা করে। তাঁহার অশান্তিব দ্বিতীয় কাবণ এই যে, যাঁহাকে লইয়া তাঁহাব সুখ তিনি সুখী ছিলেন না। পতিসেবাব তিনি ক্রটী করিতেন না, কিন্তু পতিকে সুখী কবা তাঁহাব সাধ্য ছিল না। তিনি দেখিতেন, রাজার আহাবে তৃপ্তি নাই, নিদ্রায় গভীবতা নাই, বাজকার্য্যে আকর্ষণ নাই। তিনি কখনও চমকিয়া উঠেন, কখনও অকারণে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন, কখনও একাকী নির্জ্জনে অশ্রু-পাত কবেন। সুনীতির অন্তর্দ্ধানের পব তাঁহাব শয়নগৃহ, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার সমস্তই সুরুচিব হইয়াছিল। কিন্তু তিনি দেখিতেন শয়নগৃহে প্রবেশমাত্র রাজার মুখ ম্লান হইয়া যায়; তিনি পর্য্যঙ্কেব অপেক্ষা গৃহতলে স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন কবিয়াই তৃপ্তি বোধ কবেন। সুরুচি ইহাব কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেন না, যাহা অনুমান কবিতেন, তাহা তাঁহাব পক্ষে হৃদয়-বিদারক হইত। বিশেষতঃ যে দিন রাজা মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার আরও ভাববৈলক্ষণ্য প্রকাশিত হইল। সুরুচির প্রতি রাজাব সমাদবের ও অনুরাগের ক্রটী ছিল না। কিন্তু তাহাতে সুরুচির তৃপ্তি হইত না। সর্ব্বদা কি যেন একটী অভাব থাকিয়া যাইত। সুরুচি ভাবিতেন, ইহার অপেক্ষা সুনীতি যখন গৃহে

ছিলেন, তখন আমি বরং অধিক সুখী ছিলাম। রাজা এখন আমায় আরও অধিক আদর কবেন, কিন্তু এত লুকোচুরী করেন কেন? এই সময় সুরুচির একটী পুত্র জন্মিল। সপত্নীর উপর এইবার প্রকৃত জয়লাভ হইল বিশ্বাসে এবং পুত্রেব লালনপালনে সুরুচি মনের উদ্বেগ কিয়ৎপরিমাণে শান্ত করিলেন।

এদিকে তপোবনে সুনীতিও সসত্ত্বা হইয়াছিলেন; যথাকালে তিনি এক পরম সুন্দর কুমাব প্রসব করিলেন। মহর্ষি অত্রি শাস্ত্রানুসারে বালকের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া তাহার নাম রাখিলেন ধ্রুব, এবং বলিলেন, "জগতের মধ্যে যে একমাত্র বস্তু ধ্রুব এই বালক তাহা লাভ করিবে।" ধ্রুব শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া মাতার নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাকপক্ষনিন্দিত কুন্তল, ইন্দীবরের ন্যায় নয়ন, অর্দ্ধস্ফুট দন্তরাজী দেখিয়া সুনীতির সকল ক্লেশ, সকল দুঃখ দূর হইল! ধ্রুব ক্রমে উপবেশনে, দণ্ডায়মানে, কূর্দ্দনে, ধাবনে সক্ষম হইলেন। ধ্রুব যখন অপরাহ্নে ক্রীড়ান্তে ধূলিধূসরিত কলেবরে কুটীরে ফিরিয়া আসিতেন, তখন সুনীতি অঞ্চলে তাঁহার শরীরের ধূলি মুছাইয়া তাঁহাকে বক্ষে লইতেন, তাঁহার বক্ষ শীতল হইত। মহর্ষি অত্রির বড় সাধ ছিল যে, তিনি তাঁহার আশ্রমলক্ষ্মীর মুখে হাসি দেখিবেন, তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইল। ধ্রুবকে দেখিলে সুনীতির মুখে হাসি ধরিত না। মহর্ষি এক এক দিন অন্তরাল হইতে দেখিতেন, সুনীতি ধ্রুবের দিকে এবং ধ্রুব সুনীতির দিকে চাহিয়া আছেন, উভয়েরই মুখ মধুর হাস্যে সমুজ্জ্বল; সুনীতি করতালি দিয়া ধ্রুবকে নৃত্য করিতে শিখাইতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের অঙ্গও তালে তালে নৃত্যভঙ্গীতে সঞ্চালিত হইতেছে। মহর্ষি নিজে গৃহী ছিলেন, সুতরাং পিতা যেমন পুত্রবতী দুহিতাকে

সন্তানপালনে ব্যাপৃতা দেখিয়া সুখী হন, তিনিও তেমনই ধ্রুবমাতা সুনীতিকে দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

ক্রমে ধ্রুব কৈশোরে উপনীত হইলেন। বয়সের সঙ্গে তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, সুললিত গঠন, মধুর অঙ্গভঙ্গী যে দেখিত সেই মোহিত হইত। তাহার উপর ধ্রুবের প্রকৃতি এমন মধুর ছিল যে, বনের পশু পাখীরাও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে চাহিত না। ধ্রুব মাতার কোলে বসিয়া মাতার কাছে হরিনাম গান করিতে শিখিয়াছিলেন। সন্ধ্যা-কালে আশ্রমের ঋষিবালকদিগকে সঙ্গে লইয়া ধ্রুব মাতার কুটীরের অঙ্গনে হরিনাম গান করিতেন। নাচিয়া নাচিয়া বাহু তুলিয়া বালকেরা গাইত—

(তোরা) আয়রে সবে ভাই!

ধ্রুব বলিতেন—

(একবার) বাহু তুলে, সবে মিলে, হরিগুণ গাই।

বালকেরা গাইত—

আয়রে বনের পশুপাখী!
হরি বলে সবাই ডাকি;

ধ্রুব গাইতেন—

মা বলেছেন, এমন নাম আর ত্রিজগতে নাই।

সে সঙ্গীতে তান লয়, রাগ রাগিণী কিছুরই সামঞ্জস্য থাকিতনা; তথাপি যে শুনিত, সেই মোহিত হইত। শুভ্রকেশ ঋষিগণও, আপনাদিগের নিত্য পূজা হোম ভুলিয়া, সে সঙ্গীত শুনিতেন, এবং শুনিয়া গলদশ্রু হইতেন। কণ্ঠে তুলসীর মাল্য, সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনে অঙ্কিত শ্রীপাদপদ্ম, মুখে হরিনাম, ধ্রুবকে দেখিলে বোধ হইত, মূর্ত্তিমান

হরিপ্রেম ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ধ্রুবের ভক্তিভাব দেখিয়া ঋষিগণ বলিতেন, এমন মাতার গর্ভে যে এমন সন্তান হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

ঋষিবালকেরা, অনেক সময়, প্রসঙ্গক্রমে, আপন আপন পিতার কথা বলিতেন। কিন্তু ধ্রুব কখনও নিজের পিতাকে দেখেন নাই; সুতরাং কোন কথা বলিতে পারিতেন না। এক দিন বালকেরা ধ্রুবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! আমাদের সকলেরই ত পিতা আছেন, কিন্তু তোমার কি পিতা নাই? কই আমরা ত তাঁহাকে কখন দেখিতে পাইনা।" ধ্রুব বিষণ্ণ বদনে আসিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আমার পিতা কোথায়?" শুনিয়া সুনীতি চমকিতা হইলেন, বলিলেন, "ধ্রুব। তুমি আজ একথা জিজ্ঞাসা করিলে কেন?"

ধ্রুব বলিলেন, "মা! ঋষিবালকেরা আজ আমাকে বলিতেছিল, আমাদের সকলেরই পিতা আছেন, কেবল তোমার কি পিতা নাই? মা। সত্য কি আমার পিতা নাই?"

সুনীতি বলিলেন, "অমঙ্গল দূর হউক! কেন তোমার পিতা থাকিবেন না? তিনি রাজরাজেশ্বর!"

ধ্রুব। মা। তবে তিনি আমাদের কাছে থাকেন না কেন?

সুনীতি। আমার অদৃষ্ট! তিনি নিজের রাজধানীতে থাকেন।

ধ্রুব। রাজধানী কোথায়?

সুনীতি। যমুনার কূল দিয়া যে পথ পূর্ব্বমুখে গিয়াছে, সেই পথ দিয়া রাজধানীতে যাইতে হয়।

ধ্রুব বলিলেন, "মা! আমি রাজধানীতে গিয়া একবার পিতাকে দেখিয়া আসিব।"

সুনীতি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন, বলিলেন, "রাজধানী অনেক

দূর! তুমি বালক, অত পথ হাঁটিতে পারিবেনা। যদি নারায়ণ দয়া করেন, তবে তোমাব পিতাই তোমাকে দেখিতে আসিবেন।”

ধ্রুব কোন উত্তব দিলেন না। তিনি সমবয়স্ক বালকগণের নিকট নিজেব পিতাব পরিচয় দিলে বালকগণ পবামর্শ করিয়া বলিলেন, “ভাই! চল আমবা রাজধানীতে গিয়া তোমার পিতাকে দেখিয়া আসি।” ধ্রুব বলিলেন, “আমারও সেই ইচ্ছা।”

পরদিন প্রভাতে ঋষিবালকগণ, ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া, রাজধানী অভিমুখে যাত্রা কবিলেন। একে অপবিচিত পথ, তাহার উপব বালকগণ দীর্ঘ ভ্রমণে অনভ্যস্ত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতব হইয়া তাঁহাবা মধ্যাহ্নে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। বাজধানীর কথা শুনিয়া তাঁহাবা ভাবিয়াছিলেন যে, আশ্রমেবই মত কিছু হইবে; কিন্তু এক্ষণে প্রাসাদবিপণিপূর্ণ, গজবাজিবথাকীর্ণ, বহুজনসঙ্কুল স্থান দেখিয়া সকলে ভীত ও বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদিগেব বেশভূষা দেখিয়া নাগরিকগণ তাঁহাদিগকে ঋষিবালক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতবাং কেহ আদব কবিয়া তাঁহাদিগকে রাজপ্রাসাদ দেখাইয়া দিলেন। সেই বহুপ্রকোষ্ঠসমন্বিত, কারুকার্য্যখচিত, পর্ব্বতাকাব অট্টালিকা দেখিয়া বালকদিগের বিস্ময়ের সীমা বহিল না। সশস্ত্র পুরুষগণ, উজ্জ্বল বেশভূষা পরিধান কবিয়া, প্রাসাদদ্বার রক্ষা করিতেছিল। তাহাদিগেব গর্ব্বিত ভাবভঙ্গী দেখিয়া অন্যান্য বালকগণ পশ্চাৎপদ হইলেন, কিন্তু ধ্রুব অগ্রসব হইয়া বলিলেন, “বাজা কোথায়? আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইব।”

প্রহরী বলিল, “বালক! তুমি মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে চাও, তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ?”

ধ্রুব বলিলেন, “আমি তাঁহার পুত্র; মহর্ষি অত্রির আশ্রম হইতে আসিতেছি।”

প্রহবী বলিল, "বাজকুমাব ত গৃহে আছেন, প্রজা মাত্রই বলে, আমি বাজাব পুত্র, বাজাব সঙ্গে দেখা কবিব, আমি এমন সংবাদ লইয়া যাইতে পাবিব না।"

তখন বালকদিগেব মধ্যে একটী বয়োজ্যেষ্ঠ ঋষিকুমাব অগ্রসব হইয়া বলিলেন, "আমবা ঋষিকুমাব, তপোবন হইতে আসিতেছি, তোমাদেব মহাবাজকে আশীর্ব্বাদ কবিব, সংবাদ দাও।"

শুনিবামাত্র প্রহবী অভ্যন্তবে প্রবেশ কবিল এবং বাজাব নিকট যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "মহাবাজ। তপোবন হইতে কযেকটী ঋষিকুমাব আপনাকে আশীর্ব্বাদ কবিতে আসিয়াছেন। অনুমতি হইলে তাঁহাদিগকে সভাস্থলে আনিতে পাবি।"

বাজা বলিলেন, "অবিলম্বে আনয়ন কব।"

তখন ধ্রুব অন্যান্য ঋষিবালকদিগেব সঙ্গে সভাগৃহে প্রবেশ কবিলেন। এতদিন তাঁহাবা কাব্যে ও ইতিহাসে যাহা পাঠ কবিযাছিলেন, সেই বাজসভা আজ ঋষিকুমাবদিগেব প্রত্যক্ষ হইল। তাঁহাবা দেখিলেন বিচিত্র স্তম্ভশোভিত বিশাল গৃহ, তাহাব মধ্যে একটী অনুচ্চ বেদী; বেদীব উপব স্বর্ণখচিত সিংহাসনে বাজা উত্তানপাদ উপবিষ্ট। তাঁহাব দক্ষিণে, বামে সামন্তবাজগণ, সম্মুখে মন্ত্রী ও সভাসদবর্গ, দূবে অর্থীপ্রত্যর্থিগণ। সশস্ত্র প্রহবিগণ সভাগৃহ হইতে কিঞ্চিৎ দূবে পাদচাবণ কবিতেছে এবং অঙ্গুলিসঙ্কেতে জনকোলাহল নিবাবণ কবিতেছে, সভাগৃহ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। ঋষিকুমাবগণ বাজাকে আশীর্ব্বাদ কবিলে বাজা প্রণাম কবিযা সকলকে আসন পবিগ্রহ কবিতে বলিলেন। ঋষিকুমাবদিগেব সুকুমাব বযস, প্রশান্ত মুখ এবং সবল ভাব দর্শনে সভাসদগণ মুগ্ধ হইলেন। তাঁহাদিগেব মধ্যে একটী বালকেব প্রতি সকলেব নেত্র আকৃষ্ট হইল। বেশভূষায় ঋষিকুমাবেব ন্যায় হইলেও তাঁহাব আকাবে ক্ষত্রিয়-

লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছিল। তাদৃশ সুকুমার বয়সেও তাঁহার দেহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ, বক্ষোদেশ প্রশস্ত, পদক্ষেপ দৃঢ় এবং বাহু অস্ত্রধারণক্ষম; মুখে কোমলতার সঙ্গে তেজোবত্তা সূচিত হইতেছিল। ইনিই ধ্রুব।

অপর সকলে উপবেশন করিলে ধ্রুব রাজার সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং মস্তক নত করিয়া করপুটে রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা বলিলেন, "তুমি ঋষিকুমার, আমি ক্ষাত্রিয়; আমায় প্রণাম করিতেছ কেন?"

ধ্রুব বলিলেন, "আপনি আমার পিতা, আমি আপনার পুত্র।"

রাজা। তোমার নাম কি? তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

ধ্রুব। আমার নাম ধ্রুব, আমি মহর্ষি অত্রির আশ্রম হইতে আসিতেছি।

রাজার শরীর মধ্যে যেন একটা তাড়িৎ-প্রবাহ ছুটিল। ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইবার জন্য তিনি একবার বাহুযুগল ঈষৎ প্রসারিত করিলেন, কিন্তু তাঁহার লজ্জা বোধ হইল। তিনি বলিলেন, "বৎস! আমি ত তোমায় কখনও দেখি নাই, তুমি আমাকে পিতা বলিতেছ, তোমার মাতা কে?"

ধ্রুব। তপোবনে সকলে তাঁহাকে আশ্রমলক্ষ্মী বলেন, শুনিয়াছি, তাঁহার প্রকৃত নাম সুনীতি।

"সুনীতি!" এই শব্দটী মহামন্ত্রের কার্য্য করিল। রাজার লজ্জা এবং সঙ্কোচ দূর হইল, তিনি বলিলেন, "বৎস! এস, আমার ক্রোড়ে এস।" এই বলিয়া তিনি ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইলেন এবং সস্নেহে তাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন দিলেন। তাঁহার শরীর যেন অমৃতসিক্ত হইল। সভাস্থ ব্যক্তিগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজপুরীতে প্রচারিত

হইল যে, বড়রাণী জীবিতা আছেন, তাঁহার পুত্র রাজসভায় আসিয়াছেন। এ সংবাদ অতিরঞ্জিত এবং অতিবর্দ্ধিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দুই একজন দাসী বলিল যে, "আমরা বড়রাণীকে সভায় দেখিয়া আসিলাম। আহা! শুকাইয়া হাড়শেষ হইয়াছেন, চেহারা যেন কালী হইয়া গিয়াছে। সকলেই বড়রাণীর প্রত্যাগমন সংবাদে সুখী হইলেন, কেবল দু' একজন মনে মনে বলিলেন, "ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আসিবেন আসুন, কিন্তু যে বাঘিনী সতীন, তাঁহাকে কি প্রাণে রাখিবে ?"

সুরুচির নিকট এ সংবাদ পঁহুছিতে অধিক বিলম্ব হইল না, তিনি প্রকৃত কথাই শুনিলেন। মনুষ্যের পক্ষে এক মুহূর্ত্তে যদি উন্মাদগ্রস্ত হওয়া সম্ভবপর হয়, তবে সুরুচি এ সংবাদে উন্মাদিনী হইলেন বলিলে অসঙ্গত হইবে না। যে দিন রাজা মৃগয়া করিতে যাইয়া অন্যত্র রাত্রিযাপন করিয়া আসিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে কি জানি কেন তাহার মনে একটী সন্দেহ উদ্ভূত হইয়াছিল। এখন তিনি বুঝিলেন যে, সে সন্দেহ অমূলক নয়। তাঁহার ধৈর্য্য এবং লজ্জা এক সঙ্গেই লোপ পাইল। মস্তকের কেশ আলোলিত, বক্ষে বসন নাই, অঞ্চল ধূলিতে লুণ্ঠিত, চক্ষু ক্রোধে উদ্দীপ্ত, মুখ রক্তবর্ণ, এই অবস্থায় সুরুচি রাজসভায় উপনীত হইলেন। দেখিয়া রাজা ও রাজসভাসদগণ চমকিত হইলেন; প্রহরিগণ ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। সুরুচি একেবারে সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি কর্কশ স্বরে ধ্রুবকে বলিলেন "তুমি কে ?"

ধ্রুব বলিলেন, "আমি ধ্রুব।"

সুরুচি। ধ্রুব ? কে তোমার পিতা ? কে তোমার মাতা ?

ধ্রুব রাজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এই দেখুন আমার পিতা, আমার মাতার নাম সুনীতি।" সুরুচি

বলিলেন, "ভিখারিণীর পুত্র! সিংহাসনে বসিবার স্পর্দ্ধা তোমার কেন হইল?"

"ভিখারিণীর পুত্র" এই সম্বোধনে ধ্রুব ব্যথিত হইলেন, বলিলেন, "আমার পিতা আমাকে এই সিংহাসনে বসাইয়াছেন, আপনি কে?" সুরুচি সগর্ব্বে বলিলেন "আমি রাণী; এই গৃহ ধন, জন আমার।" ধ্রুব সুরুচির গর্ব্বদীপ্ত মুখের দিকে চাহিলেন. বলিলেন, "আপনি রাণী আর আমার মা ভিখারিণী?" ধ্রুবের এই সরল প্রশ্ন সুরুচির মর্ম্মস্পর্শ করিল। তিনি কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "এ সিংহাসন আমার পুত্রের, তুমি ইহাতে বসিয়াছ কেন?" ধ্রুব বলিলেন, "এ সিংহাসন ত আমার পিতার, তিনিই আমাকে ইহাতে বসাইয়াছেন।"

সুরুচি রাজার দিকে রোষকটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে ধিক! এখনও আপনি সেই মায়াবিনীর কথা ভুলিতে পারিলেন না? আমার প্রতি এবং আমার পুত্রের প্রতি আপনার ভালবাসা সকলই মৌখিক; নচেৎ যে স্ত্রীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, তাহার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবেন কেন?" রাজাকে এই বলিয়া, সুরুচি ধ্রুবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মূঢ় বালক! যদি অপমানে ভয় থাকে, তবে এ সিংহাসনে বসিও না। তুমি রাজার পুত্র হইলেও আমার পুত্র নও, এক দুর্ভগা নারীর পুত্র। আমার গর্ভে যাহার জন্ম সে ভিন্ন আর কাহারও এ সিংহাসনে বসিবার অধিকার নাই। ইহা তোমার যোগ্য নয়।"

সুরুচি এই বলিয়া ধ্রুবকে সিংহাসন হইতে বল পূর্ব্বক নামাইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, কিন্তু ধ্রুব নিজেই সিংহাসন হইতে নামিলেন। সুরুচির ব্যবহারে তাঁহার হৃদয় নিদারুণ ব্যথিত হইয়াছিল। কষ্টে চক্ষুর জল সম্বরণ করিয়া তিনি রাজাকে

বলিলেন, "পিতঃ। আপনি রাজাধিরাজ। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার পদ হইতে উচ্চতর কোন পদ আমি লাভ করিতে পারি। আপনার আশীর্ব্বাদে এ সিংহাসন যেন আমার যোগ্য না হয়।"

ধ্রুব আর মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা করিলেন না, তৎক্ষণাৎ সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। ঋষিকুমারগণও সুরুচির দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহার অনুগামী হইলেন। সুরুচির ব্যবহারে রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সভা-ভঙ্গ করিলেন।

এ দিকে ধ্রুব অকস্মাৎ তপোবন হইতে অদৃশ্য হওয়াতে সুনীতি অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়াছিলেন। পরে তিনি শুনিলেন, যে, অন্যান্য ঋষিবালকদিগের সঙ্গে ধ্রুব যমুনাতট দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছেন। তখন তিনি ভাবিলেন যে, ধ্রুব নিশ্চয়ই রাজধানীতে গিয়াছেন। বালক এত পথ কিরূপে যাইবে, রাজা তাহাকে দেখিয়া কি বলিবেন, নৃশংসা সুরুচি বা তাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবে, এইরূপ চিন্তায় সুনীতির মন অস্থির হইল। পরে ধ্রুব আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তিনি তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিলেন যে, ধ্রুব মনে দারুণ বেদনা পাইয়াছেন। তিনি তাঁহাকে যথোচিত সান্ত্বনা দিলেন, কিন্তু ধ্রুবের মন কিছুতেই শান্ত হইল না। রাজসভায় লোকলজ্জায় তিনি মনের ক্লেশ সম্বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাতার নিকট আসিয়া আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। ধ্রুবের রোদনে সুনীতির মন অস্থির হইল। সুনীতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধ্রুব! তুমি এত অধীর হইয়াছ কেন? তোমার পিতা কি তোমায় কোন মন্দ কথা বলিয়াছেন?"

ধ্রুব বলিলেন, "না মা! তিনি আমায় আদর করিয়া ক্রোড়ে

লইয়া সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় একটী স্ত্রীলোক কোথা হইতে হঠাৎ সেখানে আসিলেন। তাঁহাব চুলগুলি আলু-থালু, গায়ে কাপড় নাই, চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। তিনি আমাকে কর্কশস্বরে বলিলেন, "ভিখারিণীর পুত্র! তুমি সিংহা-সনে বসিয়াছ কেন?" আমি বলিলাম, পিতা আমায় বসাইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি যে কত কথা বলিলেন, তাহা আব কি বলিব? তিনি পিতাকে ধিক্কার দিলেন, তোমাকে দুর্ভগা বলিলেন, শেষে আমাকে হাত ধরিয়া সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টা কবিলেন। আমি অপমানেব ভয়ে অগ্রেই নামিয়া পড়িয়াছিলাম। মা! তিনি কে?" সুনীতি সমস্ত বুঝিলেন, বলিলেন, "তিনি তোমাব বিমাতা।"

ধ্রুব। বিমাতা কি মা?

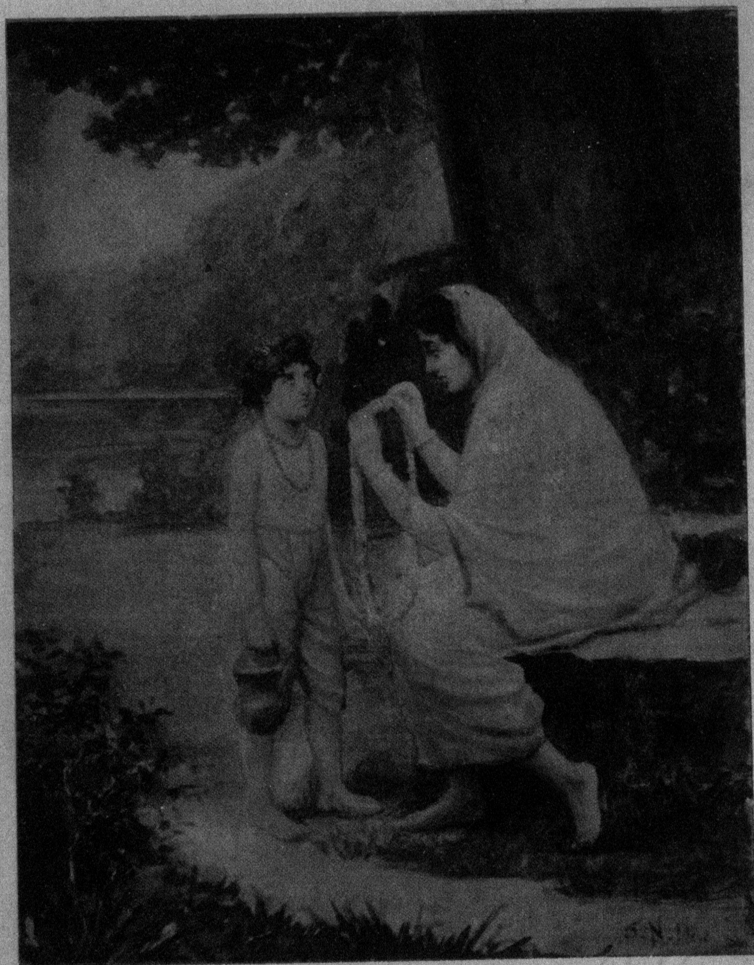
সুনীতি। তোমাব পিতাব আব এক স্ত্রী। তোমার পিতা যেমন আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহাকেও করিয়া-ছিলেন।

ধ্রুব। মা! তবে তিনি বাণী আর তুমি ভিখারিণী কেন?

সুনীতি। সে আমাব অদৃষ্টেব ফল। বাবা! তুমি তোমাব বিমাতাকে কি কিছু বলিয়াছিলে?

ধ্রুব। না মা! আমি তাঁহাকে কিছু বলি নাই। আমি কেবল পিতাকে এই কথা বলিয়াছিলাম, "পিতঃ! আপনি রাজা-ধিরাজ; কিন্তু আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার পদ হইতে উচ্চতর কোন পদ আমি যেন প্রাপ্ত হই।"

সুনীতি ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন; করিয়া বলিলেন, "ধ্রুব! নারায়ণ তোমার মনস্কাম অবশ্যই সিদ্ধ করিবেন। তুমি তাঁহাকে ডাক।"



সুনীতি ধ্রুবকে সন্ন্যাসীবেশে সাজাইয়া দিতেছেন।

ধ্রুব। মা! আমি তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব?

সুনীতি। তুমি বলিবে, কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি! এস।

ধ্রুব। আমি ডাকিলে তিনি শুনিবেন?

সুনীতি। তুমি যদি ভাল করিয়া ডাকিতে পার, তিনি অবশ্য শুনিবেন।

ধ্রুব। তিনি কোথায়?

সুনীতি। তিনি এই আকাশে, তিনি এই বাতাসে, তিনি এই ফলে, তিনি এই জলে, তিনি আমার ভিতরে, তিনি তোমার অন্তরে, সর্ব্বত্র আছেন, তুমি ডাকিলেই তিনি দেখা দিবেন।

ধ্রুব। মা! তবে আমি চলিলাম। তুমি আমার জন্য ভাবিও না, যতদিন না তাঁহার দেখা পাইব, ততদিন আমি ফিরিব না।

সুনীতি। তুমি কোথায় যাইবে? আমার কাছে ঘরে বসিয়া সেই পদ্মপলাশলোচন হরিকে ডাক! তুমি শিশু, নিবিড় বনে আমি তোমায় একা যাইতে দিব না।

ধ্রুব। না মা! তাহা হইবে না। যেখানে কেহ দেখিবে না, কেহ শুনিবে না, আমি সেইখানে বসিয়া আমার হরিকে ডাকিব। তুমিত বলিলে তিনি আমার কাছে কাছে আছেন, তবে ভয় কি?

সুনীতি কত বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ধ্রুবের মন ফিরিল না। তখন সুনীতি স্বহস্তে ধ্রুবকে সন্ন্যাসিবেশে সাজাইয়া দিলেন। তিনি তাঁহার মস্তকের লম্বিত কেশ লইয়া চূড়া বাঁধিলেন; বস্ত্র খুলিয়া বল্কল পরাইলেন; কণ্ঠে তুলসীর মাল্য, কর্ণে তুলসীর মঞ্জরী দিলেন; তাঁহার বক্ষে, ললাটে চন্দন দ্বারা হরিপদ অঙ্কিত করিলেন; করিয়া ধ্রুবের মুখচুম্বন পূর্ব্বক করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে

বলিলেন, "পদ্মপলাশলোচন হরি! ধ্রুব এতদিন আমার ছিল, আজ হইতে তোমার হইল। তুমি তাহাকে রক্ষা করিও।"

ধ্রুব মাতার চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

মহর্ষি অত্রির তপোবন হইতে দূরে, নিবিড় অরণ্যের মধ্যে, ধ্রুবেব আশ্রম। আশ্রম বলিলে যাহা বুঝায়, সেথানে তাহার কিছুই ছিল না। এক প্রাচীন বটবৃক্ষ শাখা, প্রশাখা প্রসারিত করিয়া তথায় দণ্ডায়মান ছিল; তাহাব তলে একখণ্ড মসৃণ শিলা। এই শিলাখণ্ডের উপব ধ্রুবের শয়ন, উপবেশন, ধ্যান, এবং তপস্যা। বালক তপস্যার কিছু শেখেন নাই। আসন, প্রাণায়াম, মনন, নিদিধ্যাসন ইহার কিছুই ধ্রুব জানিতেন না। মাতা যে মহামন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন, ধ্রুব দিবারাত্রি তাহাই জপ করিতেন। সেই মন্ত্রই ধ্রুবের আরাধনা, সেই মন্ত্রই ধ্রুবের তপস্যা। মা বলিয়াছিলেন হরি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাই ধ্রুব তরুলতা, পশু পক্ষী যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই বলিতেন, তুমি কি আমার পদ্মপলাশলোচন হরি! প্রেমের এমনই মহিমা চেতন, অচেতন সকলেই তাহার দ্বারা বশীভূত হয়। ধ্রুবেব প্রেমেব গুণে ব্যাঘ্র, ভল্লুক আপনাদিগের হিংসাবৃত্তি ত্যাগ কবিত, অচেতন বৃক্ষ, লতা ফলে ফুলে সুশোভিত হইত, কঠিন প্রস্তব ভেদ করিয়া নির্ম্মল জলেব উৎস বহিত। ধ্রুব দিবারাত্রি কেবল ডাকিতেন, পদ্মপলাশলোচন হরি! কোথায়? এস। মা বলিয়াছিলেন, ভাল করিয়া ডাকিতে পারিলেই তিনি আসিবেন; ধ্রুব ভাবিতেন, আমি এত ডাকিতেছি, তবে আমার পদ্মপলাশলোচন আসেন না কেন?

এইরূপে কতদিন অতীত হইল। একদিন ধ্রুব দেখিলেন, এক সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ তাঁহার নিকট আসিতেছেন। তাঁহার মস্তকের কেশ শুভ্র, আনাভিলম্বিত শ্মশ্রু শুভ্র, পরিধেয় বসন শুভ্র, কণ্ঠের

পুষ্পমাল্য শুভ্র। মুখ শুভ্র হাস্যে উজ্জ্বল; বসনা হইতে অনবরত হরি হরি উচ্চারিত হইতেছে। ধ্রুব ভাবিলেন, এইবার পাইয়াছি, ইনিই আমার পদ্মপলাশলোচন হরি। ধ্রুব ছুটিয়া গিয়া আপনার ক্ষুদ্র দুইটি বাহু দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি আমার পদ্মপলাশলোচন হরি?"

আগন্তুক ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইলেন, বলিলেন "ধ্রুব! আমি তোমার পদ্মপলাশলোচনের দাসানুদাস, আমার নাম নারদ। তিনি আমাকে তোমার সংবাদ লইতে পাঠাইয়াছেন।"

ধ্রুব বলিলেন, "তিনি কি আমার ডাক শুনিতেছেন?"

নারদ বলিলেন, "যে দিন হইতে তুমি প্রথম ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছ, সেই দিন হইতেই শুনিতেছেন।"

ধ্রুব। তবে তিনি আসিতেছেন না কেন?

নারদ। আমি ফিরিয়া যাইলেই তিনি আসিবেন।

শুনিয়া ধ্রুবের নয়নে আনন্দে অশ্রুধারা বহিল। নারদ বলিলেন, "তুমি কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাক, একবার আমায় শুনাও দেখি!"

ধ্রুব বলিলেন "পদ্মপলাশলোচন হরি! কোথায়? এস।"

নারদ বলিলেন, "আর কিছু বল না?"

ধ্রুব বলিলেন, "না, মা এই শিখাইয়াছেন, এই বলি।" নারদ বলিলেন, "তবে আমি যাহা বলি তাহা বল। বল, পদ্মপলাশ-লোচন হরি! কোথায়? এস, আমায় দয়া কর।"

ধ্রুব বলিলেন, "পদ্মপলাশলোচন হরি! কোথায়? এস, আমায় দয়া কর।"

নারদ বলিলেন, "বল, পদ্মপলাশলোচন হরি! কোথায়? এস, আমার মাতাকে দয়া কর।"

ধ্রুব বলিলেন, "পদ্মপলাশলোচন হরি! কোথায়? এস, আমার মাতাকে দয়া কর।"

নারদ বলিলেন, "বল, পদ্মপলাশলোচন হরি! কোথায়? এস, আমার পিতাকে দয়া কর।"

ধ্রুব বলিলেন, "পদ্মপলাশলোচন হরি! কোথায়? এস, আমার পিতাকে দয়া কর।"

নারদ বলিলেন, "বল, পদ্মপলাশলোচন হরি! কোথায়? এস, আমার বিমাতাকে দয়া কর।"

ধ্রুব নীরব রহিলেন। নারদ বলিলেন "বল, আমার বিমাতাকে দয়া কর।"

ধ্রুব বলিলেন, "বিমাতা আমায় বড় ক্লেশ দিয়াছেন।" নারদ বলিলেন, "সেই জন্যই ত তোমায় তাঁহার কথা বলিতে হইবে।"

ধ্রুব তথাপি নীরব রহিলেন। তখন নারদ বলিলেন, "ধ্রুব! আমি তবে চলিলাম। তুমি কি জাননা যে, ভক্তের ক্লেশে ভগবান নিজে ক্লেশ পান? তোমার বিমাতার বাক্যে তুমি নিজে যে ক্লেশ পাইয়াছ, তোমার পদ্মাপলাশলোচন তাহার অপেক্ষা অধিক ক্লেশ পাইয়াছেন। তথাপি তিনি তোমার বিমাতাকে ভাল বাসেন, আর তুমি ভাল বাসিতে পার না?"

ধ্রুব ক্ষণকাল নীরবে নারদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলেন? আমার পদ্মপলাশ-লোচন আমার বিমাতাকে ভাল বাসেন? তবে আমিও বাসিব।" এই বলিয়া ধ্রুব বলিলেন, "পদ্মপলাশলোচন হরি! কোথায়? এস, আমার বিমাতাকে দয়া কর।"

ধ্রুব পরক্ষণেই দেখিলেন, নারদ অন্তর্হিত হইয়াছেন। অকস্মাৎ অপূর্ব্ব আলোকে সেই বনভূমি সমুজ্জ্বল হইল, অপূর্ব্ব সৌরভ

চতুর্দ্দিক হইতে উত্থিত হইতে লাগিল এবং অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর সঙ্গীত ধ্রুবের কর্ণে প্রবেশ করিল। যে মূর্ত্তি ধ্রুব এতদিন মানসপটে অঙ্কিত রাখিয়াছিলেন, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ভক্তের সহিত ভগবানের মিলন যে কি মধুর, কে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন? যিনি জীবনে কখনও তাহার আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি কেবল তাহা অনুভব করিতে পারেন। ধ্রুব কৃতার্থ হইলেন। অন্তরে, বাহিরে সেই পদ্মপলাশলোচনকে অবিচ্ছেদ দর্শনের শক্তি-লাভ করিয়া ধ্রুব পুনর্ব্বার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

সুনীতি অঞ্চলের নিধি ফিরিয়া পাইয়া কৃতার্থা হইলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। মহর্ষি অত্রি, তাঁহার পত্নী এবং অন্যান্য ঋষি ও ঋষিপত্নীগণ সুনীতির কুটীরে আসিয়া ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহর্ষি অত্রি বলিলেন, "এতদিন পরে আমার আশ্রম প্রকৃতই পুণ্যক্ষেত্র হইল। ভক্তচূড়ামণি ধ্রুবকে বক্ষে লইয়া আজ আমি কৃতার্থ হইলাম।"

এদিকে যে মুহূর্ত্তে ধ্রুব তাঁহার বিমাতার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সুরুচির মন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইবার এবং সুনীতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য তিনি ব্যাকুলা হইলেন। অনতিবিলম্বে রাজা উত্তানপাদের সঙ্গে তিনি মহর্ষি অত্রির আশ্রমে আগমন করিলেন। প্রথমেই সুনীতির কুটীরে গমন করিয়া তিনি তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন এবং তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, "দিদি! আমি পাগল হইয়াছিলাম, পাগলের অপরাধ মার্জ্জনীয়, তুমি আমার দোষ মার্জ্জনা কর। নচেৎ আমি আর এ প্রাণ রাখিব না।"

সুনীতি বলিলেন, "বোন! তোমারই জন্য আমার ধ্রুব সেই পদ্মপলাশলোচন হরির দর্শন পাইয়াছে। আমি তোমার কোন

ত্রুটি মনে রাখিব না। এস, দুজনে, যত দিন বাঁচি, পূর্ব্ববৎ এক-সঙ্গে পতির সেবা করি।”

সুনীতির শেষ জীবনের কথার সুদীর্ঘ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মহর্ষি অত্রি ও তাঁহার পত্নীর এবং আশ্রমস্থ ঋষি ও ঋষিপত্নীগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি পতিপুত্রসহ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ধ্রুব-জননীর যে সম্মান প্রাপ্য, তাহা প্রাপ্ত হইয়া তিনি অবশিষ্ট জীবন পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন।

তৃতীয় আখ্যান

গান্ধারী

সিন্ধুনদেব পশ্চিমতট হইতে যে ভূমিভাগ, ক্রমোচ্চ হইয়া, উত্তব পশ্চিমে শ্বেত গিরিতে (সফেদকো) পর্য্যবসিত হইয়াছে, প্রাচীনকালে তাহা গান্ধার নামে অভিহিত হইত। এই গান্ধাব শব্দ হইতেই এই প্রদেশেব কিয়দংশ এক্ষণে কান্দাহার নামে খ্যাত হইয়াছে। আমরা যে সময়কাব কথা বলিতেছি, তখন রাজা সুবল এই গান্ধার রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

গান্ধাব প্রকৃতির বিচিত্র শোভায় পূর্ণ। কোথাও যোজন-বিস্তৃত সমতল ভূমি, কোথাও দুর্গম গিরিসঙ্কট, কোথাও অনিবিড় বনরাজি, কোথাও মেঘচুম্বিতশির শৈলমালা ইহার শোভা সম্বর্দ্ধন কবে। শীতাগমে ইহার গিরিশৃঙ্গসমূহ, তুষারাবৃত হইয়া, রজতাচলের ন্যায় শোভা পায়; বসন্তাগমে তাহা, নানাজাতীয় শৈবালে ও লতাগুল্মে ভূষিত হইয়া, শ্যাম শোভায় নয়ন স্নিগ্ধ করে। গ্রীষ্মাগমে সমস্ত প্রদেশ দাড়িম্ব পুষ্পের আরক্ত রাগে রঞ্জিত হয় এবং বর্ষা-শেষে গৃহস্থের গৃহ, উদ্যান, প্রান্তর, বন, দ্রাক্ষালতার গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে পূর্ণ হইয়া যায়। গান্ধারের ক্ষেত্রে অমৃতোপম শস্য, গান্ধারের উদ্যানে সুরসাল ফল, গান্ধারের নদীর বালুকায় স্বর্ণরেণু; দেখিলে মনে হয়, কমলা এখানে আপনার বিহারোদ্যান স্থাপন করিয়াছেন।

রাজা সুবলের একটী পুত্র ও একটী কন্যা ছিল। পুত্রের নাম ছিল শকুনি, কন্যার নাম ছিল গান্ধারী। এত নাম থাকিতে রাজ-

পুত্রের নাম কেন যে শকুনি হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। বোধ হয়, আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে শকুনি পক্ষীব সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ছিল বলিয়াই লোকে তাঁহাকে শকুনি বলিত। আকৃতিতে যাহাই হউক, তাঁহার প্রকৃতিতে সত্যই শকুনি-লক্ষণ দৃষ্ট হইত। শকুনির ন্যায় তাঁহারও দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ ছিল এবং শকুনি যেমন দৃষ্টিপথবর্ত্তী বস্তুর মধ্যে মৃতদেহ ভিন্ন অপর কিছুতে প্রীতি অনুভব করে না, রাজপুত্রও তেমনই সংসারের বহু বিষয়ের মধ্যে লোকেব অনিষ্ট ভিন্ন অপর কিছুতেই তৃপ্তি বোধ কবিতেন না। শৈশব হইতেই তাঁহাব কূট বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু রাজার এক মাত্র পুত্র বলিয়া কেহ তজ্জন্য তাঁহাকে শাসন করিতে পাবিতেন না। তোষামোদকারিগণ বরং বলিত, "বাজপুত্রের যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাহাতে উত্তরকালে তিনি একজন অসাধারণ রাজনীতিবিদ্ হইবেন।"

রাজকুমাবী আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে ভ্রাতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্না ছিলেন। প্রাচীন গান্ধারবাসিনীগণ অনুপম রূপলাবণ্যের জন্য প্রসিদ্ধা ছিলেন, কিন্তু গান্ধারীদেবীর নিকট তাঁহারাও লজ্জা পাইতেন; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, কোন দেবকন্যা ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। বাহ্যসৌন্দর্য্যের অপেক্ষা তাঁহার মানসিক সৌন্দর্য্য আরও অতুলনীয় ছিল। তিনি গুরুজনে ভক্তিমতী, দেবদ্বিজে শ্রদ্ধাবতী এবং আশ্রিতজনে দয়াবতী ছিলেন। তাঁহার সুশীলতা তাঁহাকে পৌরজনদিগের পরম আদরের পাত্রী করিয়াছিল। অপর সকল গুণের অপেক্ষা তাঁহার প্রধান গুণ এই ছিল যে, মাতাপিতার আদেশ তিনি দেবাদেশ হইতে বিভিন্ন মনে করিতেন না।

রাজকুমার ও রাজকুমারী উভয়ে ক্রমে যৌবন সীমায় উপনীত হইলেন। তখন রাজা সুবল, পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া,

কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজকুমারীর রূপগুণের কথা শুনিয়া দেশদেশান্তর হইতে বিবাহার্থী রাজগণ গান্ধাররাজ্যে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। একেই ত রাজকন্যার অনুপম রূপ, তাহার উপর মহাদেবের আরাধনার ফলে তিনি বহু পুত্রবতী হইবেন এই বর লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বংশপ্রসারণঅভিলাষী বহু রাজা ও রাজপুত্র তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রেরিত দূতগণ প্রতিনিয়তই গান্ধার রাজধানীতে গমনাগমন করিত। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ইহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া রাজা সুবল কোথাও সম্বন্ধ স্থির করিতে পারেন নাই।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদিন সংবাদ আসিল যে, হস্তিনানগর হইতে কুরুকুলপ্রধান ভীষ্মের প্রেরিত দূত রাজকুমারীর বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আগমন করিতেছে। রাজা, দূতের সম্বর্দ্ধনার্থ আদেশ দিয়া, যুবরাজ শকুনি ও প্রধান অমাত্যের সহিত মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দূত ও তাহার অনুযাত্রিগণ রাজসমীপে উপস্থিত হইল। বহুসংখ্যক ভারবাহী বহুমূল্য উপহার দ্রব্য বহন করিয়া দূতের সঙ্গে আগমন করিয়াছিল। কেহ মণিমুক্তা খচিত অলঙ্কার, কেহ স্বর্ণসূত্রনির্ম্মিত বসন, কেহ কর্পূর, চন্দন প্রভৃতি দ্রব্য, কেহ বা রাজব্যবহারযোগ্য বহুমূল্য অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য বস্তুরও অভাব ছিল না। দূত সেই সকল দ্রব্য যথাস্থানে রাখিয়া রাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিনীত বচনে কহিল;—"মহারাজ! কুরুকুলপুঙ্গব ভীষ্ম আপনাকে তাঁহার অভিবাদন জানাইয়া আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি শুনিয়াছেন যে, আপনার একটী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজকুমার

ধৃতরাষ্ট্রের জন্য এই কন্যাটীকে প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই সম্বন্ধ হইতে উভয় রাজবংশের কুলক্রমাগত সম্প্রীতি আরও দৃঢ়ীভূতা হইবে; এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি।"

রাজা বলিলেন, "দূত! আমি তোমার বাক্যে পরম প্রীতিলাভ করিলাম। কুরুকুলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ নিঃসংশয় প্রার্থনীয়; কিন্তু সমস্ত বিষয় বিবেচনা না করিয়া এরূপ স্থলে সহসা কোন উত্তর দেওয়া যায় না। তোমরা বহুদূর হইতে আগমনে শ্রান্ত হইয়াছ, অদ্য বিশ্রাম কর। আগামী কল্য আমি তোমাব প্রস্তাবের যথোচিত উত্তর দিব।"

দূত, অভিবাদন পূর্ব্বক, সঙ্গিগণের সহিত বিদায় গ্রহণ কবিল। বাজা তখন বৃদ্ধ সচিব সানুমানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মন্ত্রিন্, এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! আমার পক্ষে এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ হয় না; মহারাজই এরূপ স্থলে উপযুক্ত বিচারকর্ত্তা; রাজ্ঞীমাতার ও যুবরাজের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, মহারাজই স্থির করিবেন।"

শকুনি। যে সকল বিষয়ে রাজনীতির সম্বন্ধ আছে, এবং যাহার উপর রাজ্যের হিতাহিত নির্ভর করে, অন্তঃপুরে তাহার আলোচনা সঙ্গত নয়। মন্ত্রণাকক্ষেই তাঁহার মীমাংসা কর্ত্তব্য।

মন্ত্রী। ইহার সহিত রাজনীতির কি সম্বন্ধ আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

শকুনি। পারিবেন কেন? যদি আপনার সে শক্তি থাকিত, তবে গান্ধাররাজ্যের অবস্থা অন্যরূপ হইত।

মন্ত্রী। যুবরাজ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, জরা আমার ইন্দ্রিয়

শিথিল করিয়াছে, সুতরাং আমার ত্রুটী মার্জ্জনীয়। রাজকুমারীর এই বিবাহের প্রস্তাবের সহিত কি রাজনৈতিক সম্বন্ধ আছে, তাহা আপনি বলুন।

শকুনি। সে কথা পরে বলিব। মাতা ঠাকুরাণীর ও আমার যাহা অভিপ্রায়, মহাবাজ তাহা অবশ্যই জানিতে পাবিবেন। এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি তাহা বলুন।

রাজাও বলিলেন, "মন্ত্রিন্, আপনি কুন্ঠিত হইবেন না। আপনি পুরুষানুক্রমে আমার হিতৈষী, যাহা আপনার মনে হইতেছে, নির্ভয়ে বলুন।"

মন্ত্রী। মহারাজ আমি কি বলিব? কুরুবংশেব সহিত সম্বন্ধ অবশ্যই প্রার্থনীয়, কিন্তু বাজকুমাব ধৃতবাষ্ট্র জন্মান্ধ। তাঁহাব সহিত লক্ষ্মীপ্রতিমা বাজকুমারীব বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, আপনি বিবেচনা করুন্।

রাজা। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ!

মন্ত্রী। হাঁ মহাবাজ! জন্মান্ধ।

বাজা। তবে এ বিবাহ কিরূপে হইবে? শকুনি! তুমি কি বল?

শকুনি। মহাবাজ! আমাব যাহা মত পবে বলিব। তাহাব পূর্ব্বে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা কবিতে চাই। ভাল মন্ত্রী মহাশয়! গত কুম্ভযোগে আপনি গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্নান করিতে গিয়াছিলেন না?

মন্ত্রী। হাঁ যুবরাজ!

শকুনি। তখন কতগুলি বাজপুত্র সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া আপনাব স্মরণ হয়?

মন্ত্রী। সহস্রাধিক।

শকুনি। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ রূপে রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্রের সমকক্ষ ছিলেন কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না। রূপে তিনি কার্ত্তিকেয়ের তুল্য।

শকুনি। তাঁহার বাহুতে কিরূপ বল?

মন্ত্রী। মত্ত হস্তীও তাঁহার নিকট পরাজিত হয়। তাঁহার বল সম্বন্ধে আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, বলিতেছি। পর্ব্ব দিন প্রত্যূষে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতির এক মহাকায় হস্তী, ক্ষিপ্ত হইয়া ও চালককে নিহত করিয়া, সঙ্গমাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তখন উপস্থিত জনতার মধ্যে অতি মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। বলবান দুর্ব্বলকে পদদলিত করিয়া, সুস্থকায় পীড়িতকে ধরাতলে নিক্ষেপ করিয়া এবং পুরুষ স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে ধাবিত হইল। এ দিকে ক্ষিপ্ত হস্তী, অসংখ্য ব্যক্তিকে পদমর্দ্দিত করিয়া এবং তীর্থবাসীদিগের কুটীর শুণ্ডাঘাতে ভগ্ন করিয়া, ক্রমশঃ, অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্র তৎকালে শিবির মধ্যে ছিলেন, তিনি এই সংবাদ শুনিবা মাত্র বহির্দ্দেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার পরিচারকগণ নিবারণ করিলেও তিনি তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এ দিকে প্রমত্ত হস্তী, তাঁহাকে পথ মধ্যে দেখিতে পাইয়া, গতিশীল গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সেই দিকে শুণ্ডোত্তোলন পূর্ব্বক ধাবিত হইল। "রাজকুমার নিহত হইলেন" "রাজকুমার নিহত হইলেন" এই বাক্য উচ্চারিত হইতে না হইতেই হস্তী আসিয়া তাঁহার উপর পড়িল। রাজকুমার বারণের কণ্ঠস্থিত ঘণ্টার শব্দে তাহার আগমন বুঝিতে পারিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন। হস্তী তাঁহাকে শুণ্ডে বেষ্টন করিবার পূর্ব্বে তিনি আপনার করস্থিত বিশাল লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাকে এমন বলে প্রহার করিলেন যে, গজরাজ জানুতে দারুণ আঘাত পাইয়া তৎ-

ক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। তখন তীর্থাগত সাধুসন্ন্যাসিগণ আসিয়া রাজকুমারকে মহানন্দে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে রাজকুমারের তুল্য বলশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে দুর্ল্লভ বলিয়া আমার বিবেচনা হয়।

শকুনি। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান কিরূপ?

মন্ত্রী। শুনিয়াছি, বেদ-বেদাঙ্গ সমস্তই তাঁহার কণ্ঠস্থ।

শকুনি। তাঁহার বংশগৌরব সম্বন্ধে কিছু জানেন কি?

মন্ত্রী। চন্দ্রবংশের গৌরব সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন, যযাতি, পুরু, দুষ্মন্ত প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শকুনি। মন্ত্রিবর! তবে তাঁহার দোষ কি?

মন্ত্রী। তিনি জন্মান্ধ।

শকুনি। "শাস্ত্রই জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের চক্ষু" এই মহাবাক্য তবে আপনার বিবেচনায় কিছু নয়?

মন্ত্রী। যুবরাজ, আমার অল্প বুদ্ধিতে যাহা উচিত বোধ হইয়াছে, আমি তাহাই বলিযাছি, এখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়ের ভার আপনাদিগের উপর।

রাজা। হায়! হায়! এতদিন পরে কুলে, শীলে, রূপে যদি বা একটী সুপাত্র জুটিল, সেও দেখিতেছি বিকলাঙ্গ। শকুনি! আমি কেমন করিয়া আমার সেই সোণার পুত্তলিকে অন্ধ বরের হস্তে প্রদান করিব?

শকুনি। মহারাজ! রাজধর্ম্ম অতি কঠোর! তাহাতে মায়া-মমতার অপেক্ষা, ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য, চিত্তের দৃঢ়তারই অধিক প্রয়োজন। মন্ত্রীমহাশয় আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, এ বিবাহের সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ কি? আমি বুঝাইয়া দিতেছি।

আমাদিগের এই গান্ধার রাজ্যের প্রতি অনেকেরই লোলুপ দৃষ্টি; একদিকে শক, দরদ, বাহ্লিক প্রভৃতি অসভ্য জাতি ইহার শস্য-শালিনী উপত্যকা লুণ্ঠন করিতে প্রয়াসী; অপর দিকে পঞ্চনদবাসী রাজগণ আমিষলোভী মার্জ্জারের ন্যায় এ দিকে চাহিয়া আছেন। এ অবস্থায় কোন প্রবল রাজবংশের সহিত আত্মীয়তাস্থাপন আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐশ্বর্য্যে এবং পরাক্রমে কুরুকুল ভারতভূমিতে অদ্বিতীয়; তাহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পাবিলে কি আর্য্য, কি অনার্য্য কোন শত্রুই আমাদিগেব অনিষ্ট করিতে সাহস করিবে না। রাজকুমারীকে ধৃতরাষ্ট্রেব সহিত বিবাহ দিলে আমরা ভুবনবিজয়ী বীর ভীষ্মকে স্বপক্ষে লাভ করিব, অন্যথায় তাঁহার বিরাগভাজন হইব, ইহা বড় সামান্য কথা নয়। মহারাজ! আপনার রাজ্যের কল্যাণের জন্য, আপনি সম্মতি দান করুন। আপনার অবিদিত নাই যে, রাজধর্ম্ম রক্ষার জন্য, অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র ধর্ম্মপত্নীকেও নির্ব্বাসিতা করিয়াছিলেন।

রাজা। শকুনি! তোমাব কথা সত্য। কিন্তু রাজমহিষী ত রাজধর্ম্ম বুঝেন না; তিনি কি বলিবেন? আর পিতৃগতপ্রাণা গান্ধারী বা কি ভাবিবে?

শকুনি। মহারাজ! আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিবে কে? মাতা ঠাকুরাণী জীবনে কখনও আপনার আজ্ঞার প্রতিকূলাচরণ করেন নাই। আর ভগ্নী গান্ধারী? তাহার নিকট দৈববাণীরও অপেক্ষা ত আপনাব কথার আদর।

রাজা। সত্য; কিন্তু বল দেখি, চক্ষুহীন বরে গান্ধারীর ন্যায় কন্যা সম্প্রদান করা কি কর্ত্তব্য?

শকুনি। মহারাজ! 'চক্ষুহীন,' 'চক্ষুহীন'—সকলেরই মুখে সেই এক কথা। চক্ষু ত মনুষ্যের এক প্রধান শত্রু; চক্ষুই ত

রূপলালসা উৎপাদন করে। এই রূপলালসায় মুগ্ধ হইয়াই ত বহু রাজপুত্র, পতিগতপ্রাণা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার বিবাহ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিবাহ হইলে রাজকুমারীর যে সপত্নীর আশঙ্কা থাকিবে না, ইহা আপনারা কেহই চিন্তা করিতেছেন না। আমি ভগ্নী গান্ধারীর প্রকৃতি জানি; পতি অন্ধ হউক, আর পঙ্গু হউক, দেবতা জ্ঞানে সে তাহার সেবা করিবে, এবং করিয়া নিজেও সুখী হইবে, স্বামীকেও সুখী করিবে।

সুবল। বৎস শকুনি! দেখিতেছি, তুমি অতি দূরদর্শী; নারায়ণ তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। যখন তুমি বলিতেছ যে, এই সম্বন্ধ হইতে রাজ্যের কুশল হইবে এবং গান্ধারী অসুখী হইবে না, তখন আমার আর অমত নাই। আমি অন্তঃপুরে মহিষীকে আমার অভিপ্রায় জানাইতে চলিলাম। তুমি মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উপযুক্ত প্রত্যুপহারের আয়োজন কর, আমি কল্যই হস্তিনায় দূত প্রেরণ করিব। এই সম্বন্ধই স্থির হইল।”

রাজা এই বলিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশের পূর্ব্বেই রাজকুমারীর বিবাহের সংবাদ তথায় প্রচারিত হইয়াছিল এবং তাহা লইয়া রাজ-কুটুম্বিনীদিগের মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতেছিল। কেহ বলিতেছিলেন, “রাজা এ কি করিলেন, এমন সোণার প্রতিমা মেয়েটাকে বেছে বেছে একটা কাণার হাতে দিলেন?” কেহ বলিলেন “ইহা ত জানাই ছিল, যখন এত বর ফিরে ফিরে গেল, কিছুতেই রাজা, রাণীর মনোমত হল না, তখন শেষে ত এই রকম হবেই।” আর একজন বলিলেন, “যা হোক বংশটা ভাল”! অপর একজন বলিলেন, “তাই বা কেমন করে বলি? বাপ মারা যাবার অনেক পরে ত

এই ছেলে জন্মেছিল। তা হোক ভাই! আমাদের অত কথায় কায কি? যাদের মেয়ে তারা যদি জলে ভাসিয়ে দেয়, আমরা কি কর্ব্বো?"

ক্রমে কথাটা কন্যান্তঃপুরে, যেখানে গান্ধারী দেবী অবস্থান করিতেন, সেখানে প্রবেশ করিল। তাঁহার এক প্রিয়সখী অতি ম্লান মুখে আসিয়া তাঁহার নিকট বলিল;

"রাজকুমারি! একটা কথা শুনে অবধি বড়ই মনে কষ্ট হয়েছে, তাই তোমায় বল্‌তে এসেছি!"

গান্ধারী। "কি সখি? তোমায় যেন বড় বিমর্ষ দেখচি! কি শুনে এসেছ, বল?"

সখী। শুনে এসেছি, তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে।

গান্ধারী দেবী হাসিয়া বলিলেন, "ভালই ত! সে জন্য তুমি বিমর্ষ কেন? তোমার কি ইচ্ছে যে, চিরকাল, আমি আইবুড় হয়ে তোমাদের কাছে থাক্‌বো? কোথায় সম্বন্ধ হয়েছে?"

সখী। হস্তিনাপুরের রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে।

গান্ধারী দেবী সহাস্য বদনে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে না হয়ে আমার সঙ্গে হয়েছে, এই জন্যই বুঝি দুঃখ? তা তুমি ত আমার সুখদুঃখের অংশভাগিনী, তুমি না হয় অৰ্দ্ধেক ভাগ নিও।

সখী। রাজকুমারি! তুমি জান না যে, বিধাতা তোমার অদৃষ্টে কি দুঃখ লিখেছেন, তাই তুমি ব্যঙ্গ কর্‌চো। শুন্‌লাম রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ।

মুহূর্ত্তের জন্য রাজকুমারীর যেন শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল; কিন্তু মুখে বিন্দুমাত্রও বিকার লক্ষিত হইল না। তিনি বলিলেন, "সখি, সম্বন্ধ কি স্থির হয়ে গিয়েছে? কে স্থির কর্‌লেন?"

সখী। স্বয়ং মহারাজ স্থির করেছেন। শুনেছি আগামী

কল্য রাজদূতগণ হস্তিনায় যাবে; মহারাজের প্রথমে এ বিবাহে সম্মতি ছিল না, কিন্তু যুবরাজ তাঁকে বুঝিয়েছেন, গান্ধাররাজ্যের কল্যাণের জন্য, এ সম্বন্ধ অপরিত্যাজ্য। চতুর্দ্দিকের শত্রুমণ্ডলীর মধ্য হইতে গান্ধার রক্ষা করিতে হইলে, কোন পরাক্রান্ত রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করার প্রয়োজন; তাই মহারাজ শেষে সম্মতি দিয়েছেন। সমস্ত স্থির হয়ে গিয়েছে।

গান্ধারী। সখি, তাই যদি হয়, তবে আর আমার এর চেয়ে অধিক সৌভাগ্য কি হ'তে পারে? গান্ধারের মঙ্গলের জন্য বিবাহত দূরের কথা, জীবন দিতেও ত ক্ষোভ নাই।

সখী। তুমি বুঝিতেছ না! চল, উভয়ে রাণীমার নিকটে যাই; আমি তাঁকে বল্‌ব যে, তোমার এ বিবাহে মত নাই। তোমার মত না হলে রাণী মা কখনই মত দেবেন না, আর তা হ'লে মহারাজও মত পরিবর্ত্তন কর্ব্বেন। তুমি লজ্জিত হয়ো না; এখনও সময় আছে, চল দুই জনে যাই।

গান্ধারী। সখি! তুমি নির্ব্বোধের মত কথা বল্‌চ; পিতা যখন আমাকে সম্প্রদান কর্ব্বেন বলে স্থির করেছেন, তখন আমি নিজেকে সম্প্রদত্তা বলেই মনে কর্‌চি। এখন আমার পতি অন্ধই হউন, আর পঙ্গুই হউন, তা'তে আমার ক্ষতি-লাভ নাই। দেবমূর্ত্তি, মৃত্তিকায়, পাষাণে, ধাতুতে যা'তেই নির্ম্মিত হউক, ভক্তের নিকট সমান। ভক্ত তা'তে দেবত্ব আরোপ ক'রে পূজা কর্‌লেই মুক্তি লাভ করেন। আমি আমার স্বামীতে নারায়ণের অধিষ্ঠান কল্পনা করে তাঁর সেবা কর্‌বো, তা হলে আমার মুক্তি হবে।

সখী। তুমি ধর্ম্মজ্ঞানে যা'ই বল, কিন্তু অন্ধ স্বামীকে কি তুমি মনের সহিত ভালবাস্‌তে পার্ব্বে?

গান্ধারী। না পার্‌বো কেন? তাঁর অঙ্গহীনতা যদি আমার

মনের বিকার উৎপাদন করে, তবে আমি তার প্রতীকার কর্ব্বো। তাঁর অঙ্গহীনতা যাতে আমায় দেখ্‌তে না হয়, আমি তাহার উপায় ভেবেচি। যেদিন পিতার মুখে আমার সম্প্রদানের কথা শুন্‌ব, সেই দিনই আমি বস্ত্র দিয়ে আমার চক্ষু বন্ধন কর্ব্বো; তা হলে তিনি সুরূপ, কি কুরূপ, চক্ষুষ্মান্‌ কি চক্ষুহীন তা আমায় দেখ্‌তে হবে না। আমার স্বামী যদি আমায় না দেখে আমাকে ভালবাস্‌তে ও পত্নীরূপে গ্রহণ কর্‌তে পারেন, তবে আমি বা তাঁকে না দেখে তাঁকে ভালবাস্‌তে ও স্বামীরূপে গ্রহণ কর্‌তে না পার্‌ব কেন?

সখী। সখি! আমি পরাজিত হ'লাম। আমি সাধারণ মানবী, মানবীর মত কথা বলেছি; তুমি দেবী, দেবীর মত কথা বলেছ; দেবতারা করুন, তুমি এতদিন যে হরপার্ব্বতীর সেবা করেছ, তোমাদের মিলন যেন সেই হরপার্ব্বতীর মিলনের মত হয়। আমি চল্‌লাম, রাণীমার আদেশে আমি তোমার মনের ভাব বুঝ্‌বার জন্য এসেছিলাম, তাঁকে তোমার মত গিয়া বলি, তিনি যা ভাল হয় কর্ব্বেন।

যথাসময়ে গান্ধারীদেবীর সহিত কুরুরাজকুমার ধৃতরাষ্ট্রের শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইল। পিতার অভিপ্রায় শ্রবণের পরই তিনি বস্ত্র-খণ্ড দ্বারা আপনার চক্ষু দু'টী দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলেন এবং তদবস্থা-তেই হস্তিনানগরীতে আগমন করিলেন। রাজকুমার তাঁহাকে এবং তিনিও রাজকুমারকে বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু তাঁহাদের আত্মা অন্তর্দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখিতে পাইল। প্রগাঢ় প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। রাজকুমারীর সুশীলতায় পৌরজন তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল এবং পতিব্রতাধর্ম্মে তিনি সীতা, সাবিত্রীর সমকক্ষা, এই কথা দেশে দেশে প্রচারিত হইল।

কালক্রমে গান্ধারী দেবীর গর্ভে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহাদিগের কথা বলিবার পূর্ব্বে, প্রসঙ্গ ক্রমে, অন্য দুই একটী কথা বলিতে হইতেছে। লোকের বিশ্বাস যে, সুমাতার গর্ভে সুপুত্রই জন্মগ্রহণ করে। এ কথা সাধারণতঃ সত্য হইলেও প্রত্যেক স্থানে সত্য নয়। পৌরাণিককালের কথা ছাড়িয়া ঐতিহাসিক কালের কথা আলোচনা করিলেও ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাইবে। ইন্দোরের হোলকার বংশীয়া রাজ্ঞী অহল্যা বাইএর নাম সকলেরই পরিচিত। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মশীলা, দয়াবতী নারী পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। তাঁহার চরিত লেখকগণ বলেন, "মনুষ্য হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকল জীবের সম্বন্ধে তিনি করুণা প্রকাশ করিতেন। তিনি প্রতিদিন বহুসংখ্যক ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতেন এবং বিশেষ বিশেষ উৎসব দিবসে চণ্ডালাদি নীচ জাতীয় ব্যক্তিদিগকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করিতেন। শীতকালে তিনি দরিদ্র বৃদ্ধদিগকে শীতবস্ত্র দিতেন এবং গ্রীষ্মের কয়মাস তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জলদানের জন্য রাজপথের পার্শ্বে জলকুম্ভ সহ লোক নিযুক্ত রাখিতেন। তিনি, মধ্যে মধ্যে, তাঁহার রাজধানী ত্যাগ করিয়া, নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী মহেশ্বর নামক একটী উপনগরে গিয়া বাস করিতেন। তথাকার কৃষকগণ অনেক দিন দেখিতে পাইত, তাহাদিগের শ্রান্ত বৃষ ও মহিষকে জলপান করাইবার জন্য রাজভৃত্যগণ জলপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অহল্যা নিজের কতকগুলি ক্ষেত্র পক্ষিগণের আহার্য্য শস্যে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন, নানা স্থান হইতে পক্ষিসমূহ আসিয়া তথায় আশ্রয় ও আহার্য্য লাভ করিত। মৎস্যদিগেরও জন্য নর্ম্মদার জলে শক্ত ও গোধূমমণ্ড [illegible] হইত। তাঁহার অনুগত কোন দরিদ্র ব্যক্তির বা তাঁহার [illegible] সন্তান হইয়াছে শুনিলে নবপ্রসূত শিশুর দুগ্ধপানের

জন্য তিনি একটী পয়স্বিনী গাভী পাঠাইয়া দিতেন। তীর্থক্ষেত্রে গমনের সময় তিনি নানাবিধ ফলের বীজ সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং তরুহীন প্রান্তরে, নদীতীরে, পথপার্শ্বে তাহা রোপণ করিয়া আসিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কি কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, এই সকল বীজের সকলগুলি না হউক, দুই চারিটীও, হয় ত, কালে অঙ্কুরিত ও ফলিত হইবে। তখন রৌদ্রতপ্ত পথিক তাহাদিগের ছায়ায় স্নিগ্ধ হইবে, ক্ষুধাতুর ব্যক্তি তাহাদিগের ফলে তৃপ্তিলাভ করিবে এবং বিহগগণ তাহাদিগেব শাখায় কুলায় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিবে; তাহা হইলে জগতের কাহারও না কাহারও ত উপকাব হইবে, আমার উদ্দেশ্য বিফল হইবে না। কি সুন্দর, কি পবিত্র ভাব! যে দেশে এরূপ দয়াময়ী রমণী জন্মগ্রহণ কবেন, সে দেশ ধন্য! ভারতবর্ষের পৌরাণিক নারীগণের কথা যে নিরবচ্ছিন্ন কবি-কল্পনা নয়, অহল্যার ন্যায় ঐতিহাসিক রমণীর চরিত্র হইতে তাহা প্রমাণিত হইতে পারে।

কিন্তু এই দয়াময়ী অহল্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, একবার তাহার কথা আলোচনা করা যাউক। অহল্যা অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। সেই পুত্রের নাম মালে রাও। মালে রাও বাল্য হইতেই বিকৃতমস্তিষ্ক ও অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত মদ্যপান অভ্যাস করাতে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছিল। মদিরামত্ত অবস্থায় তিনি অতি সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীদিগকেও বেত্রাঘাত করিতেন ও ভৃত্য দ্বারা অপমানিত করাইতেন। পতিবিয়োগের পর হইতে সর্ব্বত্যাগিনী অহল্যা দেবব্রাহ্মণ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মালে রাও ইহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, নানাপ্রকারে প্রতিকূলাচরণ করিতেন।

অহল্যা সাধু, সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, মালে রাও তাঁহাদিগকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতেন। মাতার ভক্তিপাত্রদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য তিনি নিত্য নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেন। কখনও পরিধেয় বস্ত্রের ও পাদুকার অভ্যন্তরে গোপনে তীক্ষ্ণবিষ বৃশ্চিক রাখিয়া দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিধান করিবার জন্য দান করিতেন। কখনও বা ধাতুকলসে রৌপ্যমুদ্রা স্থাপন করিয়া এবং তাহার মধ্যে বিষধর সর্প রাখিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদিগকে ইচ্ছামত অর্থ গ্রহণ করিতে বলিতেন। তাঁহারা তন্মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সর্পদষ্ট হইলে মালে রাওয়ের আনন্দের সীমা থাকিত না। অহল্যার করুণ হৃদয় পুত্রের এইরূপ ব্যবহারে বিদীর্ণ হইত। তিনি দিবারাত্রি অশ্রুপাত করিতেন এবং উৎপীড়িতদিগকে উপযুক্ত পুরস্কারাদি দিয়া সান্ত্বনাদানের চেষ্টা পাইতেন।* অহল্যা বাইএর গর্ভে মালে রাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন চিন্তা করিলে গান্ধারীদেবীর গর্ভে দুর্য্যোধনাদির জন্ম অস্বাভাবিক বোধ হইবে না।

এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডুনামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নী কুন্তীদেবীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র এবং তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রীদেবীর গর্ভে নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুর পুত্র বলিয়া ইঁহারা পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডব নামে খ্যাত। পাণ্ডু পরলোক গমন করিলে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রীদেবী স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণ করেন এবং কুন্তীদেবী, পুত্র ও সপত্নীপুত্রদিগকে লইয়া, হস্তিনানগরীতে ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়

* প্রবন্ধলেখক রচিত অহল্যা বাইএর জীবন-চরিত, ৩৫।৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী পাণ্ডুপুত্রদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। পাণ্ডবগণ বাহুবলে এবং বুদ্ধিবলে দুর্য্যোধনাদির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সেই জন্য প্রজাগণ তাঁহাদিগের প্রতি অধিক তর অনুরক্ত ছিল এবং সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রশংসা করিত। দুর্য্যোধনের ইহা সহ্য হইত না। ধৃতরাষ্ট্র, জ্যেষ্ঠ হইলেও, জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া পাণ্ডুই রাজ্য শাসন করিতেন, সুতরাং অনেক প্রজা ভাবিত, পাণ্ডুর পুত্রগণই সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। ইহাতে দুর্য্যোধনের পাণ্ডবদ্বেষ আরও দ্বিগুণিত হইয়াছিল। শৈশব হইতেই মাতুল শকুনির ন্যায় তাঁহার ক্রূরবুদ্ধি বিশেষরূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিরূপে পাণ্ডবদিগকে বধ করিয়া তিনি নিষ্কণ্টক হইবেন, সর্ব্বদা তিনি এই চিন্তা করিতেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে ভীম সমধিক বলশালী এবং গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন; এই জন্য ভীমের প্রতি তাঁহার আক্রোশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। একবার তিনি গোপনে মিষ্টান্নের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করিয়া ভীমকে আহার করাইয়াছিলেন, কিন্তু দৈবানুগ্রহে ভীম সেবার রক্ষা পাইয়াছিলেন। আর একবার তিনি গন্ধক, ঘৃত, জতু (গালা) ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ দ্বারা একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কৌশলক্রমে পাণ্ডবদিগকে তথায় রাখিয়া অগ্নিসংযোগ করাইবার চেষ্টায় ছিলেন। প্রধানতঃ জতু বা গালা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া এই গৃহ 'জতুগৃহ' নামে প্রসিদ্ধ। ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া পাণ্ডবগণ এই জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বা গান্ধারী পুত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রথমে কিছুই জানিতেন না। পরে জানিতে পারিয়া কখনও বা সদুপদেশ দিতেন, কখনও বা তিরস্কার করিতেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইত না। যতই দিন যাইতে লাগিল, দুর্য্যোধনের পাণ্ডবদ্বেষ ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ধনুর্ব্বিদ্যায় পৃথিবীতে সকলেব অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হইত না। জতুগৃহ হইতে পলায়নের পব পাণ্ডবগণ শুনিতে পাইলেন যে, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ তাঁহার কন্যার বিবাহেব জন্য এক মহাসভা আহ্বান করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি একটী অতি উচ্চস্থানস্থিত দুর্ভেদ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পাবিবেন, তিনিই তাঁহার অনুপমরূপবতী কন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিবেন। এই সংবাদ শুনিয়া পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সে সময়কার প্রধান প্রধান বাজগণ ও বীবগণ সকলেই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগেব মধ্যে কেহই লক্ষ্যভেদে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ কবিয়া দ্রৌপদীকে লাভ কবিলেন। ক্ষত্রিয় বীরগণ যে কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইলেন, এক জন সাধাবণ ব্রাহ্মণ তাহা সম্পন্ন করিলেন এই ভাবিয়া বাজগণ ক্রোধে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে তাঁহারা পবাজিত হইলেন। ক্রমে লক্ষ্যভেদকারীর প্রকৃত পরিচয় সকলেরই কর্ণগোচর হইল। শুনিয়া রাজা দ্রুপদেব আনন্দের সীমা রহিল না। মাতার আদেশে পাণ্ডবেরা পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন।

পাণ্ডবগণ অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারা জীবিত আছেন এবং বীর্য্যবলে পাঞ্চাল-রাজকুমারী দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী পরম সুখী হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগকে সাদরে হস্তিনায় আহ্বান করিলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে দুর্য্যোধনাদির সহিত তাঁহাদিগের বিরোধ না হয়, তজ্জন্য রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন। দুর্য্যোধন প্রাচীন রাজধানী হস্তিনানগরী

প্রাপ্ত হইলেন, পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থ নামক নূতন নগর সন্নিবেশ করিয়া তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ দিল্লী নগরই ইন্দ্রপ্রস্থ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। দিল্লীর একাংশ এখনও ইন্দ্রপ্রস্থ শব্দের অপভ্রংশ "ইন্দর পথ্" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পাণ্ডবগণ নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সৌষ্ঠব সম্পাদনে ও সমৃদ্ধিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা নগরের চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইলেন এবং গভীর পরিখা খনন করাইয়া নগরটীকে শত্রুর দুরাক্রম্য করিলেন। প্রশস্ত রাজপথ, শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজি, রমণীয় উদ্যান এবং নির্ম্মল জলপূর্ণ সরোবর নগরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিল। যথাস্থানে প্রাসাদ, মন্দির, বিপণি এবং পান্থশালা ইত্যাদি নির্ম্মিত হওয়াতে নগরটীর শোভার তুলনা রহিল না। পাণ্ডবদিগের ধর্ম্মানুগত ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া নানাদেশীয় বণিক্‌গণ আসিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিল। অল্প দিনের মধ্যেই ইন্দ্রপ্রস্থ শোভায় ও সমৃদ্ধিতে হস্তিনানগরীকে পরাজিত করিল।

পাণ্ডবদ্বেষী দুর্য্যোধনের ইহা অসহ্য হইল। তাহার উপর আবার পাণ্ডবেরা প্রতিবাসী নৃপতিবর্গকে পরাজিত করিয়া রাজসূয় নামক এক মহাযজ্ঞের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্বিতীয় প্রতাপশালী, সার্ব্বভৌম নরপতি ভিন্ন আর কেহ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। ইহাতে অন্যান্য রাজাকে অনুষ্ঠাতা রাজার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। ভীমার্জ্জুন অপর সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন, দুর্য্যোধন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুলশ্রেষ্ঠ বলিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য স্বীকারে বাধ্য হইলেন; কিন্তু লোকে যতই যুধিষ্ঠিরাদির গৌরব ঘোষণা করিতে লাগিল, তাঁহার

ততই যেন মর্ম্মদাহ আরম্ভ হইল। কি উপায়ে তিনি পাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশ করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

গান্ধাররাজকুমার শকুনি, অনেক সময়, হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করিতেন। একেই ত সম্বন্ধ অতি নিকট, তাহার উপর উভয়ের প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য ছিল বলিয়া দুর্য্যোধন ও শকুনির মধ্যে প্রগাঢ় স্নেহবন্ধন ছিল। উভয়েই একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। সাধুর নিকট সৎপরামর্শ এবং অসাধুর নিকট অসৎ পরামর্শই প্রাপ্ত হওয়া যায়। শকুনি দুর্য্যোধনকে আপনার প্রকৃতি-সুলভ অসৎ পরামর্শই দিতেন। বাহুবলে পাণ্ডবদিগকে জয় করা সহজ ছিল না সুতরাং কৌশলে তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ করিতে হইবে, উভয়ে পরামর্শ করিয়া ইহা স্থির করিলেন। তখনকার রাজা দিগের এই একটী রীতি ছিল যে, কেহ তাঁহাদিগকে যুদ্ধে বা দ্যূতক্রীড়ায় (পাশা খেলায়) আহ্বান করিলে তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না; করিলে লোকে তাঁহাদিগকে কাপুরুষ বলিত। দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। স্থির হইল যে, শকুনি দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ক্রীড়া করিবেন এবং যুধিষ্ঠিরকে পণে পরাজিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন। দুর্য্যোধনের অনুরোধে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে হস্তিনানগরে আনাইয়া দ্যূতক্রীড়া করিতে আদেশ দিলেন দ্যূতক্রীড়ার অপকারিতা বুঝিয়াও যুধিষ্ঠির, তৎকালপ্রচলিত প্রথার এবং জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া, ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শকুনি তাঁহার অপেক্ষা ক্রীড়ায় নিপুণ ছিলেন বলিয়া, তিনি প্রত্যেকবারেই পরাজিত হইতে লাগিলেন। ধন, রত্ন, অলঙ্কার রথ, অশ্ব, গজ, এমন কি ভ্রাতৃগণকে এবং দ্রৌপদীকেও পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলেন। শেষে নিজেকেও পণ রাখিলেন, কিন্তু শকুনি

সেবারেও জয়ী হইলেন। দুর্য্যোধন এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত দেখিয়া তাঁহাকে মর্ম্মভেদী বিদ্রূপবাক্যে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের আদেশে তাঁহার পাপিষ্ঠ ভ্রাতা দুঃশাসন একবস্ত্রা, অশ্রুপূর্ণমুখী রাজকুমারী দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া সভাস্থলে আনয়ন করিল এবং তাঁহার পরিধেয় বসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল। সভাস্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ এই ব্যবহারে মর্ম্মাহত ও অধোবদন হইলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির স্বেচ্ছায় নিজেকে এবং দ্রৌপদীকে পণে বিক্রয় করিয়াছিলেন; পণক্রীত দাসদাসীর উপর প্রভুর সম্পূর্ণ অধিকার আছে ভাবিয়া তাঁহারা প্রতিবিধানে উদ্যোগী হইলেন না। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় রাজগণ যে কল্পিত কর্ত্তব্যানুরোধে একটা অবলাকে সভাস্থলে এইরূপ অপমানিত হইতে দেখিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলেন, বোধ হয়, সেই মহাপাপেই এক্ষণে ভারতবর্ষ হইতে প্রকৃত ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন হইয়াছে।

যখন রাজসভায় এই সকল ব্যাপার হইতেছিল, তখন গান্ধারী দেবী অন্তঃপুরে ছিলেন। তিনি শুনিবামাত্র, একান্ত ব্যাকুল হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র শুনিয়া দুর্য্যোধনকে অতিশয় কঠোর তিরস্কার করিলেন এবং দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক তাঁহার দাসীত্ব মোচন করিয়া দিলেন। যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুগ্রহে দাসত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন।

পরাজিত এবং হস্তগত বৈরী এইরূপে মুক্তিলাভ করিল দেখিয়া দুর্য্যোধন ও শকুনি প্রভৃতির ক্ষোভের সীমা রহিল না। তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া পুনরায় পাণ্ডবদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। স্বভাবতঃ ধর্ম্মভীরু ও পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহপরায়ণ হইলেও

ধৃতরাষ্ট্র, মনের দুর্ব্বলতাবশতঃ, তাঁহাদিগের পাপানুরোধ রক্ষা করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ার জন্য আদেশ দিলেন। শুনিয়া গান্ধারী দেবী মর্ম্মাহতা হইলেন। পতিচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী হইলেও স্বামীকে এইরূপ পাপকার্য্যের সহায়তা করিতে দেখিয়া তিনি ব্যথিত হৃদয়ে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! আপনি এ কি করিতেছেন? পুত্রস্নেহে আপনি কুলক্ষয়কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দুর্য্যোধন আমাদিগের কুলান্তক, তাহার অনুরোধে আপনি নিজের অমঙ্গল করিবেন না। পুত্রই পিতার আদেশ প্রতিপালন করিবে, ইহাই নিয়ম। তবে আপনি তাহার অনুরোধ শুনিতেছেন কেন? আপনি আমার বাক্যানুসারে তাহাকে পরিত্যাগ করুন, নচেৎ মহাবিপদ্ উপস্থিত হইবে।"

ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মার্থদর্শিনী সহধর্ম্মিণীর বাক্য শুনিয়া বলিলেন,— "প্রিয়ে, যদি বংশনাশই বিধাতার ইচ্ছা হয়, তবে তাহা নিবারণ করিতে পারিব না। পুত্রেরা যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, তাহাই হউক; পাণ্ডবদিগের সহিত তাহাদিগের দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হউক।"

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পুনর্ব্বার ক্রীড়া আরম্ভ হইল; দুর্ম্মতি শকুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রস্তাব করিয়া বলিল,—'মহারাজ! এবার এইরূপ পণ অবধারিত হউক, আমরা আপনাদিগের নিকট দ্যূতে পরাজিত হইলে, রুরুচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক, দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং একবৎসরকাল অজ্ঞাতবাস করিব। আর আমরা যদি জয়ী হই, তাহা হইলে আপনাদিগকেও দ্রৌপদীর সহিত পূর্ব্বোক্তরূপে ত্রয়োদশবর্ষ যাপন করিতে হইবে। ত্রয়োদশবর্ষ অতীত হইলে একপক্ষ পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। আসুন, এইরূপ পণ রাখিয়া পুনর্ব্বার ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হই।"

সভাস্থ সকলে এই দারুণ পণের কথা শুনিয়া একান্ত উদ্বিগ্ন

হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির লোকলজ্জায় তাহাতেই সম্মত হইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রীড়ায় শকুনিরই পুনর্ব্বার জয় হইল। তখন পাণ্ডবগণ রাজ-পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক, মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া, সন্ন্যাসীর ন্যায় ভস্মাচ্ছাদিত কলেবরে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। পতিব্রতা দ্রৌপদীও তাঁহাদিগের অনুগামিনী হইলেন। দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ তদবস্থায় পাণ্ডবদিগকে মর্ম্মান্তিক উপহাস করিতে লাগিলেন। হস্তিনাবাসিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, দুর্য্যোধন দুর্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন, তাহাতে কুরুকুল অচিরে ভস্মসাৎ হইবে।

ক্রমে ত্রয়োদশবর্ষ অতীত হইল। পাণ্ডবেরা নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুরূপ আপনাদিগের রাজ্যাংশ ফিরিয়া পাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে দূতরূপে হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন "বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দিব না" বলিয়া পণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন গান্ধারী দেবীকে অন্তঃপুর হইতে সভাস্থলে আনয়ন করাইয়া দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে সদুপদেশ দিবার জন্য বলিলেন। ক্ষোভে এবং ক্রোধে গান্ধারী দেবীর বাক্যনিঃসরণ হইতেছিল না; তিনি দুর্য্যোধনকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, প্রথমে স্বামীকে বলিলেন,—"মহারাজ! এই যে মহাব্যসন উপস্থিত হইয়াছে, এ জন্য আপনি নিন্দনীয় হইবেন। আপনি দুর্য্যোধনের পাপাভিসন্ধি জানিয়াও তাহার মতের অনুসরণ করিয়া থাকেন। দুর্য্যোধন ক্রোধ ও লোভের এরূপ বশবর্ত্তী হইয়াছে যে, এক্ষণে আপনি উহাকে বল দ্বারাও নিবর্ত্ত করিতে পারিবেন না। মূর্খ ও দুরাশয়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণে যে ফল হয়, আপনাকে এক্ষণে তাহা ভোগ করিতে হইতেছে।"

অনন্তর তিনি দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—"দুর্য্যোধন, আমি তোমার ভাবী মঙ্গলের জন্য তোমাকে যে সকল কথা বলিতেছি, তুমি অব-হিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। তোমাব পিতা এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ তোমাকে যাহা কহিয়াছেন, তাহা পালন কর। তুমি ধর্ম্মানুগত কার্য্য কবিলে আমরা সকলেই সুখী হইব। তুমি নিশ্চয় জানিও অজিতেন্দ্রিয় কখনও দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হয় না। জিতেন্দ্রিয় মহাত্মারাই স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ কবেন।"

"বৎস! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের দূত হইয়া তোমাব নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তুমি তাঁহার বাক্য পালন কব। তিনি প্রসন্ন হইলে তোমাদেব উভয় পক্ষেব মঙ্গল হইবে। তোমার পিতা এবং ভীষ্ম প্রভৃতি ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ, ভেদভয়ে ভীত হইয়া, পাণ্ডবদিগকে বাজ্যাংশ দানে স্বীকৃত হইয়াছেন। রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তোমাব পক্ষে যথেষ্ট। তুমি এই ত্রয়োদশ বর্ষকাল পাণ্ডবগণেব যে অবমাননা করিয়াছ, এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি মূঢ়তাবশতঃ স্থির করিয়াছ যে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ তোমার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন, কিন্তু তাহা কখনই হইবে না। কারণ তাঁহারা জানেন যে, এই রাজ্যে তোমাদের ও পাণ্ডবদের সমান অধিকার এবং সেই জন্য তাঁহারা তোমাদের উভয়ের প্রতি সমান স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস আছে যে, পাণ্ডব-গণ তোমাদের অপেক্ষা অধিক ধর্ম্মশীল; সুতরাং তোমার অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া তাঁহারা বরং সমরে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, তথাপি ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরকে প্রহার করিবেন না। পুত্র! লোভের বশবর্ত্তী ব্যক্তি কখনই ইষ্টলাভে সমর্থ হয় না; তুমি লোভ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হও।"

পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হয় না; দুর্য্যোধনের কঠোর হৃদয়ে মাতার সদর্থযুক্ত বাক্য বদ্ধমূল হইল না। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল এবং উভয় পক্ষ আপনাদিগের আত্মীয়, বন্ধু ও অনুগত ব্যক্তিদিগকে লইয়া তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। দাবানলে যেমন অবণ্য ভস্মীভূত হয়, অষ্টাদশদিবসব্যাপী মহাযুদ্ধে তেমনই কৌবব ও পাণ্ডবদল দগ্ধ হইল। কত সুকুমার শিশু, কত বলিষ্ঠ যুবা, কত পলিতকেশ বৃদ্ধ সেই প্রচণ্ড অনলে জীবন আহুতি দিলেন। রাজান্তঃপুব পুত্রহীনা মাতার ও পতিহীনা সতীর করুণক্রন্দনে আকুল হইয়া উঠিল; দূত প্রতিদিনেব যুদ্ধেব ঘটনা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী দেবীকে বর্ণন করিয়া শুনাইত। "আজ আপনার তরুণ-বয়স্ক পৌত্র নিহত হইল," "আজ আপনার একমাত্র দুহিতা বিধবা হইল," "আজ আপনার পুত্রের বক্ষঃ বিদার্ণ কবিয়া ভীম তাহার শোণিত পান কবিল" এইরূপ সংবাদ প্রতিদিনই গান্ধারীদেবীর কর্ণগোচর হইতে লাগিল। যুদ্ধের পরিণাম যে এইরূপ হইবে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই তাহা জানিতেন এবং তজ্জন্য হৃদয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞানে যথোচিত ধৈর্য্যধাবণ করিলেও মাতৃস্নেহেব নিকট ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা সমস্তই পরাজিত হইত। কিন্তু সে অবস্থাতেও তাঁহার অধর্ম্মাচারী পুত্রগণ জয়লাভ করুক, ইহা তিনি ভাবিতে পাবিতেন না। তাঁহার পুত্রগণের সুমতি হউক, ঈশ্বরের নিকট তিনি সতত এই প্রার্থনা কবিতেন; কিন্তু রণক্ষেত্রে গমনেব পূর্ব্বে তাঁহাব পুত্রগণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে আসিলে তিনি বলিতেন,—"বৎসগণ! 'যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ' যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয়।" দেবি! তুমি ধন্যা!

যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। পাণ্ডবেরা পঞ্চভ্রাতা মাত্র রক্ষা পাইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের পুত্র ও আত্মীয়গণ এবং দুর্য্যোধনেরা শতভ্রাতা

নিহত হইলেন। যুদ্ধ পশুব কার্য্য, অসুবের কার্য্য, তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুসারে কার্য্য কবা যায় না। সুতবাং পাণ্ডবগণও স্বভাবতঃ, ধর্ম্মভীরু হইলেও, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কোন কোন স্থলে অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাবা কপটযুদ্ধে কৌববপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরপুরুষকে এবং কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে বধ কবিয়াছিলেন। শুনিয়া গান্ধাবী দেবী দারুণ মর্ম্ম পাড়া পাপ্ত হইলেন এবং অধর্ম্মেব আশ্রয় গ্রহণ জন্য তিনি পাণ্ডবদিগেব প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কবিলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পাবিলেন যে, তাঁহাব পুত্রেবাই সকল অনর্থেব মূল, তখন তিনি ক্রোধ সম্ববণ কবিয়া পাণ্ডবদিগকে পূর্ব্ববৎ স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

গান্ধাবীদেবী বিবাহেব পূর্ব্ব হইতেই আপনাব চক্ষু আবদ্ধ করিয়া বাখিয়াছিলেন। পুত্র, কন্যা প্রসব করিয়াও তিনি কখন তাহাদিগেব মুখ দর্শন কবেন নাই। বিধাতা তাঁহাব পতিকে যে সুখ হইতে বঞ্চিত কবিয়াছিলেন, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আপনাকে তাহা হইতে বঞ্চিত বাখিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধাবসানে মৃত পুত্রদিগকে একবাব দেখিবার জন্য তাঁহাব ইচ্ছা জন্মিল। সে দৃশ্য সুখেব নয়, তাঁহাব স্বামী যে সে দৃশ্য দেখিতে পাইবেন না, ইহাতে ক্ষোভেব বিষয় ছিল না; সেই জন্যই তিনি চক্ষুব আববণ দূব কবিতে সম্মতা হইলেন এবং বিধবা দুহিতা ও পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া বণক্ষেত্র-দর্শনেব জন্য গমন কবিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি তাঁহাব অনুগমন কাবলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্র ধাবণ কবেন নাই, তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু প্ৰ[illegible] তাঁহাবই বুদ্ধিকৌশলে পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিয়াছি[illegible] [illegible]ন্ধারীদেবী ইহা জানিতেন। সেই জন্য তিনি

পাণ্ডবদিগের অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজের মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিলেন।

রণক্ষেত্রের দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর! অতি মর্ম্মভেদী! চতুর্দ্দিকে অসংখ্য হতাহত ব্যক্তির দেহ পতিত ছিল। কাহারও অঙ্গ বিদীর্ণ, কাহারও হস্তপদ ছিন্ন, এবং কাহারও মস্তক চূর্ণিত। কোন কোন হতভাগ্যের প্রাণ তখনও বহির্গত হয় নাই; তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছিল, কেহ তৃষ্ণায় "জল জল" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল এবং কেহ বা পিতা, মাতা, পত্নী ও পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছিল। সৈনিকদিগের মৃত দেহের সঙ্গে মৃত অশ্ব, হস্তী, প্রভৃতির দেহ স্তূপাকারে পতিত ছিল। কোন কোন স্থল শোণিতে কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল, অসংখ্য কৃমি ও মক্ষিকা তথায় বিচরণ করিতেছিল এবং চতুর্দ্দিক হইতে এমন বিকট দুর্গন্ধ উঠিতেছিল যে, কাহার সাধ্য সেখানে অবস্থান করে? মাংস-শোণিত-প্রিয় জীবগণ দলে দলে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উল্লাসে মৃতদেহের মাংস ভোজন করিতেছিল। যোদ্ধৃ-পুরুষদিগের ব্যবহৃত অস্ত্র, শস্ত্র চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ছিল এবং ভগ্ন রথ ও রথাঙ্গে রণভূমি দুষ্প্রবেশ্য হইয়াছিল। গান্ধারীদেবী একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; এক জন পরিচারিকা তাঁহাকে মৃত ব্যক্তিদিগের ও তাঁহার অনুগামিনী কুরুনারীগণের পরিচয় দিল। রণক্ষেত্রের সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া গান্ধারীদেবীর হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ! অই দেখ! আমার বধূগণ অনাথার ন্যায় আলোলিত কেশে, রোদন করিতে করিতে, স্ব স্ব পতি, পুত্র, পিতা এবং ভ্রাতৃগণকে স্মরণ করিয়া তাহাদের মৃত দেহের নিকট ধাবিতা হইতেছে। সমরাঙ্গণ পুত্রহীনা বীরজননী এবং পতিহীনা বীর-



গান্ধারী দেবীর কুরুক্ষেত্র দর্শন।

পত্নীগণে পূর্ণ হইয়াছে। ঐ দেখ গৃধ্রগণ বীরপুরুষদিগের শোণিত-সিক্ত দেহ গ্রহণপূর্ব্বক আনন্দে ভোজন করিতেছে। যাঁহারা যথাসময়ে বন্দিগণের স্তুতিপাঠ শ্রবণ করিতেন, আজ তাঁহাদিগকে শিবাগণের অশুভ ধ্বনি শ্রবণ করিতে হইতেছে। ঐ দেখ! আমার বধূগণেব সুকোমল বদনকমল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাহারা বাষ্পাকুললোচনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। অনেকে বারম্বার বিলাপ ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কবিয়া শোকে ও দুঃখে নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ দেখ! কেহ পতিব মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিতেছে, কেহ পতিব পদ অশ্রুজলে প্রক্ষালিত কবিতেছে, কেহ বা পতিব ছিন্ন মস্তক প্রাপ্ত হইয়া দেহেব অন্বেষণ করিতেছে। আমি যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমার পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মৃত দেহ দেখিতে পাই। বোধ হয়, পূর্ব্বজন্মে আমি কোন ঘোব পাপানুষ্ঠান কবিয়াছিলাম, নচেৎ আমাকে আজ এ দৃশ্য দেখিতে হইবে কেন? এইরূপ বিলাপ করিতে কবিতে গান্ধারীদেবী যেখানে দুর্য্যোধনেব মৃতদেহ পতিত ছিল, সেই স্থানে আগমন কবিলেন এবং সেই রুধিবাক্ত কলেবব বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া "হা পুত্র! হা দুর্য্যোধন?" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, "কেশব! এই জ্ঞাতিবিনাশক সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবার সময় দুর্য্যোধন আমাকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে কহিলে আমি বলিয়াছিলাম, 'বৎস! যেখানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই জয়। তুমি যখন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছ না, তখন নিশ্চয়ই দেবতার ন্যায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে।' পূর্ব্বে আমি এই কথা কহিবার সময় পুত্র নিহত হইবে বলিয়া কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করি নাই; কিন্তু এক্ষণে বন্ধুবান্ধববিহীন মহারাজের কথা চিন্তা করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্তা হইতেছি। ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের পত্নী,

আমার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, মস্তকে করাঘাত করিয়া, কখনও পতিব, কখনও পুত্রের দেহ পবিমার্জ্জন করিতেছে। বাসুদেব! আমার পুত্র অধর্ম্মাচারী ছিল সত্য, কিন্তু পূর্ব্বে সে যাহাই করুক, যুদ্ধকালে সে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য কবিয়াছে। একাকী সে পাণ্ডবদিগের সহিত সম্মুখ সমরে ভীত হয় নাই। যদি শাস্ত্র সত্য হয়, তবে সে নিশ্চয়ই স্বর্গলোকের অধিকারী হইবে।”

“মাধব! আমাব বধূদিগের অবস্থা দর্শন করিয়াই আমার মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হইতেছে। আমার পুত্র বিকর্ণের তরুণবয়স্কা ভার্য্যার দিকে দৃষ্টিপাত কব। গৃধ্র, গোমায়ুদিগের আক্রমণ হইতে স্বামীর দেহ রক্ষা করিবাব জন্য সে পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেছে না। ঐ দেখ, আমাব প্রাণাধিকা কন্যা দুঃশলা তাহার স্বামী জয়দ্রথেব দেহ প্রাপ্ত হইয়া মুণ্ড অন্বেষণে উন্মত্তার ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিতা হইতেছে। মাতা হইয়া এ দৃশ্য দর্শনে আমাব মনে যাহা হইতেছে তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝাইব? ঐ দেখ, তোমাব ভাগিনেয় অভিমন্যুর শোণিতসিক্ত কলেবর পতিত রহিয়াছে। মৃত্যুতেও তাহার মুখের লাবণ্য হ্রাস হয় নাই। হতভাগিনী উত্তরা, বর্ম্ম উন্মোচন করিয়া, তাহার অস্ত্রক্ষতপূর্ণ দেহ এক দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছে। ঐ দেখ আচার্য্যপত্নী কৃপী, দীনভাবে, অধোবদনে অবস্থান কবিতেছেন। সামগাথকগণ অগ্নি আহরণ পূর্ব্বক যথাবিধানে আচার্য্যের চিতা প্রস্তুত করিতেছে। পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, আত্মীয় সকলকে নিহত দেখিয়া আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। হায় বিধাতঃ, আমাকে এ দৃশ্য দেখাইবার জন্য জীবিতা রাখিয়াছিলে কেন!”

গান্ধারীদেবী এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল পরে রোষভরে বলিলেন, “কৃষ্ণ! আমি

সাধুমুখে শুনিয়াছি, তুমি নারায়ণ। কিন্তু যখন তুমি নরদেহ ধারণ করিয়া নরের ন্যায় পাপপুণ্যের অনুষ্ঠান করিতেছ, তখন তোমাকেও নবজন্মের সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে। তুমি যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, বাক্যবিশারদ এবং বীর্য্যশালী, তোমার যেরূপ সৈন্যবল ও বুদ্ধিবল, তাহাতে তুমি আরও একবার অকপট চেষ্টা করিলে কুরু-পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিতে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কিন্তু তুমি উপেক্ষা করিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলে। যদি নিশ্চেষ্ট ছিলে, তবে কোন পক্ষ অবলম্বন না করাই তোমার কর্ত্তব্য ছিল। তুমি যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর নাই সত্য, কিন্তু তোমার মন্ত্র অস্ত্র অপেক্ষা সহস্রগুণ ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছে। আমার পুত্রগণ অধর্ম্মাচারী বলিয়া যদি তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তবে পাণ্ডবগণ যে দিন অধর্ম্ম যুদ্ধে পরমধাম্মিক ভীষ্মকে রণশায়ী করিয়াছিল, সেই দিনই তাহাদিগকে বর্জ্জন করিলে না কেন? অধর্ম্মের প্রশ্রয়দান-রূপ পাপের ফলে তোমাকেও ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। তোমারও পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবগণ এইরূপ জ্ঞাতিবিবাদে ধ্বংস হইবে এবং কুরুবধূগণ আজ যেরূপ বিলাপ করিতেছে, তোমারও কুলনারী-গণ এইরূপ পতিপুত্র-বান্ধব শোকে বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।"

শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "দেবি! আপনি যাহা বলিলেন, বহুদিন পূর্ব্বে হইতেই আমি সেজন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। আমার যাহা অবশ্যসম্পাদ্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন।"

এইরূপে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসান হইল; পাণ্ডবগণ নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে ভক্তি ও সেবা দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। তাঁহারাও ক্রমে, শোকদুঃখ বিস্মৃত হইয়া, তাঁহাদিগকে পুত্রস্থানীয় জ্ঞানে স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের গুণে তাঁহাদিগের কোন অভাব, কোন ক্লেশই রহিল

না, কিন্তু তাঁহাদিগের পক্ষে শান্তি দুর্ল্লভ হইল। হস্তিনাপুরী শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, পতিপুত্রহীনা রমণীগণের ক্রন্দনে তাহা দিবারাত্রি আকুল থাকিত। প্রতিপদে পুত্রগণের স্মৃতি শোকার্ত্ত দম্পতীকে দগ্ধ করিত। তাঁহারা অরণ্যে গমন করিয়া তপস্যার জীবন শেষ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

পাণ্ডবদিগের অনুমোদন ক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী গঙ্গাতীরস্থ এক রমণীয় আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদপাঠশ্রবণ এবং শাস্ত্রালোচনায় শান্তিতে সময় অতিবাহিত করিতেন। ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সংবাদ লইতেন এবং কখন কখন আশ্রমে গিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিতেন। একদিন অন্ধরাজ, গঙ্গাদ্বার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, যজ্ঞ সমাপন করিলে যাজকগণ সেই অগ্নি নির্জ্জন বনে নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়াছিলেন। ক্রমে সেই অনল বর্দ্ধিত হইয়া শুষ্ক কাষ্ঠ সংযোগে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কুটীরে উপবেশন করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ অগ্নির প্রচণ্ড গর্জ্জন ও আশ্রমবাসিগণের আর্ত্তনাদ তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইল। দেখিতে দেখিতে হুতাশন প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কুটীর আক্রমণ করিলেন। 'আর রক্ষা নাই, পলায়ন করুন' 'পলায়ন করুন' এই বাক্য পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া গান্ধারীকে বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি চক্ষুর আবরণ উন্মোচন কর, পথ দেখিতে পাইলে অনায়াসেই পলায়ন করিতে পারিবে। আমাকে সঙ্গে লইলে আমি তোমার গমনে ব্যাঘাতস্বরূপ হইব। তুমি পলায়ন কর; আমার জন্য চিন্তা করিও না।"

গান্ধারী বলিলেন, "নাথ! এত দিন পরে এ কিরূপ আদেশ

করিলেন? কোন্ সুখের আশায় আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিব? আসুন, একদিন অগ্নিসাক্ষী করিয়া উভয়ে মিলিত হইয়াছিলাম, আজ অগ্নিতেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়া উভয়ে শান্তি লাভ করি।" গান্ধারীদেবী এই বলিয়া পতিকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন, এবং তদবস্থায় উভয়েই অগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন।

-00-

চতুর্থ আখ্যান

সাবিত্রী

এক দিকে চন্দ্রভাগা অপর দিকে বিপাশা নদী; উভয়েব মধ্যস্থিত পদেশকে প্রাচীন কালে মদ্রদেশ বলিত। বহু শত বৎসর হইল, এই মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন।

রাজা অশ্বপতি যেমন সত্যনিষ্ঠ তেমনই জিতেন্দ্রিয় ও দানশীল ছিলেন। তাঁহার মহিষী মালবী দেবীও সর্ব্বাংশে স্বামীর অনুরূপা ছিলেন; তাঁহাদিগেব উভয়ের গুণে প্রজাগণ তাঁহাদিগকে আপনাদিগের জনক, জননীব ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিত।

বাজা অশ্বপতির রাজ্য ধন, ধান্যে পূর্ণ ও সর্ব্ব সুখের আস্পদ হইলেও, অনপত্যতা বশতঃ, তাঁহার ও রাজমহিষীর হৃদয়ে শান্তি ছিলনা। তাঁহারা উভয়ে সংযত চিত্তে বহু বর্ষ কাল সাবিত্রী দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে দেবীর অনুগ্রহে এক অনুপম কন্যারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাবিত্রী দেবীর প্রসাদে লব্ধ বলিয়া তাঁহারা কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন সাবিত্রী। সাবিত্রী শুক্লপক্ষীয়া শশি-কলার ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিতা হইয়া ক্রমে যৌবন-সীমায় উপনীতা হইলেন।

একবার নবীন গ্রীষ্মাগমে মদ্রদেশ অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিল। তরুলতাগণ স্নিগ্ধশ্যাম পল্লবে বিভূষিত এবং বনভূমি অরণ্যজ মল্লিকার সৌরভে আমোদিত হইল। মুকুলিত সহকার-শাখায় উপবেশন করিয়া পিকবর পঞ্চম স্বরে চতুর্দ্দিক

মুখরিত করিয়া তুলিল। রাজা অশ্বপতি, অপরাহ্ণে রাজকার্য্য সমাপন করিয়া, বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে রাজান্তঃপুর অসংখ্য দীপমালায় সমুজ্জ্বল হইল। দেবালয় হইতে শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনির সঙ্গে বেদপাঠশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল এবং ধূপ-গন্ধে সমস্ত রাজভবন আমোদিত হইল।

রাজা সন্ধ্যাবন্দনার পর অন্তঃপুরস্থিত একটী প্রকোষ্ঠে আসীন হইলেন; একজন কিঙ্করী ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত ব্যজনী লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। রাজমহিষী, অদূরে, স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিয়া পুষ্পমাল্য রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা মহিষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজ্ঞি! আজ আমার সাবিত্রীকে এখানে দেখিতে পাইতেছি না কেন? অন্য দিন আমি সভা হইতে আসিবার পূর্ব্বেই সাবিত্রী আমার পদপ্রক্ষালনের জন্য ভৃঙ্গারে জল লইয়া দণ্ডায়মানা থাকে, আজ আমি এতক্ষণ আসিয়াছি, সাবিত্রীর তবে আমার নিকট না আসিবার কারণ কি? রাজ্ঞী বলিলেন, "মহারাজ! কাল সাবিত্রীর কল্যাণব্রত উদযাপনের দিন, তাই সাবিত্রী আজ পূজার জন্য দেবালয়ে গমন করিয়াছে। সায়াহ্নিক হোম দেখিবে বলিয়া, বোধ হয়, এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু আপনি এই সময় অন্তঃপুরে আসেন, সাবিত্রী জানে; সুতরাং সাবিত্রী আর বিলম্ব করিবেনা, এখনই আসিবে।"

রাজা। আবার কি নূতন ব্রত? এইত সে দিন সাবিত্রী এক ব্রত উদ্যাপন করিল। উপবাসে, উপবাসে সাবিত্রী যে শীর্ণা হইয়া যাইতেছে, তুমি তাহাকে নিবারণ কর না কেন?

রাজ্ঞী। মহারাজ! আমি নিবারণের ত্রুটী করি না। কিন্তু ধর্ম্মকার্য্যে সাবিত্রী আমার বারণ শোনেনা। বারণ করিলে সে কখনও আমার কথার প্রতিবাদ করে না, কিন্তু তাহার মুখখানি

তখন এমন মলিন হইয়া যায়, সজল চক্ষু দুটীতে এমন কাতরভাব ব্যক্ত হয় যে, আমি স্থির থাকিতে পারি না; বলি, "মা, তোমার যা ভাল বোধ হয় কর। আর আমি দেখিয়াছি ব্রত, উপবাসেই সাবিত্রী যেন ভাল থাকে। ব্রতকালে রুক্ষস্নানের পর আলোলিত কেশে দেবী প্রতিমার ন্যায় তাহার যে শোভা হয়, বেশভূষায় সজ্জিতা হইলে আমি কখনও তাহার তেমন শোভা দেখি নাই।"

রাজা। সাবিত্রী আমার তপস্বিনী; ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা ব্রাহ্মণের লক্ষণই তাহাতে অধিক বর্ত্তমান। যদি একাধারে ক্ষত্র-গুণ ও ব্রাহ্মণগুণ কাহাতেও বর্ত্তমান থাকে, তবে তাদৃশ ব্যক্তিই সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্র হইবেন।

রাজ্ঞী। মহারাজ! আজ আমি আপনার নিকট এই বিষয়েরই প্রসঙ্গ করিব ভাবিয়াছিলাম। ভাল হইল যে, আপনি নিজেই সাবিত্রীর বিবাহের কথা বলিলেন। সাবিত্রী ত বয়স্থা হইয়াছে, তবে আপনি তাহার বিবাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন কেন?

রাজা। রাজ্ঞি! আমি নিশ্চিন্ত নই; কিন্তু সাবিত্রীর ন্যায় কন্যার উপযুক্ত পাত্র পাওয়া সহজ নয়। আমাদিগের সম্বন্ধ-যোগ্য কুলের অভাব নাই, কিন্তু দেখ, সাবিত্রীকে কেহই বধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করে না। তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কিনা বলিতে পারি না; আমি দেখিয়াছি যে, তরুণবয়স্ক রাজপুত্রগণ সাবিত্রীর দিকে সাভিলাষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দূরে থাকুক, তাহার মুখের দিকে চাহিতেও সাহস করে না। সাবিত্রীকে দেখিলে অনেক রাজ-কুমার সসম্ভ্রমে মস্তক নত করিয়া প্রস্থান করে।"

রাজ্ঞী। মহারাজ! আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য; কিন্তু সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্র সুপ্রাপ্য নয় বলিয়া কি সাবিত্রী চিরদিন কুমারী থাকিবে? যেরূপে হউক, তাহাকে ত পাত্রস্থা করিতেই হইবে।

রাজা। রাজ্ঞি! তুমি চিন্তিতা হইও না। আমি ইহার উপায় ভাবিয়াছি। আমি সাবিত্রীবই উপর তাহার পতিনির্ব্বাচনের ভার দিব।

রাজ্ঞী। এ কিরূপ কথা! আমরা তাহার পিতা মাতা হইয়া তাহার উপযুক্ত পাত্র স্থির করিতে পাবিলাম না, আর সে সংসারানভিজ্ঞা বালিকা, সে নিজের পতিনির্ব্বাচন করিবে?

বাজা। বাজ্ঞি! অপব কেহ হইলে আমি এমন কথা বলিতাম না। কিন্তু সাবিত্রী যেরূপ বুদ্ধিমতী, সংযতচিত্তা এবং ধর্ম্মার্থদর্শিনী তাহাতে তাহার উপর পতিনির্ব্বাচনের ভার দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। সাবিত্রী এখন বয়স্থা হইয়াছে, যদি আমরা তাহার জন্য পাত্রনির্ব্বাচন কবি, আর সে পাত্র তাহার মনোমত না হয়, তাহা হইলে সাবিত্রী অসুখী হইবে, এবং সেই সঙ্গে আমরাও অসুখী হইব। কিন্তু সাবিত্রী যদি নিজেব মনোনীত ভর্ত্তাকে বরণ কবে, তবে সম্ভবতঃ কাহারও অসুখেব কারণ থাকিবে না। আর তুমি নিশ্চয় জানিও, ভাগীবথী মহাসমুদ্রেই আত্মসমর্পণ করেন, ক্ষুদ্র জলাশয়ে পতিত হন না। সাবিত্রী কথনও অপাত্রে আত্মসমর্পণ করিবে না। আর যদি তাহার সহিত তুলনায় তাহার মনোমত পাত্র অপেক্ষাকৃত নির্গুণ হয়; তবে স্পশমণির স্পর্শে লৌহেব ন্যায় সেও সুবর্ণত্ব লাভ করিবে।

বাজ্ঞী। "মহারাজ! আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন।"

এই সময় অঙ্গনে মৃদু মৃদু নূপুরধ্বনি শ্রুত হইল। রাজ্ঞী বলিলেন, "মহারাজ! অই আপনার সাবিত্রী আসিতেছে।" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সখীদ্বিতীয়া সাবিত্রী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সাবিত্রীর কেশদাম আলোলিত, ললাটে চন্দনবিন্দু, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য, পরিধান অশোক-পুষ্প-বর্ণের বসন। তাঁহার উপ-

বাসখিন্ন মুখের উপর দীপালোক পতিত হওয়াতে তাহা দিবাশেষের পদ্মের ন্যায় মনোজ্ঞ দেখাইতেছিল। রাজা মুগ্ধনেত্রে সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। সাবিত্রী, মাতা পিতার চরণ বন্দনা করিয়া, পরিচারিকার হস্ত হইতে ব্যজনী লইয়া, পিতাকে বীজন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন,

"মা সাবিত্রি! তুমি আজ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছ, তোমার আমাকে ব্যজন করিতে হইবে না। আমার গ্রীষ্মবোধ হইতেছে না।"

রাজা এই বলিয়া সস্নেহে কন্যাকে আকর্ষণ করিয়া আপনার পার্শ্বে বসাইলেন এবং আদর করিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "মা! এই ত তুমি সেদিন আমার ও রাজ্ঞীর দীর্ঘজীবনের জন্য ব্রত করিলে। তবে আজ আবার কি ব্রত করিবে বলিয়া উপবাসী আছ?

সাবিত্রী। বাবা! পুরোহিত মহাশয় বলিতেছিলেন, আজ, কল্যাণপঞ্চমী। আজ উপবাস করিয়া দেবীপূজা করিলে প্রিয়-জনেব কোনরূপ অকল্যাণ হয় না। তাই আমি যাহাতে আমাদের প্রজাগণ দুর্ভিক্ষে ও অকালমৃত্যুতে ক্লেশ না পায়, সেই জন্য আজ উপবাস করিয়া আছি। কাল দেবীপূজা কবিব।

রাজা। মা! তোমার মত কন্যা পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। আমরা যে দীর্ঘকাল কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক হইয়াছে। কিন্তু মা! তুমি এখনও বালিকা, সর্ব্বদা উপবাসে শরীরকে ক্লেশ দিও না। অগ্রে নিজের শরীররক্ষা, পরে ধর্ম্মসাধন কর্ত্তব্য।"

সাবিত্রী। বাবা! উপবাসে আমার তেমন কষ্টবোধ হয় না; আর একটু কষ্টস্বীকার না করিলেই বা ধর্ম্মোপার্জ্জন হইবে কিরূপে?

রাজ্ঞী। মহারাজ! আজ সাবিত্রী মহর্ষি দেবলের নিকট উপনিষদপাঠের সময় কি একটী সুন্দর আখ্যায়িকা শিখিয়াছে। আপনাকে এবং আমাকে এক সঙ্গে তাহা শুনাইবার জন্য সাবিত্রীর ইচ্ছা। আপনার অনুমতি পাইলে সাবিত্রী তাহা বলিতে পারে।

রাজা বলিলেন, বেশ ত! মা সাবিত্রি! বল দেখি কি শিখিয়াছ?

সাবিত্রী। বাবা! আখ্যায়িকাটী আমাব বড় সুন্দর লাগিয়াছে। মহর্ষি যেমন বলিয়াছিলেন, আমি তেমন বলিতে পারিব না, তথাপি যতদূর পারি, বলিতেছি।

পূর্ব্বে দেবাসুরগণে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। দেবগণ বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর জয়লাভ করিলেন, অসুরগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। দেবগণ যুদ্ধে জয়লাভ কবিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইলেন; তাঁহারা ভাবিলেন, আমাদিগের নিজের বলেই অসুরগণ পরাজিত হইয়াছে, যুদ্ধজয়ের গৌরব সম্পূর্ণ আমাদিগেরই প্রাপ্য। তাঁহাদিগের মনেব এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা একদিন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিতে পাইলেন। সেই জ্যোতির নিকট অন্য সকল জ্যোতি মলিন হইল। তখন তাঁহাবা ভাবিলেন, এই জ্যোতিস্বরূপ কে? আমরাত ইহাঁকে জানি না, আমরা ইহাঁর তত্ত্ব লইব। এই ভাবিয়া তাঁহারা আপনাদিগের মধ্য হইতে অগ্নিকে সেই জ্যোতির নিকট প্রেরণ করিলেন। অগ্নি সেই জ্যোতির নিকট উপস্থিত হইলে জ্যোতি হইতে অশরীরী বাণী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? অগ্নি বলিলেন, "আমি অগ্নি।"

জ্যোতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শক্তি কিরূপ? অগ্নি বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তমাত্রে এই ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিতে পারি।"

জ্যোতি বলিলেন, "ভাল! এই তৃণটীকে দগ্ধ কর;" এই

বলিয়া তাঁহার সম্মুখে একটী তৃণ নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি বহু চেষ্টাতেও তাহা দগ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না, লজ্জিত হইয়া দেবগণের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

তখন অন্যান্য দেবগণ বায়ুকে সেই জ্যোতির নিকট প্রেরণ করিলে পূর্ব্ববৎ অশরীরী বাণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

বায়ু বলিলেন, "আমি বায়ু।"

জ্যোতি বলিলেন, তোমার শক্তি কিরূপ? বায়ু বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপাটিত করিতে পারি।"

জ্যোতি বলিলেন, ভাল। এই তৃণটী উঠাইয়া দূরে নিক্ষেপ কর।" তখন বায়ু বহু চেষ্টা করিয়াও সেই তৃণটীকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না, লজ্জিত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

তখন স্বয়ং ইন্দ্র সেই জ্যোতির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং প্রজ্ঞারূপিণী দেবী উমার নিকট অবগত হইলেন যে, ব্রহ্মই সেই জ্যোতিস্বরূপ, জগতের সকলেরই মূল তিনি। তদবধি দেবগণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের নিজের স্বতন্ত্র শক্তি কিছুই নাই, সেই মূল শক্তি হইতেই তাঁহাদিগের শক্তি উদ্ভূত, তাঁহাদিগের দর্প চূর্ণ হইল।"

সাবিত্রী এই বলিয়া বলিলেন, "বাবা! এই আখ্যায়িকাটী কি সুন্দর নয়? রাজা বলিলেন, "অতি সুন্দর। তুমি যে মা! এমন শাস্ত্রানুরাগিণী হইয়েছ, তাহাতে আমি পরম সুখী হইয়াছি। তোমার পুণ্যে আমার বংশ উজ্জ্বল হইবে।" রাজা এই বলিয়া মহিষীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রাজমহিষীর ইঙ্গিতে পরিচারিকাগণ অন্যত্র চলিয়া গেল। তখন রাজা সাবিত্রীকে বলিলেন, "মা! তোমার নিকট আমাদিগের একটী অনুরোধ আছে।"

সাবিত্রী। অনুরোধ বলিতেছেন কেন, বাবা? আদেশ বলুন; আপনাদিগের আদেশ আমার সর্ব্বথা শিরোধার্য্য।"

রাজা। বৎসে! তুমি ক্রমে যৌবনসীমায় উপনীত হইয়াছ, রমণীদিগের পক্ষে যে বয়সে সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হওয়া সঙ্গত, তোমার সে বয়স হইয়াছে। এক্ষণে উপযুক্ত পাত্রে পরিণীতা হইয়া তুমি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, আমাদিগের এইরূপ ইচ্ছা। কিন্তু আমরা তোমার উপযুক্ত পাত্র দেখিতে পাইতেছি না, সেই জন্য আমরা স্থির করিয়াছি, তোমার ভর্ত্তৃনির্ব্বাচনেব ভাব তোমাবই উপব দিব।"

সাবিত্রী শুনিয়া মৌনাবলম্বন কবিয়া রহিলেন। তখন রাজা পুনরায় বলিলেন, "মা! ইহাতে তোমার সঙ্কোচেব বিষয় কিছু নাই; স্বয়ং পতিববণ করিবার প্রথা আমাদিগের ক্ষত্রিয়-সমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আমি তোমাকে সেই সনাতন প্রথারই অনুসরণ কবিতে বলিতেছি। তুমি স্বেচ্ছা-ক্রমে পরিভ্রমণ করিয়া নগরে হউক, পল্লীতে হউক, জনপদে হউক বা তপোবনে হউক, আপনার উপযুক্ত পতি দেখিতে পাইলেই আমাকে আসিয়া তাঁহার পরিচয় দিবে, পরে আমি তোমাকে সম্প্র-দান করিব।

রাজমহিষী বলিলেন, মহারাজ! সাবিত্রী এরূপ দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ করিবে, তাহাতে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই ত?

রাজা। বিপদের সম্ভাবনা কি? আমার রাজ্য সুশাসিত, তাহাতে উচ্ছৃঙ্খল ও অসদাচারী ব্যক্তি বিরল; আমি প্রজাগণকে পুত্রবৎ পালন করি, সুতরাং তাহারা আমার দুহিতার সম্বন্ধে কখনও অশিষ্ট ব্যবহার করিবে না। আমার প্রতিবাসী নৃপতিবর্গও আমার সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ। সুতরাং সাবিত্রী তাঁহাদিগের

প্রজাগণেরও নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইবে। সাবিত্রী একাকিনী যাইবে না। তাহার সখীদ্বয়, তাহার ধাত্রী এবং আমার বৃদ্ধ সচিব সুপ্রজ্ঞও তাহার সহিত গমন করিবে, সুতরাং চিন্তার কোন কারণ নাই।”

মহিষী বলিলেন, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম; পরে সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, মা! তোমার শরীর উপবাসে ক্লিষ্ট, রাত্রি ক্রমে অনেক হইয়াছে, তুমি গিয়া বিশ্রাম কর।

সাবিত্রী মাতা পিতার চরণ বন্দনা করিয়া শয়নমন্দিরে গমন করিলেন।

বিপাশার বামতটে বহুযোজনব্যাপী অরণ্য; অরণ্যের এক-প্রান্তে এক সুন্দর আশ্রম। কোন সময় মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই আশ্রমে তপশ্চর্য্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তদবধি সেই আশ্রম তপোনিষ্ঠ ঋষিদিগের অবস্থিতি-ক্ষেত্র হইয়াছে। ঋষি-দিগের সঙ্গে বানপ্রস্থাশ্রমী ব্যক্তিগণও তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণও তথায় আগমন করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট বিদ্যার অনুশীলন করিতেন; সুতরাং সেই আশ্রম সর্ব্বদাই বেদাধ্যয়ন-শব্দে মুখরিত থাকিত। বিদ্যার্থী ঋষিকুমারদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহারা সকলে এক সঙ্গে অধ্যয়ন করিতেন, এক সঙ্গে পুষ্পচয়ন ও সমিধাহরণ করিতেন, এবং এক সঙ্গে গুরুর গোধন-রক্ষা ও নীবার-বপন করিতেন। কাহারও পীড়া হইলে অপর সকলে পীড়িতের রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেন; জনপদে যে সৌহার্দ্দ্য দুর্লভ, ঋষিকুমারগণ তপোবনে তাহা প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতেন।

একদিন পর্ব্বোপলক্ষে কয়েকটী ঋষিকুমার স্নানার্থ বিপাশা-তীরে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ

বিপাশার তুষার-স্নিগ্ধ বারিতে স্নান করিতে লাগিলেন, কেহ শিলাময় তটে উপবেশন করিলেন, কেহ পদানুসরণকারী মৃগশাবকদিগের জন্য সরস তৃণ সংগ্রহে এবং কেহ বা স্নানান্তে পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে দুইটী ঋষিকুমার, অপর সকলের নিকট হইতে কিঞ্চিদ্দূরে, একটী বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া, কথোপকথন করিতেছিলেন। বেশে এবং বয়সে সমতুল্য হইলেও উভয়ের মধ্যে আকারে প্রচুর পার্থক্য ছিল। একজন দেখিতে সাধারণ ঋষিকুমারদিগের ন্যায়, কিন্তু অপরকে দেখিলেই বোধ হইত, ইনি প্রকৃত ঋষিকুলসম্ভূত নহেন। তাঁহার দেহ উন্নত, বক্ষ বিশাল, স্কন্ধ, বাহু এবং উরু মাংসল। তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কমনীয়তার সঙ্গে যেন বীর্য্যবত্তা সুব্যক্ত হইতেছিল। তাঁহারা কৌতুকালাপ করিতেছেন, এমন সময় স্বর্ণবেত্রধারী এক সুবেশ পুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "হে তপোবনবাসী ঋষিকুমারগণ! আপনারা অবগত হউন, মদ্ররাজদুহিতা সাবিত্রীদেবী এই তপোবনে অদ্য আগমন করিয়াছেন; আপনারা তাঁহার প্রণাম গ্রহণ করুন।

শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত ঋষিকুমারদ্বয়ের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয়কে বলিলেন, "সখে সত্যবান্! দেখিলে ত আমার কথা সত্য কিনা? আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদিগের অদৃষ্ট চিরদিনই সমান; আতপতণ্ডুল ও অপক্ক কদলীতেই আমাদিগকে সংসারের সকল সাধ পূর্ণ করিতে হইবে; কিন্তু তোমরা ক্ষত্রিয়, তোমাদিগের ভাগ্য পরিবর্ত্তনশীল; আজ, এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হয়ত তোমরা ভিক্ষুক হইলে, কাল আর এক যুদ্ধে জয়ী হইয়া হয়ত এক বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইবে। এই যে রাজকুমারী এখানে আসিতেছেন, কে বলিতে পারে যে, ইনি স্বয়ম্বরসভায় তোমায় বরণ করিবেন না?

সত্যবান। ভাই সত্যকাম! দেখিতেছি বিদ্যালাভ-প্রবৃত্তির অপেক্ষা ব্রাহ্মণীলাভ-প্রবৃত্তিই অধুনা তোমার বলবতী। তুমি সম্মত হইলে কৌশাম্বীতে তোমার পিতার নিকট এ সংবাদ পাঠাইতে পারি।

সত্যকাম। থাক্! সে কথা পরে হইবে। এখন চল! আমরাত ভাই! তৈলাভাবে রুক্ষকেশা, বস্ত্রাভাবে চীরধারিণী এবং ব্রত উপবাসে শীর্ণদেহা, তপোবনবাসিনীদিগকেই দেখিতে অভ্যস্ত, এখন একবার রাজকন্যা কিরূপ দেখিয়া আসি! তোমারত ভাই, রাজকুলে জন্ম, বলদেখি, রাজকন্যারাও কি সাধারণ নারীগণের ন্যায় দ্বিভুজা, দ্বিনেত্রা?

সত্যবান। তা নয় ত কি? কিন্তু আমাদের রাজকন্যাদর্শনে যাইয়া লাভ কি? দেখ সূর্য্যদেব প্রায় মধ্যগগনে আসিয়াছেন, মহর্ষি যজ্ঞাবশেষ বিতরণের জন এই সময় আমাদিগকে অন্বেষণ করিবেন। বিলম্বে তিনি ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। চল, স্নানান্তে আশ্রমে ফিরিয়া যাই।”

এই বলিয়া উভয়ে স্নানার্থ নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময় পরিজনপরিবৃতা সাবিত্রীও সেই দিকে আগমন করিয়াছিলেন। বনপথ স্বভাবতঃ কুটিল; লতাগুল্মের সন্নিবেশে নিকটস্থ বস্তুও লক্ষ্য হয় না। দুই দিক হইতে দুইটী বন পথ আসিয়া একটি উন্মুক্ত স্থানে মিলিত হইয়াছিল। সাবিত্রী এবং সত্যবান ঠিক সেই স্থলে আসিয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। চারি চক্ষু মিলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের নেত্রের পলক, হৃদয়ের স্পন্দন রহিত হইল। উভয়েই ভাবিলেন, কি সুন্দর! কি মধুর! প্রথম বিস্ময়ের পর উভয়ে জীবনে যে ভাব কখনও অনুভব করেন নাই, ক্রমে সেই ভাব অনুভব করিলেন। উভয়েরই শরীর কণ্টকিত এবং ললাট স্বেদসিক্ত হইল। সসঙ্কোচে উভয়ে সে স্থান ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ



তপোবনপথে সখীদ্বিতীয়া সাবিত্রীর সত্যবানকে দর্শন।

গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কাহারও পদ উঠিল না। উভয়েই স্ব স্ব মনোগত ভাব গোপন করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পাবিলেন না। প্রথম ঋষিকুমার বয়স্যের ভাব দেখিয়া বলিলেন, "সখে! গুরুদেবের যজ্ঞাবশেষ বিতবণের সময় হইয়াছে, তবে আশ্রম প্রতিগমনে বিলম্ব করিতেছ কেন? সাবিত্রীব ধাত্রীও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, রাজ-কুমারি! তপোবন-দর্শনত দেখিতেছি ব্যর্থ হইল। চল অন্যত্র যাই।"

ধাত্রীব উদ্দেশ্য বুঝিয়া সাবিত্রী বলিলেন; ধাত্রি! বহুপর্য্যটনে আমার শবীর শ্রান্ত হইয়াছে, চল রাজধানীতে ফিরিয়া যাই। ধাত্রী বলিল "তাই হউক্।"

অদ্য অশ্বপতি অন্য দিনের অপেক্ষা পূর্ব্বেই অন্তঃপুরে আগমন কবিয়াছেন। তাঁহাব মুখ ম্লান, ঘন ঘন উত্তপ্ত নিশ্বাস বহিতেছে, যেন কি নিদারুণ মনস্তাপ তাঁহাকে অভিভূত কবিয়াছে। তিনি শয়নকক্ষস্থিত একটী পল্যঙ্কেব উপব উপবেশন কবিয়াছিলেন। তাঁহাব অন্তঃপুবে আগমনবার্ত্তা শুনিয়া বাজমহিষীও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহিষী, রাজাব ভাব দেখিযা, জিজ্ঞাসা কবিলেন।

"মহাবাজ! আজ আপনাকে এমন বিষণ্ণ ও স্ফূর্ত্তিহীন দেখিতেছি কেন? সাবিত্রী মনোমত পতি নির্ব্বাচন করিযা আসিয়াছে, কোথায় আপনি আনন্দে তাহাব বিবাহের উদ্যোগ করিবেন, না নিজ্জনে অশ্রুপাত কবিতেছেন; আপনাব ভাব দেখিয়া আমাব প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে; কি হইয়াছে বলুন?"

রাজা। রাজ্ঞি! কি বলিব? সাবিত্রীর উপব তাহার পতি-নির্ব্বাচনের ভাব দিয়া আমরা অতি নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিয়াছি। নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরা ডাকিয়া আনিয়াছি।

রাজ্ঞী। কি হইয়াছে? সাবিত্রী কি কোন অপাত্রে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে।

রাজা। না রাজ্ঞি! সাবিত্রী সেরূপ কুমারী নয়, সাবিত্রী বশিষ্ঠাশ্রমে যে পাত্রের প্রতি অনুরাগবতী হইয়াছিল, অমাত্য সুপ্রজ্ঞ তাহার সম্যক পরিচয় আনিয়াছেন। তুমি শাল্বদেশের অধিপতি দ্যুমৎসেনের নাম শুনিয়াছ। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে অন্ধ ও তাঁহার পুত্রকে বালক দেখিয়া শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিয়াছিল। তিনি এক্ষণে পত্নীপুত্রসহ বশিষ্ঠাশ্রমে বাস করিতেছেন। সাবিত্রী নির্ব্বাসিত রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে পতিনির্ব্বাচন করিয়াছে।

রাজ্ঞী। মহারাজ! সত্যবান রাজ্যহীন, সম্পদহীন বলিয়াই কি আপনি এত দুঃখিত?

রাজা। "না রাজ্ঞি! আমি সে জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নহি। আমার দুঃখের কারণ তোমায় বলিতেছি। আজ দেবর্ষি নারদ আমার সভায় আসিয়াছিলেন। অমাত্য সুপ্রজ্ঞের নিকট সাবিত্রীর সত্যবানের প্রতি অনুরাগের কথা শুনিয়া আমি দেবর্ষিকে সত্যবানের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।"

রাজ্ঞী। দেবর্ষি কি বলিলেন?

রাজা। দেবর্ষি বলিলেন, রূপে, গুণে, শীলে, সত্যবানের সমকক্ষ ব্যক্তি পৃথিবীতে কেহ নাই। সত্যবান জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, আত্মত্যাগী এবং উদারস্বভাব; কিন্তু এই সকল গুণ থাকিলে কি হইবে? এক দোষে সত্যবানের সকল গুণ ধ্বংস করিয়াছে।

রাজ্ঞী। কি দোষ?

রাজা। সত্যবান অতি অল্পায়ু। দেবর্ষি বলিলেন, অদ্য

হইতে যে দিন সম্বৎসব পূর্ণ হইবে, সেই দিন সত্যবামেব মৃত্যু হইবে।

শুনিযা বাজ্ঞী চমকিতা হইলেন, তাঁহাব সর্ব্বশরীব কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কাতবভাবে বলিলেন, মহাবাজ! এক্ষণে উপায় ?

বাজা। উপায আব কি বলিব ? সাবিত্রী যদি অন্য পতি নির্ব্বাচন করে, তবেই বক্ষা, নচেৎ চিবদিনেব জন্য আমাদিগকে শোকসাগবে ভাসিতে হইবে। তুমি সাবিত্রীকে এখানে ডাক, দুই জনে বুঝাইযা দেখি, যদি কোন ফল হয।

বাজ্ঞী। আমি এখনই তাহাকে ডাকিতেছি, কিন্তু সাবিত্রীকে আমি ভালরূপ জানি, তাহাব মন একদিকে কুসুমেব ন্যায় কোমল, অপবদিকে বজ্রেব ন্যায কঠিন। সে যাহা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া মনে করিবে, প্রাণাত্যযেও তাহাব বিপরীত কার্য্য কবিবে না। এখন উপায় ভগবান।

মাতা, পিতাব আহ্বানে সাবিত্রী অল্পক্ষণেব মধ্যেই তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগেব চবণবন্দনা কবিয়া অতি মধুব স্ববে বলিলেন; বাবা! আপনি আমাকে ডেকেছেন? কি আজ্ঞা বলুন।

বাজা বলিলেন, হাঁ মা! আমি তোমায় ডেকেছি, তুমি আমাব কাছে এস! এই বলিয়া অশ্বপতি দুহিতাকে আপনাব পার্শ্বে পল্যঙ্কেব উপব বসাইলেন এবং সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি এই কয়দিন কত নদী, বন, পর্ব্বত, দুর্গম স্থান ঘুবিয়া আসিয়াছ, তোমার কোন কষ্ট হয় নাই ত?

সাবিত্রী। "না বাবা! আমার কোন কষ্ট হয় নাই; আমি বরং এই কয়দিন বেশ আনন্দে কাটাইয়াছি। কত সুন্দর স্থান যে

দেখিয়াছি, তাহা আর আপনাকে কি বলিব? কোথাও পদ্মফুলে পুষ্করিণী আলো করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও ক্রোশের পর ক্রোশ শ্যামল শস্যগুচ্ছ বায়ুভরে দুলিতেছে, কোথাও নির্ঝরগুলি ঝরঝর শব্দে বহিয়া যাইতেছে কোথায় পাহাড়গুলির চূড়ায় কালরঙের মেঘ আসিয়া লাগিয়াছে। নগরে এ সকল কিছুই নাই, কেবল ধূলি আর জনতা। আমার মনে হইয়াছিল, আপনি আর মা যদি সঙ্গে থাকিতেন, আমি এখানে আর ফিরিয়া আসিতাম না।”

রাজা। মা! তুমি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছ দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইয়াছি। এখন তোমার সঙ্গে আমাদের দুই একটী প্রয়োজনীয় কথা আছে। তুমি যে ভর্ত্তৃনির্ব্বাচন করিয়াছ, আমরা তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত অনুসন্ধান করিয়াছি। আমাদিগের উভয়ের অনুরোধ তুমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য পতি নির্ব্বাচন কর।

সাবিত্রী পিতার কথায় মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; তখন রাজা পুনর্ব্বার বলিলেন:

মা! কেন আমরা এমন কথা বলিতেছি, তাহা শুন। আজ দেবর্ষি নারদ আমার সভায় আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সত্যবানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার বহু সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলিলেন, সত্যবানের এই সকল গুণ থাকিলে কি হইবে? সত্যবান অতি অল্পায়ু; অদ্য হইতে যেদিন সম্বৎসর পূর্ণ হইবে, সেই দিন সত্যবান পরলোক গমন করিবে। এরূপ অল্পায়ু পাত্রে আত্মদান করিলে তোমাকে এবং তোমার সঙ্গে আমাদিগকেও চিরদিন দুঃখসাগরে ভাসিতে হইবে। মা! এখনও সময় আছে, বিরত হও।”

সাবিত্রীর পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যেন একটী বিদ্যুৎশিখা ধাবিত হইল, কিন্তু তাঁহার মুখে কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না।

রাজ্ঞী বলিলেন, "সাবিত্রি। মহারাজ তোমায় যাহা বলিতেছেন, তাহা ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য নহে। তুমি সত্যবানকে দেখিয়া তোমার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছ মাত্র, পতিরূপে বরণ কর নাই, করিতেও তোমার অধিকার ছিল না, কারণ যতদিন পিতা কন্যাকে সম্প্রদান না করেন, তৎদিন তাহার কাহাকেও পতিরূপে বরণের অধিকার জন্মে না। যখন সত্যবান অল্পায়ু বলিয়া তাহার সহিত বিবাহ আমাদিগের অনাভপ্রেত, তখন সত্যবানের পরিবর্ত্তে অপর কাহাকেও বরণ করিলে তুমি ধর্ম্মচ্যুতা হইবে না। পুত্র কন্যার পক্ষে মাতাপিতার আদেশপ্রাতপালন পরম ধর্ম্ম ইহা তুমি বিস্মৃত হইও না।"

সাবিত্রী বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, করযোড়ে পিতা মাতার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া অতি বিনীত অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "বাবা। মা। আমি কখনও আপনাদিগের আদেশের অন্যথাচরণ করি নাই। পৃথিবীতে আপনারাই আমার দেবতা। দেবাদেশের ন্যায় আপনাদিগের আদেশ পালন করাই আমি ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি। কিন্তু আজ আপনারা আমার প্রতি যে আদেশ করিতেছেন, তাহা পালন করিলে কেবল আমি নই, আপনাদিগকেও প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। আমি আপনাদিগের আদেশক্রমেই পতিনির্ব্বাচন করিয়াছি, স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া কিছু করি নাই। দেখুন, কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে মনই প্রমাণ। কারণ কর্ম্ম প্রথমতঃ মন দ্বারা নির্ণীত, পরে বাক্যদ্বারা অভিহিত এবং তৎপরে অনুষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমি যাহা মনে স্থির করিয়াছি, তাহা একরূপ হইয়া গিয়াছে, বলিতে হইবে। এক্ষণে আমার পতি স্বল্পায়ু হউন আর দীর্ঘায়ু হউন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে আমি অধর্ম্মভাগিনী হইব। আপনারা বলিতেছেন যে, তাঁহার

পরমায়ু একবৎসর মাত্র, তাহা না হইয়া তাঁহার পরমায়ু যদি এক দিন মাত্র হইত, তাহা হইলেও তাঁহাকে ত্যাগ করা আমার কর্ত্তব্য হইত না। অধিক কি বিবাহের পূর্ব্বে যদি আমাকে তাঁহার কোন অমঙ্গলের কথা শুনিতে হয়, তাহা হইলে আমি ভাবিব যে, আমি—”

সাবিত্রী আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; চক্ষুর জলে তাঁহার কপোলদ্বয় সিক্ত হইতে লাগিল। রাজ্ঞী কন্যার অবস্থা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া সজলনয়নে সাবিত্রীকে বক্ষে টানিয়া লইলেন এবং অঞ্চলে তাঁহার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া দিতে লাগিলেন। পত্নীর ও কন্যার অবস্থা দেখিয়া রাজারও চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। রাজা, রাণী উভয়েই সাবিত্রীর প্রকৃতি জানিতেন, সুতরাং আর অধিক কথা বলার প্রয়োজন রহিল না। রাজা শেষে সাবিত্রীকে বলিলেন, মা! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমরা আশীর্ব্বাদ করি, যদি আমরা কায়মনোবাক্যে দেবী সাবিত্রীর পূজা করিয়া থাকি, তবে তোমাকে যেন বৈধব্য-ক্লেশ ভোগ করিতে না হয়।”

সাবিত্রী বিদায় লইলেন। মদ্ররাজ, তপোবনে দ্যুমৎসেনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া, সাবিত্রীর বিবাহের আয়োজন করিবার জন্য মন্ত্রিগণকে আদেশ দিলেন।

শুভদিনে মহাসমারোহে সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। রাজা অশ্বপতি পরিজনবর্গের সঙ্গে তপোবনে গিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কয়েক দিনের জন্য তপোবন উৎসবানন্দে পূর্ণ হইল। বিদ্যার্থিগণ রাজদত্ত সুমিষ্ট ভোজ্যপানীয়ে, আশ্রম-বাসিগণ বিবিধ কৌতুকদর্শনে এবং ঋষিপত্নী ও ঋষিবালিকাগণ বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারলাভে পরিতৃপ্ত হইলেন। বস্ত্রালঙ্কারের ব্যবহার লইয়া মহা কৌতুক উপস্থিত হইল। তপোবনবাসিনীগণ পূর্ব্বে

কখন তাদৃশ অলঙ্কার দর্শন করেন নাই। সুতরাং কেহ কটিভূষণকে কণ্ঠভূষণ এবং শিরোভূষণকে প্রকোষ্ঠভূষণ করিলেন। কেহ নাসিকার অলঙ্কার কর্ণে এবং কেহ কর্ণের অলঙ্কার নাসিকায় পরিলেন। দেখিয়া রাজান্তঃপুরবাসিনীগণ অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিলেন। কয়েকদিন তপোবনে অবস্থানের পর রাজা ও রাজ্ঞী জামাতা ও দুহিতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সাশ্রুনয়নে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

সাবিত্রীর পদার্পণের সঙ্গে দ্যুমৎসেনের আশ্রম নূতন শ্রী ধারণ করিল। কুটীরগুলির চতুর্দ্দিক পরিস্কৃত, অঙ্গনসম্মার্জ্জিত এবং পথগুলি কঙ্করশূন্য ও কণ্টকহীন হইল। আশ্রমের বৃক্ষলতাগুলি ফলপুষ্পে অধিকতর সুশোভিত এবং হোমধেনুটী অধিকতর দুগ্ধবতী হইল। অতিথিগণ আহারে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৃপ্তিবোধ করিতে লাগিলেন। রাজা দ্যুমৎসেন এবং তাঁহার পত্নী নববধূর পরিচর্য্যাগুণে শরীরে নব বল এবং হৃদয়ে নূতন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। আর সত্যবান? তাঁহার মনের ভাব কি ব্যক্ত করিবার ভাষা আছে? দরিদ্র অর্থলাভে, রোগী স্বাস্থ্যলাভে, বিদ্যার্থী বিদ্যালাভে এবং ভক্ত আরাধ্য দেবতার প্রসাদলাভে যে তৃপ্তি অনুভব করে, সত্যবান এক সঙ্গে সেই তৃপ্তি লাভ করিলেন। তিনি ভাবিতেন, জন্মজন্মান্তরে কি এমন পুণ্য করিয়াছিলাম যে, তাহার ফলে বিধাতা আমাকে সাবিত্রীর ন্যায় সহধর্ম্মিণী প্রদান করিলেন। সাবিত্রীকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার স্বাভাবিক সদ্গুণগুলি আরও সজীবতা লাভ করিল। শাস্ত্রানুশীলনে তাঁহার অধিকতর নিষ্ঠা, জীবানুকম্পায় তাঁহার অধিকতর তৎপরতা এবং তপশ্চর্য্যায় তাঁহার অধিকতর ঐকান্তিকতা জন্মিল। তিনি ভাবিতেন, সাবিত্রীর যোগ্য পতি হইতে হইলে আমাকে গুণে, জ্ঞানে আরও শ্রেষ্ঠ হইতে হইবে।

যিনি নিজগুণে আশ্রমের পালিত মৃগটী হইতে স্বামী পর্য্যন্ত সকলকে এইরূপ তৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার মনের অবস্থাও একবার আলোচনা করা যাউক। সাবিত্রী পরম পরিতৃপ্তা; কেবল পরিতৃপ্তা নহেন, আপনাকে কৃতার্থা বলিয়া ভাবিতেন। তিনি রাজকন্যা; গৃহ কার্য্যে কখনও অভ্যস্তা ছিলেন না, কিন্তু আশ্রমে আগমন অবধি এমনি আনন্দের ও উৎসাহের সহিত সমস্ত কার্য্য করিতেন যে, গৃহস্থবধূদিগেরও মধ্যে তাদৃশ ব্যবহার দুর্ল্লভ। তুষার-শীত বায়ুতেও তিনি বিপাশা হইতে জল আনিতেন, এবং প্রখর গ্রীষ্মের সময়ও তিনি অগ্নিতে দগ্ধপ্রায় হইয়া রন্ধন করিতেন। পাছে তাঁহার বৃদ্ধা শ্বশ্রূ তাঁহার ক্লেশ হইতেছে আশঙ্কায় স্বয়ং কোন কার্য্য করেন, এই ভাবিয়া তিনি সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্য অ. .ই করিয়া রাখিতেন। তাঁহার মধুর বচনে তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর, শাশুড়ীর প্রাণ শীতল হইত, তাঁহার স্মিতোজ্জ্বল মুখ তাঁহার পতির শয়নকক্ষ জ্যোৎস্নাময় করিত। সাবিত্রীর প্রফুল্লভাব দেখিলে যেন তিনি আজন্ম তপোবন-বাসে অভ্যস্তা ইহাই বোধ হইত।

কিন্তু প্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নেও যেমন মেঘের ছায়া সময়ে সময়ে পৃথিবীকে কালিমালিপ্ত করে, তেমনই সেই আনন্দপূর্ণ সংসারে ঘন বিষাদ মধ্যে মধ্যে সাবিত্রীর হৃদয়াকাশ তিমিরাবৃত করিত। গৃহকার্য্য করিতে করিতে সাবিত্রী কখন কখন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেন, স্বামীর সহিত বিশ্রম্ভালাভ করিবার সময় কখন কখনও তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিত। স্বামী নিদ্রিত হইলে সাবিত্রী তাঁহার পার্শ্বে অনিদ্র অবস্থায় বসিয়া অনিমেষে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক বহিতেছে কিনা পরীক্ষা করিতেন। কখনও সাবিত্রীর দরবিগলিত অশ্রু বক্ষে পতিত হওয়াতে সুষুপ্ত

সত্যবান চমকিয়া উঠিতেন। সাবিত্রীর শরীর দিন দিন কৃশ, এবং তাঁহার অঙ্গের জ্যোতি দিন দিন মলিন হইতেছিল। কেন এমন হইতেছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। ঋষিপত্নীগণ ভাবিতেন, সাবিত্রী রাজকন্যা, সুখে সম্পদে প্রতিপালিতা, তপোবনক্লেশে এমন হইতেছে। তাঁহারা সাবিত্রীকে গৃহকার্য্যে সাহায্য করিতে আসিতেন; সাবিত্রী করে ধরিয়া, অনুনয় করিয়া, তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতেন। সাবিত্রীর শ্বাশুড়ী দেখিতেন, পুত্রে পুত্রবধূর মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয়, অথচ বধূ মনোবেদনায় কাতরা। তিনি ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেন না। ঋষিপত্নীদিগের ন্যায় তিনিও মনে করিতেন, তপোবনক্লেশেই বধূ এরূপ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। সাবিত্রী আশ্রমস্থ একটী শালবৃক্ষে অন্যের অলক্ষ্যে কতকগুলি সিন্দূর-বিন্দু দিয়াছিলেন। বৃদ্ধা মহিষী দেখিতেন, বধূ মধ্যে মধ্যে হঠাৎ গৃহকার্য্য ছাড়িয়া সেই বিন্দুগুলি গণনা করিতে যায় এবং অশ্রুমোচন করিতে করিতে আবার আপনার কার্য্যে ফিরিয়া আসে, তিনি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন না। তিনি ভাবিতেন, সাবিত্রী বুঝি পিত্রালয়ে কোন ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাই শালবৃক্ষে সিন্দূরবিন্দু অঙ্কন করিয়া তাহা গণনা করে। তিনি প্রতিদিন ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিতেন, প্রভো! নিজের জন্য আর সংসারের কোন সুখ, কোন ভোগ চাই না। কিন্তু যদি তোমার কৃপা হয়, তবে আমার এই সুশীলা বধূটীকে যেন শাল্ব-দেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা দেখিয়া মরিতে পারি। সুখে, দুঃখে এইরূপে সাবিত্রীর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ক্রমে দিনে দিনে পক্ষ, পক্ষে পক্ষে মাস, মাসে মাসে বৎসর পূর্ণ হইল। যে করাল রজনীতে সত্যবানের আয়ুঃশেষ হইবে বলিয়া নারদ বলিয়াছিলেন, তাহা নিকটবর্ত্তী হইল। সাবিত্রী

গণনা দ্বারা সেইদিন পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া ত্রিরাত্র ব্রত গ্রহণ করিলেন। রাজা দ্যুমৎসেন সাবিত্রীর এই কঠোর ব্রত গ্রহণেব কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন "বৎসে! তুমি অতি তীব্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, দিনত্রয় উপবাস অতি দুষ্কর।" সাবিত্রী বলিলেন, "তাত! আপনি চিন্তিত হইবেন না, আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে দুষ্কর হইলেও আমি ইহা পালনে সমর্থ হইব।"

ক্রমে নারদ-নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল; সাবিত্রী অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে যথাবিহিত হোমকার্য্য সম্পাদন করিলেন। আশ্রমস্থ তপস্বিগণ এবং তাঁহার শ্বশুর ও শ্বশ্রূ তাঁহাকে "অবৈধব্য হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সাবিত্রী "তাহাই হউক" বলিয়া মনে মনে সেই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

এই সময় সত্যবান প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সংগ্রহার্থ স্কন্ধে কুঠার লইয়া অরণ্য গমনের জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। সাবিত্রী তাঁহার অনু-গমন করিবার ইচ্ছা করিলে তাঁহার শ্বশুর ও শ্বশ্রূ বলিলেন, "মা! ত্রিরাত্র উপবাসে তোমার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে; অরণ্যপথ অতি দুর্গম ও কণ্টকপূর্ণ; সত্যবান এখনি প্রত্যাগমন করিবে, তুমি অদ্য তাহার সহিত বনগমনের ইচ্ছা পরিত্যাগ কর।"

সাবিত্রী অতি বিনীত বচনে শ্বশ্রূকে বলিলেন; "মা! আমি অদ্য যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে স্বামীর সহিত সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি করিবার নিয়ম আছে। বনগমনে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে স্বামীর সহিত গমনে অনুমতি দিন।

রাজা ও রাণী শুনিয়া "তাহাই হউক" বলিয়া অনুমতি দিলেন।

সাবিত্রী প্রফুল্ল বদনে সত্যবানের সহিত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। কোথাও বিবিধ বর্ণের কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত রহিয়াছে,

কোথাও বনপুষ্পের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে, কোথাও ময়ূরগণ পুচ্ছবিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে, কোথাও মৃগগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে, উভয়ে আনন্দে দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কি জানি কখন কি হয়, এই আশঙ্কায় সাবিত্রীর প্রাণ প্রতিক্ষণে চমকিত হইতেছিল। কিন্তু সত্যবান তাহা জানিতেন না। তিনি কখনও তাঁহাকে অরণ্যের শোভা দেখাইয়া, কখনও অরণ্যচর প্রাণীদিগের প্রকৃতি বর্ণন করিয়া, এবং কখনও বা তাঁহার সহিত রহস্যালাপ, করিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেছিলেন। সত্যবান একবার বলিলেন,

প্রিয়ে! আমি সত্য সত্যই ভাবিয়া পাই না যে, তুমি কি জন্য আমার ন্যায় ব্যক্তিকে বরণ করিযাছিলে।

সাবিত্রি বলিলেন, নাথ। তুমি যদি নারী হইতে, তাহা হইলে সে কথা বুঝিতে পারিতে। পুরুষ হইয়া রমণীর মনের ভাব তুমি কেমন করিষা বুঝিবে।

সত্যবান। সাবিত্রি! আমাকে বরণ না করিযা তুমি আর কোন রাজপুত্রকে বরণ করিলে তোমার আজ এত ক্লেশ হইত না। আমার দুর্ভাগ্য যে, একদিনের জন্যও আমি তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না।

সাবিত্রী। নাথ! চিরদিনই কি সেই এক কথা? আমি কতবার বলিয়াছি, আমায় ও কথা বলিবেন না। আমার কিসের অভাব? ধন রত্নের? তোমার ভালবাসায় আমিত নিজেকে ইন্দ্রাণীর অপেক্ষা ভাগ্যবতী, বলিয়া মনে করি। নারীর অলঙ্কারের সাধ কেন? স্বামীর চিত্তবিনোদনের জন্য। যখন বিনা অলঙ্কারে আমি তোমার চিত্তবিনোদনে সমর্থা হইয়াছি, তখন পৃথিবীর সকল রাজার সম্পদ যদি একত্র হয়, তাহা হইলে আমি তোমার

পদের একটী ধূলিকণার অপেক্ষা তাহার মূল্য অধিক মনে করি না।

সত্যবান শুনিয়া পত্নীকে প্রেমভবে আলিঙ্গন করিলেন ; কবিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে ! যথার্থই আমি ভাগ্যবান, নতুবা তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন প্রাপ্ত হইব কেন ?"

সম্মুখে একটী শুষ্ক বৃক্ষ দেখিয়া সত্যবান তাহা ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দুই একবাব কুঠারক্ষেপের পরেই তাঁহার সর্ব্ব শবার কম্পিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ দারুণ শিরোবেদনায় তাঁহাকে অভিভূত করিল এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকারাবৃত বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। তিনি দণ্ডায়মান থাকিতে না পারিয়া "প্রিয়ে আমায় ধর" এই বলিয়া পতনোদ্যত হইলেন। সাবিত্রী প্রস্তুত ছিলেন ; তিনি বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া পতনোন্মুখ স্বামীকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে তরুতলে নামাইয়া নিজেব ক্রোড়ে তাঁগার মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক বস্ত্রাঞ্চলে তাঁহাকে বীজন কবিতে লাগিলেন। স্বামীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ দেখিতে না পারিয়া সাবিত্রী একবার মুহূর্ত্তকাল চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলেন, সত্যবানের চক্ষে পলক নাই ; বক্ষে স্পন্দন নাই ; বুঝিলেন নারদ-বাক্য সত্য হইল।

পৃথিবীতে এমন কোন কবি, কোন চিত্রকর আছেন, যিনি সাবিত্রীর তাৎকালীন অবস্থা ভাষায় বা তুলিকায় প্রকাশ করিতে পারেন ? বনভূমি স্বভাবতঃ বিভীষিকাময়ী, সন্ধ্যাসমাগমে তাহা আরও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চতুর্দ্দিক প্রগাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন হইল এবং তরু, লতা, প্রস্তর, গুল্ম সমস্তই অভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিল। কথোপকথনে উভয়ে আশ্রম হইতে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং কোথাও মনুষ্যের কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত

শ্রুত হইতেছিল না। দূর হইতে মধ্যে মধ্যে বনচর প্রাণিগণের ভীষণ গর্জ্জন কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল এবং অরণ্যোত্থিত বায়ু বৃক্ষ-শাখা সকল আন্দোলিত করিয়া এক একবার বিকট শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু সাবিত্রী আজ ভীতিশূন্যা; তাঁহার সকল সাধ, সকল কামনা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার আর ভয় কিসের? তাঁহার নয়নের অশ্রু শুষ্ক হইয়া গেল, তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস স্তব্ধ হইল। তদবস্থায় তিনি অদূরবর্ত্তী কোন বৃক্ষমূলে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। নিবিড় অন্ধকারেও তাহা তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল; সাবিত্রী দেখিলেন, সে মূর্ত্তিতে কোন উগ্রভাব নাই, অথচ তাহা ভয়ঙ্কর; সে মূর্ত্তি শান্ত এবং বিকারশূন্য, অথচ তাহা দেখিলে আশা বা আনন্দ জন্মে না; সে মূর্ত্তির চক্ষুতে পলক নাই, অথচ তাহার দৃষ্টি অন্তর্ভেদী; তাহা রক্ত মাংসে গঠিত নয়, অথচ তাহার প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সুস্পষ্ট ও সুগঠিত। সাবিত্রী দেখিয়া প্রথমে মনে করিলেন, এ কি স্বপ্ন? আবার পরক্ষণেই দেখিলেন, সত্যবানের নিশ্চল দেহ সম্মুখে লম্বমান পতিত রহিয়াছে, তবে ত এ স্বপ্ন নয়। তিনি উপনিষদ্ পাঠকালে নচিকেতা-উপাখ্যানে যে মৃত্যুদেবতার কথা পাঠ করিয়াছিলেন, একি সেই মৃত্যুদেবতা? সাবিত্রী ভাবিলেন, তাহা হইলে ত ভালই হয়। এ দিকে সেই ছায়াময়ী মূর্ত্তি এমনই তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল যে, সাবিত্রী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি, ধীরে ধীরে, স্বামীর মস্তক ক্রোড় হইতে নামাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সেই মূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বিনীত বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? আপনার অমানুষী মূর্ত্তি দেখিয়া আপনাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন এবং

নিজের পরিচয় দিয়া আপনি কি জন্য এখানে আসিয়াছেন, তাহা বলুন।”

ছায়াময়ী মূর্ত্তি বলিলেন, “আমি যম, তোমার স্বামী সত্যবানের আয়ুঃশেষ হইয়াছে, তাই আমি তাহাকে গ্রহণ করিতে আসিয়াছি।”

যম এই বলিয়া ধীরে ধীরে সত্যবানের সংজ্ঞাশূন্য দেহের দিকে অগ্রসর হইলেন। সাবিত্রী দেখিতে পাইলেন, যমের স্পর্শমাত্র সত্যবানের দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব পুরুষাকার তেজঃপদার্থ নির্গত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহ বিবর্ণ ও বিকৃতদশন হইয়া গেল। যম সেই তেজোময় পুরুষকে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। কিয়দ্দূর গমন কবিয়া যম দেখিলেন, সাবিত্রী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। তখন তিনি বলিলেন, “সাবিত্রি! তুমি নিরস্তা হও, ফিরিয়া গিয়া স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন কর।”

সাবিত্রী বলিলেন, প্রভো! আমার স্বামী যেখানে নীত হইতেছেন, আমারও সেখানে গমন করা কর্ত্তব্য। গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালনই জ্ঞানলাভের প্রধান সোপান বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি জ্ঞানলাভের আশায় স্বামীর সহিত গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছিলাম। আপনি ধর্ম্মরাজ! অকস্মাৎ আমাব স্বামীকে গ্রহণ করিয়া আমার ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত করিতে চান কেন? আমার স্বামীকে যথায় লইয়া যাইতেছেন, আমাকেও তথায় লইয়া চলুন।”

যম বলিলেন, “সুশীলে! আমি তোমার যুক্তিযুক্ত, ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়াছি, সত্যবানের জীবন ব্যতীত তুমি অন্য যে বব প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব।”

সাবিত্রী তখন শ্বশুরের অন্ধত্বমোচন জন্য প্রার্থনা করিলেন। যম

বলিলেন "তাহাই হইবে। তুমি পথশ্রমে শ্রান্তা হইয়াছ, এক্ষণে প্রতিনিবৃত্তা হও।"

সাবিত্রী বলিলেন, প্রভো! আমি যখন আমার স্বামীর সমীপে রহিয়াছি, তখন শ্রমে আমার ক্লেশ হইবে না। স্বামীই আমার একমাত্র গতি; আপনি আমার স্বামীকে যে স্থানে লইয়া যাইতেছেন, আমাকেও তথায় যাইবার অনুমতি দিন। সাধু-সমাগম কখনও নিষ্ফল হয় না, সেই জন্য ভাগ্যক্রমে যখন আপনার দর্শন পাইয়াছি, তখন আপনার নিকট অবস্থান করাই আমার কর্ত্তব্য।"

যম বলিলেন, "বৎসে! তোমার কথাগুলি যেমন হৃদয়রঞ্জন, তেমনি হিতকর। আমি তোমার কথায় পরম তৃপ্তিলাভ করিতেছি। তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য যে বর ইচ্ছা প্রার্থনা কর।"

তখন সাবিত্রী দ্বিতীয়বরে শ্বশুরের পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি প্রার্থনা করিলেন, এবং যমও "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তদনন্তর প্রিয়বচনে যমকে পুনর্ব্বার প্রীত করিয়া সাবিত্রী পিতার বহুপুত্রলাভরূপ তৃতীয় বর প্রাপ্ত হইলেন। তথাপি তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন না দেখিয়া যম বলিলেন, "রাজপুত্রি! তুমি কৃতকামা হইয়াছ, এক্ষণে গৃহে প্রতিগমন কর। কথাপ্রসঙ্গে তুমি অতি দূরপথে আগমন করিয়াছ।"

সাবিত্রী বলিলেন, দেব! যখন আমি আমার স্বামীর সন্নিধানে রহিয়াছি, তখন ইহা দূরপথ নয়। আমার মন ইহা অপেক্ষা দূরতর পথে ধাবমান হইতেছে। অপক্ষপাত, ধর্ম্মানুমোদিত শাসনের জন্য আপনি ধর্ম্মরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আপনি সাধু; সাধুগণের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিলে কখনও বঞ্চিত হইতে হয় না, সেই জন্যই আমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

যম বলিলেন, "প্রিয়বাদিনি! আমি তোমার নিকট যেরূপ কথা

শুনিতেছি, আর কাহারও নিকট সেরূপ কথা শুনি নাই। তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতীত অপর যে কোন বব প্রার্থনা কর।”

সাবিত্রী বলিলেন, প্রভো! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর দিন, যেন আমি আমাব পতি সত্যবানের ঔবসে কুলবৰ্দ্ধন, বলবীৰ্য্যশালী শতপুত্র লাভ করিতে পারি।

যম বলিলেন, পতিব্রতে! তাহাই হইবে। এক্ষণে প্রতিনিবৃত্তা হও, আব বৃথা শ্রম স্বীকাবে প্রয়োজন নাই।”

সাবিত্রী বলিলেন, ধৰ্ম্মবাজ! আমি কৃতার্থা হইলাম। কিন্তু স্বামী বিনা আমি কোন সুখের বা কোন শ্রীর, এমন কি স্বর্গেরও অভিলাষিণী নহি। আপনি আমাকে শতপুত্রতা বর দিয়াছেন, অথচ আপনি আমার স্বামীকে হবণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। আমি প্রার্থনা কবি, সত্যবান জীবিত হউন, আপনার বাক্য সত্য হউক্।”

যম বলিলেন, “সাধুশীলে! বুঝিলাম, সতীব নিকট মৃত্যুও পরাজিত। এই লও, তোমার স্বামীকে গ্রহণ কর। আমি আশীর্ব্বাদ করি, পতিসুখে সুখিনী এবং পুত্র, পৌত্রাদিসমন্বিতা হইয়া, জীবনান্তে তুমি পতিব্রতালোক লাভ কর।” যম এই বলিয়া সত্যবানের দেহ হইতে গৃহীত সেই তেজোময় পুরুষকে সাবিত্রীর হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। সাবিত্রীও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যথায় সত্যবানের মৃতদেহ পতিত ছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই তেজোময় মূর্ত্তির স্পর্শমাত্র সত্যবানের দেহে নবজীবন সঞ্চার হইল। তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ে! দেখিতেছি, আমি শিরঃপীড়ায় অবসন্ন হইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলাম। বাত্রি অনেক হইয়াছে, তুমি আমাকে জাগ্রত কর নাই কেন?

সাবিত্রী বলিলেন, নাথ! তোমাকে অসুস্থ দেখিয়া জাগরূক করিতে আমার ইচ্ছা হয় নাই। এক্ষণে এই অন্ধকারে শ্বাপদ-

সঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়া গমন কর্ত্তব্য নয়। উভয়ে কোন রূপে এই স্থানেই রাত্রি যাপন করি, প্রভাত হইলেই আশ্রমে গমন করিব।”

এদিকে রাজা দ্যুমৎসেন ধর্ম্মরাজের বরে চক্ষুলাভ করিয়াছিলেন। এই আকস্মিক সৌভাগ্যে তাঁহার ও রাজ্ঞীর আনন্দের ও বিস্ময়ের সীমা ছিল না; কিন্তু পুত্র ও পুত্রবধূর প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহারা যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন। তপোবনবাসিগণ তাঁহাদিগকে যথোচিৎ সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল; সত্যবান ও সাবিত্রী আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। হারানিধি পাপ্ত হইয়া রাজা ও রাজ্ঞী কৃতার্থ হইলেন। আশ্রমস্থ মুনি-ঋষিগণ সকলেই দ্যুমৎসেনের অকস্মাৎ চক্ষুলাভের সংবাদে বিস্মিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সাবিত্রীর মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহারা সেই পতিব্রতাকে ধন্যধন্য করিতে লাগিলেন। যমরাজ বলিয়াছিলেন যে, দ্যুমৎসেন আপনার হৃত-রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন; তাঁহার কথা অচিরাৎ সার্থক হইল। দ্যুমৎসেনের এক বিশ্বাসী মন্ত্রী যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য পুরবাসীদিগের সঙ্গে তপোবনে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাণী ঋষি ও ঋষিপত্নীগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্র ও পুত্রবধূ সহ স্বরাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। পিতা-মাতার অনুমতিক্রমে সত্যবান ও সাবিত্রী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন, এই মহাবাক্য তাঁহাদিগের জীবনে সার্থক হইল।

পঞ্চম আখ্যান।

দময়ন্তী।

ভারতবর্ষের মানচিত্রে যে প্রদেশ এক্ষণে বেরার নামে পরিচিত, প্রাচীন কালে তাহা বিদর্ভ নামে অভিহিত হইত। বিদর্ভে ভীম নামে এক প্রজাবৎসল নরপতি রাজত্ব করিতেন। কুণ্ডিননগরী তাঁহার রাজধানী ছিল।

বিদর্ভ ধনধান্যে ভারতবর্ষের মধ্যে অতুলনীয়; এমন শস্য নাই, যাহা বিদর্ভে উৎপন্ন না হয়। বৎসরের মধ্যে যখনই ইহার শস্যক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তখনই নয়ন স্নিগ্ধ হয়; বিশেষতঃ শরৎকালে ইহার শস্যক্ষেত্রেব শোভার তুলনা হয় না। শ্যামাঙ্গী প্রকৃতি তখন উজ্জ্বল হাস্যে দশ দিক উদ্ভাসিত করিতে থাকেন। তাপ্তী, ভদ্রা, পূর্ণা প্রভৃতি স্রোতস্বতী, শতশাখা প্রসারিত করিয়া, বিদর্ভভূমিকে সুজলা, সুফলা করিয়া রাখিয়াছে। বিদর্ভের অধিবাসিগণ পরিশ্রমী ও ক্লেশসহিষ্ণু, সেই জন্য বিদর্ভের গৃহে গৃহে কমলার স্বর্ণাসন প্রতিষ্ঠিত আছে।

রাজা ভীমের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না; কিন্তু ঐশ্বর্য্য থাকিলে কি হইবে? শূন্যগর্ভ ঐশ্বর্য্য ত মানুষকে কখনও সুখী করিতে পারে না। তাঁহার প্রাসাদ মণিমুক্তার প্রভায় সমুজ্জ্বল থাকিত, কিন্তু বালকবালিকার সরল মধুর দৃষ্টিতে তাহা কখনও জ্যোতির্ম্ময় হইত না। গায়ক-গায়িকাগণ সেখানে তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত করিত, কিন্তু শিশুগণের "আধো আধো" কথায় তাহা কখনও মধুময় হইত না। তাঁহার ভবনে নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিয়া লোকের

মনোরঞ্জন করিত; কিন্তু বালকবালিকাগণের কুর্দ্দনে ও ধাবনে তাহা কখনও প্রমোদময় হইত না। বহুপরিজনের মধ্যেও রাজা ও রাজমহিষী তথায় দিবারাত্রি নির্জ্জনতা অনুভব করিতেন এবং তাঁহাদিগের মনে হইত, এ শূন্য প্রাসাদবাসের অপেক্ষা অরণ্যবাস বরং শ্রেয়ঃ।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে দমন নামে এক মহর্ষি রাজা ভীমের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শনে রাজমহিষী স্বয়ং তাঁহার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিলেন। রাজদম্পতীর ভক্তি ও সেবায় প্রীত হইয়া বিদায়গ্রহণের সময় তিনি বলিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার এবং রাজমহিষীর ভক্তিতে পরম প্রীত হইয়াছি। আমার বরপ্রভাবে আপনি তিনটী পুত্র এবং একটী কন্যারত্ন লাভ করিবেন।"

যথাকালে রাজমহিষী ক্রমে তিন পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করিলেন। মহর্ষি দমনের অনুগ্রহে জাত বলিয়া রাজা পুত্রদিগের নাম রাখিলেন দম, দান্ত ও দমন এবং কন্যার নাম রাখিলেন দময়ন্তী। কুমারদিগকে এবং কন্যাটীকে দেখিয়া রাজা ও রাজমহিষী আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন।

বিদর্ভের রাজকুমারীগণ রূপগুণের জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধা ছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রাদেবী এই বিদর্ভরাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুরাজবধূ কুসুমপেলবা ইন্দুমতী এবং লক্ষ্মী-স্বরূপিণী রুক্মিণীদেবীও বিদর্ভরাজবংশসম্ভূতা। সুতরাং দময়ন্তী যে রূপগুণে অপর রাজকুমারীদিগকে অতিক্রম করিবেন, তাহা কিছু অসম্ভব ছিল না। কিন্তু বিদর্ভদেশের শতায়ু প্রাচীনগণও বলিতেন, "এমন মেয়ে এ বংশে আর কখনও জন্মে নাই।"

দময়ন্তী ক্রমে যৌবনসীমায় উপনীতা হইলে রাজা তাঁহার

বাসের জন্য অন্তঃপুরের মধ্যে এক স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। দময়ন্তী তথায় সমবয়স্কা সখীগণের সঙ্গে আনন্দে বাস করিতেন। তিনি কখনও অন্তঃপুরমধ্যস্থ সরোবরে জলক্রীড়া করিতেন, কখনও উপবনে বিহার করিতেন এবং কখনও দেবালয়ে বসিয়া শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ করিতেন। দময়ন্তীর সখীগণ তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী ছিলেন; সঙ্গীতে, নৃত্যে এবং সদালাপে তাঁহারা সর্ব্বদা দময়ন্তীর চিত্তবিনোদন করিতেন।

রাজসংসারে ধনবান, বলবান, পুণ্যবান নানা জনের কথা আলোচিত হইয়া থাকে। কোথায় কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি এক অনুপম বিহারোদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন, কে কোন্ সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্ব বা হস্তী বহু মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন, কোন্ রাজপুত্র অস্ত্রপরীক্ষায় অপর সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন এবং কোথায় কোন্ রাজা আপনার সর্ব্বস্ব যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছেন, রাজান্তঃপুরবাসিনী-গণ সর্ব্বদা তাহা লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। অন্যান্য সকলের মধ্যে একজনের নাম সর্ব্বদা দময়ন্তীর কর্ণগোচর হইত। অতি মহৎ কার্য্য হইতে সাধারণ কার্য্য পর্য্যন্ত বহু বিষয়ে লোকে তাঁহার নাম করিত। যদি কোন ব্রহ্মপরায়ণ, বেদ-বেদান্তবিৎ ব্যক্তির প্রসঙ্গ হইত, রাজপুরোহিত অমনি বলিতেন, "এক নিষধরাজ নল ভিন্ন আর কেহই ইঁহার সমকক্ষ নহেন।" যদি কোন রাজার সত্যনিষ্ঠার কথা উঠিত, তবে বক্তা বলিতেন, "রাজ্যস্থিতির জন্য দুই একটী মিথ্যা বাক্য না বলেন, এরূপ রাজা দুর্ল্লভ; শুনিয়াছি, একমাত্র রাজা নলই কখনও কাহারও সঙ্গে মিথ্যাচরণ করেন না।" আবার যদি কোন সারথিকে তাহার কার্য্যের ক্রটীর জন্য তিরস্কার করা হইত, সে অমনি বলিত "আমি মহারাজ নলের সারথ্য-কার্য্য করিয়াছি, মহারাজ স্বয়ং আমাকে অশ্বচালনা শিক্ষা দিয়াছেন।"

রাজ্ঞী যদি কোন নূতন সূপকারকে অত্যধিক বেতন চাহিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন, সে অমনি বলিত, "আমি তিন বৎসরের অধিক মহারাজ নলের প্রধান পাচক ছিলাম, মহারাজ স্বয়ং আমাকে পাককার্য্যে শিক্ষা দিয়াছেন, যদি আমি আপনাকে এবং মহারাজকে তুষ্ট করিতে না পারি, আমায় এক কপর্দ্দকও বেতন দিবেন না।"

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দময়ন্তী ভাবিতেন, এই যে সর্ব্বজন-পূজ্য মহাপুরুষের নাম এতদিন শুনিয়া আসিতেছি, ইনি কে ? ব্রহ্ম-বিদের নাম করিতে হইলে লোকে ইহার নাম করে, প্রজারঞ্জক রাজা বলিলে ইহার নাম অগ্রে উল্লিখিত হয় ; আবার সূপকার ইঁহার নিকট পাককার্য্য শিক্ষা করিয়াছি বলিতে গৌরব বোধ করে, এই সর্ব্বগুণান্বিত পুরুষ কে ? ইনি কি ইতিহাসোক্ত কোন প্রাচীন কালের ব্যক্তি না অধুনাতন কালের কোন পুরুষ ? দময়ন্তী ভাবিতেন, ইনি যিনিই হউন, আমার নমস্য। এই রূপে নলকে না দেখিয়া, কেবল লোকমুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া, দময়ন্তী তাঁহাকে ভক্তি করিতে শিখিলেন।

একদিন রাজান্তঃপুরে এক তপস্বিনী আসিলেন। তিনি আজন্ম-ব্রহ্মচারিণী, বেদবেদাঙ্গে পারদর্শিনী এবং তপোবলে অগ্নি-শিখার ন্যায় তেজস্বিনী। তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে তিনি নানা স্থান ভ্রমণ করিতেছিলেন। রাজা ভীমের ও রাজমহিষীর ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাদিগকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিতে আসিয়া-ছিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া রাজাবরোধবাসিনীগণ দেবালয়ের অঙ্গনে সম্মিলিতা হইলেন। তপস্বিনী তাঁহাদিগের নিকটে আপনার তীর্থপর্য্যটনের কথা বলিতে লাগিলেন। উত্তরে হিমাচলের যে চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গে ভগবতী মহাদেবের আরাধনা

করিয়াছিলেন এবং যাহা তাঁহার নামানুসারে এখনও গৌরী-শৃঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইতে দক্ষিণ সমুদ্রের কূলে যেখানে ভগবতীর কুমারীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, মহাসমুদ্র ফেন-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া অবিরাম যথায় দেবীপূজা করিতেছে, সেই মহাতীর্থ পর্য্যন্ত ভারতের বহুতীর্থের কথা তিনি বলিলেন। বিস্মিতা পুরবাসিনীগণ মুগ্ধচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে তপস্বিনীদেবীকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। কেবল রাজ্ঞী, দময়ন্তী এবং তাঁহাদিগের দুই একজন অনুচরী তথায় রহিলেন। তপস্বিনী দময়ন্তীকে লক্ষ্য করিয়া রাজ্ঞীকে বলিলেন :—

"বৎসে। এই যে সর্ব্বসুলক্ষণা কুমারীকে দেখিতেছি, এটী তোমার কে ?

রাজ্ঞী বলিলেন "এটী আমার কন্যা, মহর্ষি দমনের বরপ্রভাবে আমি এটীকে পাইয়াছি, তাই ইহার নাম রাখিয়াছি দময়ন্তী।"

মাতার ইঙ্গিতে দময়ন্তী তপস্বিনাকে প্রণাম করিলে তিনি রাজ্ঞীকে বলিলেন, "মা ! তুমি ভাগ্যবতী, তাই এমন কন্যারত্ন প্রসব করিয়াছ। এই কন্যার গুণে তোমার বংশ চিরস্মরণীয় হইবে। কন্যাটী দেখিতেছি বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, কোথাও বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছ কি ?"

রাজ্ঞী। না মা ! এখনও সম্বন্ধ স্থির হয় নাই। একটীমাত্র মেয়ে, কোথায় কার হাতে দিব, সেই চিন্তায় মহারাজা এবং আমি দুইজনেই সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন আছি।

তপস্বিনী। বৎসে ! তোমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র একটী আমি বলিতে পারি। আমি নানা দেশ দেখিয়াছি ; বহু রাজা ও রাজপুত্রের সহিত আমার পরিচয় আছে। কিন্তু কুলে, শীলে,

ধনে, জ্ঞানে এ কন্যাব উপযুক্ত সেই একমাত্র রাজকুমার আমাব লক্ষ্য হইয়াছে।

বাজ্ঞী উৎসুক হইয়া বলিলেন, "মা! সেটী কে?"

তপস্বিনী। "বীবসেনেব পুত্র নিষধদেশেব রাজা নল।"

বাজ্ঞী। আমরাও তাঁহাব নাম সর্ব্বদা শুনিতে পাই, কিন্তু পাছে তিনি প্রত্যাখ্যান কবেন, এই আশঙ্কায় মহাবাজ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন নাই।

তপস্বিনী। বৎসে! যিনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ কবিবেন, তাঁহাব কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যিনি সংসারধর্ম্ম পালন করিতে চান, তিনি তোমাব এ কন্যাকে প্রত্যাখ্যান কবিতে পারেন না। তোমার এই কন্যাটী কেবল রূপবতী নয়, ইহাব মুখে আমি যে ভাব দেখিতেছি, সমাধিকালে, কেবল ভগবতীতে মাত্র আমি সে ভাব দর্শন করি।"

রাজ্ঞী। দেবি! আমার নিজেব কন্যা, কোন প্রশংসা কর্ত্তব্য নয়; কিন্তু সত্য এমন সুশীলা, ভক্তিমতী বালিকা আমি আব দেখি নাই।'

তপস্বিনী। আমি তোমাব এখান হইতে নিষধবাজ্যে যাইব, পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ ইচ্ছা আছে। নলেব সহিত আমাব পরিচয আছে। যদি তোমাব অসম্মতি না থাকে, আমি তোমার কন্যাব বিষয় সেখানে কথাচ্ছলে বলিতে পারি।

রাজ্ঞী। "আপনি যাহা উচিত মনে করিবেন, তাহাতে কি আমাব অসম্মতি হইতে পারে? যদি আপনার কৃপায় আমার দময়ন্তী সুপাত্রে পড়ে, তাহা হইলে ত আমরা কৃতকৃতার্থ হই।"

তপস্বিনী। তবে আমি বিদায় গ্রহণ করি। আগামী প্রভাতে আমি নিষধাভিমুখে যাত্রা করিব।

রাজ্ঞী ও দময়ন্তী তপস্বিনীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

সেই দিন হইতে দময়ন্তীর হৃদয়ে এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এতদিন যিনি তাঁহার ভক্তির পাত্র ছিলেন, এখন তিনি অনুরাগের পাত্র হইলেন। যাঁহাকে কেবল উদ্দেশে ভক্তি প্রদর্শন করিয়াই তাঁহার তৃপ্তি হইত, এখন তাঁহাকে দর্শনের জন্য তাঁহার হৃদয় উৎসুক হইল। দময়ন্তী বুঝিলেন, নল তবে কোন ইতিহাস-বিশ্রুত অতীতকালবর্ত্তী পুরুষ নহেন। অব্যর্থবাদিনী তপস্বিনী দেবী বলিয়াছেন, তিনিই কেবল তাঁহার উপযুক্ত পতি; পিতামাতারও নলের হস্তে তাঁহাকে প্রদান করিতে আপত্তি ছিল না। সুতরাং এ অবস্থায়, বয়োধর্ম্মে, যে ভাব উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক, নলের সম্বন্ধে দময়ন্তীরও মনে সেই ভাব জন্মিল। নলকে দর্শনের এবং নলের কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণের জন্য তিনি অভিলাষিণী হইলেন। ক্রমে নল-চিন্তা অজ্ঞাতভাবে তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিল। অন্য কথাতে আনন্দ হইত না, অন্য চিন্তাতে তৃপ্তি বোধ হইত না। দময়ন্তী সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃতা হইলেন। তিনি কেবলই ভাবিতেন, "হায়! মানুষ মানুষকে না দেখিয়া কি এত ভালবাসিতে পারে! কিন্তু আমি যাঁহার উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তিনি কি একবারও আমার কথা স্মরণ করেন? হয় ত তিনি আমার নামও শুনেন নাই; আমি এ কি করিলাম!

কবিগণ বলেন, বিরহে প্রেমিক প্রেমাস্পদের সহিত তন্ময় হইয়া যায়। দময়ন্তী প্রত্যেক পদার্থে নলকে দেখিতেন, প্রত্যেক শব্দে তাঁহার কথা শ্রবণ করিতেন। মনের সেই অবস্থায় তিনি অন্তঃপুরস্থিত উপবনে একটী বিচিত্রদেহ হংসকে ধৃত করিলেন। হংস প্রাণভয়ে আপনার স্বাভাবিক ভাষায় কি উক্তি করিল। দময়ন্তী ভাবিলেন, হংস তাঁহাকে নলের কথা বলিতেছে। তিনি দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে হংস কলধ্বনি করিতে করিতে উত্তর দিকে

ধাবিত হইল। দময়ন্তী ভাবিলেন, হংস তাহার কথা বলিবার জন্য নিষধ-দেশে যাইতেছে।

এদিকে তপস্বিনী দেবীর মুখে দময়ন্তীর রূপ, গুণের কথা শ্রবণ করিয়া নলও তদ্গত প্রাণ হইয়াছিলেন। স্বভাবতঃ সংযতচিত্ত হইলেও তাঁহার কার্য্যকলাপে তাঁহার অন্তর্গত ভাব ব্যক্ত হইত। বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী দেখিতেন যে রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা অন্যমনস্ক; কোন জটিল প্রশ্নের মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারেন না। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় না, সেই জন্য কোন কোন দিন হোমবেলা অতি ক্রান্ত হইয়া যায়। তিনি কখনও প্রাসাদ শিখরে একা বসিয়া চন্দ্রের দিকে চাহিয়া থাকেন, কখনও বা অকারণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার স্বভাবতঃ সুন্দর মুখে কালিমা পড়িতেছিল, এবং তিনি দিন দিন কৃশ হইতেছিলেন। তাঁহার দর্পণ মসৃণ ললাটে চিন্তার রেখা এবং তাহার সুচারু কপোলে অশ্রুর লক্ষ লক্ষিত হইত। মন্ত্রী ভাবিতেন "এ সকলইত অনুরাগ লক্ষণ? কিন্তু জিতেন্দ্রিয় মহারাজের পক্ষে পরস্ত্রীচিন্তা ত সম্ভবপর নয়, তবে মহারাজ যাহার প্রতি অনুরাগী সেই ভাগ্যবতী কুমারী কে?" কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, অথচ নলকে দিন দিন রাজকার্য্যে উদাসীন দেখিয়া, মন্ত্রী উদ্বিগ্ন হইলেন।

তপস্বিনীদেবী নলের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, রাজা ভীম রাজমহিষীর মুখে তাহা অবগত হইলেন। কিন্তু নলকে উপযুক্ত পাত্র জানিয়াও তিনি তাহার নিকট কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারিলেন না। তিনি মহিষীকে বলিলেন, 'প্রিয়ে। যাচকরূপে কন্যাদানের জন্য প্রার্থী হওয়া আমাদের কুলাচারবিরুদ্ধ। আমাদিগের বংশের কুমারীগণকে অপর রাজা ও রাজপুত্রগণ বিবাহার্থ প্রার্থনা করিবেন, ইহাই আমাদিগের কৌলিক নিয়ম।

সুতরাং আমি কোথাও প্রার্থী হইতে পারিব না। তবে আমি এক কার্য্য করিব। আমি দময়ন্তীর স্বয়ম্বর ঘোষণা করিয়া ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজাকে সেই স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রণ করিব। নল যদি দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী হন, তবে অবশ্যই এখানে উপস্থিত হইবেন, আর যদি উপস্থিত না হন, তবে তাঁহাব নিকট কামনা করা বৃথা। সভাস্থ অপর রাজাদিগের মধ্যে দময়ন্তী যাঁহাকে মনোনীত করিবে, আমবা তাঁহাকেই কন্যা দান কবিব।”

রাজ্ঞী এ প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। তখন ভীম সভাসদ্‌দিগকে স্বয়ম্বরেব বিপুল আয়োজনের জন্য আদেশ দিলেন। অল্পক্ষণেব মধ্যেই রাজকুমারীর স্বয়ম্বরের কথা নগর মধ্যে ঘোষিত হইল। পুববাসীদিগেব আনন্দেব সীমা বহিল না। স্বয়ম্বর-ব্যাপার বহু বর্ষেব মধ্যে ক্বচিৎ কখনও সংঘটিত হয়, সুতরাং সাধারণ জনগণ উৎসুকচিত্তে স্বয়ম্বর দর্শনেব প্রতীক্ষায় রহিলেন। ক্রমে কুণ্ডিননগরী স্বয়ম্বরাহুত রাজা ও রাজানুচবগণে পূর্ণ হইতে লাগিল। নগরীর অদূরবর্ত্তী প্রান্তরসমূহে সহস্র সহস্র শিবির সন্নিবেশিত হইল; অশ্বেব হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত এবং সৈনিকগণের কোলাহলে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গৃহে গৃহে পতাকা উড্ডীন এবং পথে পথে তোবণসমূহ নির্ম্মিত হইল। বণিকগণ আপনাদিগের বিপণী নানা জাতীয় দ্রব্যসমূহে এবং দীপমালায় সজ্জিত করিল। ক্রমে সমস্ত নগরী যেন অপূর্ব্ব উৎসববেশে সুশোভিত হইল।

আজ স্বয়ম্বরেব দিন। রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থিত পথে দুর্ভেদ্য জনতা। নিমন্ত্রিত রাজগণ হস্তী, অশ্ব এবং রথে আরোহণ করিয়া প্রাসাদাভিমুখে চলিয়াছেন। তাঁহাদিগের যান, বাহন এবং বেশ-ভূষা নাগরিকদিগের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। কাহার হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, কাহার অশ্ব কিরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত, কাহার উষ্ণীষ

বা শির্ষক কিরূপ মূল্যবান, এই লইয়া নাগরিকগণ তর্কবিতর্ক করিতেছেন। বাতায়নদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া পুরাঙ্গনাগণ পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন। সেই সঙ্গে দুই এক জন গলিতদন্ত, শুভ্রকেশ বিবাহার্থী রাজাকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগের রহস্যালাপ চলিয়াছে। প্রহরীগণ বত্র হস্তে অতি কষ্টে শান্তি রক্ষা করিতেছে। প্রাসাদের সম্মুখস্থিত সমভূমিতে সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দারু ও প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভের উপর বিশাল চন্দ্রাতপ প্রসারিত হইয়াছে। স্তম্ভগুলি নানাজাতীয় পত্র পুষ্প ও মাল্যে সুশোভিত। স্বয়ম্বরের স্থানটীকে সরলরেখায় বিভক্ত করিয়া প্রশস্ত পথসমূহ চলিয়া গিয়াছে, পথ সুগন্ধ বারিসেবিত এবং ধূলিহীন। তাহার উভয় পার্শ্বে সুখারোহণযোগ্য মঞ্চের শ্রেণী। নিমন্ত্রিত রাজগণ বিচিত্র বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া তাহাতে উপবেশন করিয়াছেন। নানাজাতীয় পুষ্পের সৌরভে এবং রূপগন্ধে সভাস্থল আমোদিত হইতেছে। সুবেশ, সুকুমারবয়স্ক কিঙ্করগণ ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত ব্যজন এবং চামর লইয়া মঞ্চস্থ রাজগণকে ব্যজন করিতেছে। প্রাসাদদ্বার হইতে মঙ্গলবাদ্য শ্রুত হইতেছে। কতক্ষণে কন্যা স্বয়ম্বরসভায় আগমন করিবেন, এইজন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন।

এদিকে অন্তঃপুরে দময়ন্তী স্বয়ম্বরযোগ্য বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া মাতার চরণে প্রণামপূর্ব্বক, সভাপ্রদর্শনকারিণী ধাত্রীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং এক পরম রূপবান, সুবেশ যুবা পুরুষ অন্যের অলক্ষিত ভাবে তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার রূপলাবণ্যে কক্ষ উজ্জ্বল হইল। বিস্মিতা দময়ন্তী দেখিয়া ভাবিলেন, মনুষ্যদেহে ত এমন রূপ সম্ভব নয়, ইনি নিশ্চয় কোন দেবকুমার হইবেন। এই ভাবিয়া

তিনি আগন্তুককে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন। আগন্তুক দময়ন্তীর রূপে মুগ্ধ হইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তী বলিলেন—"আপনি কে? কন্যান্তঃপুরে অপরিচিত পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ইহা কি আপনি অবগত নহেন?"

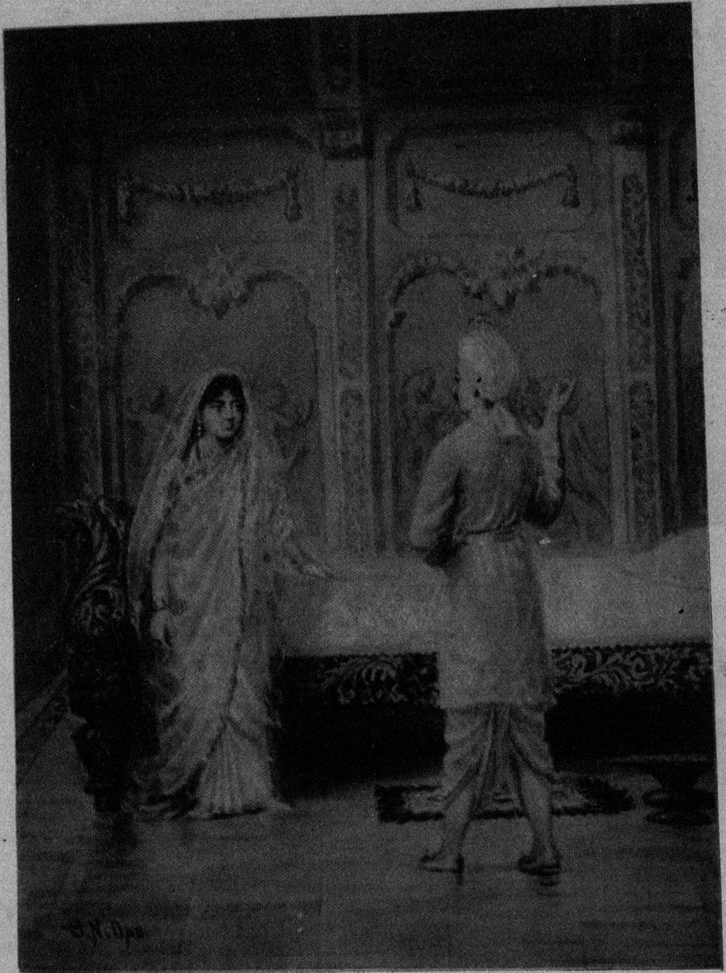
আগন্তুক বলিলেন—"রাজকুমারি! আমি দেবগণের আদেশ-ক্রমে আপনার নিকট আসিয়াছি। দেবাদেশবাহকের কোন স্থানে গমনই দোষাবহ নয়। আমার বক্তব্য শেষ হইলেই আমি স্বস্থানে প্রতিগমন করিব।"

দময়ন্তী। দেবগণের যদি আমার প্রতি কোন আদেশ থাকে, বলুন।

আগন্তুক। দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, যম এবং বরুণ আপনার অনুপম রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া এই স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা আপনাকে জানাইয়াছেন যে, আপনি তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনকে পতিরূপে বরণ করুন। কখনও কোন মানবী যে সুখ ও যে সৌভাগ্যের অধিকারিণী হন নাই, আপনি তাহা প্রাপ্ত হইবেন।

দময়ন্তী। দূত! দেবগণ আমার পূজনীয়। আমি উদ্দেশে তাঁহাদিগকে প্রণাম করি; সামান্যা মানবীর প্রতি অভিলাষ করিয়া তাঁহারা আপনাদিগের দেবত্বের অবমাননা করিতে চান কেন?

আগন্তুক। সুশীলে! দেবগণ চিরদিনই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে গুণের পক্ষপাতী। এই জন্যই দেবরাজ অসুরদুহিতা শচীকে এবং অগ্নিদেব মাহিষ্মতীরাজদুহিতা স্বাহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে আপনিও শচী ও স্বাহার ন্যায় দেবীপদবাচ্যা হইতে পারিবেন। কঠোর তপস্যাতেও যে স্বর্গলাভ দুর্ল্লভ আপনি অবিবেচনায় তাহা ত্যাগ করিবেন না।



দময়ন্তীর নিকট নলের দৌত্য।

RT PRESS

দময়ন্তী। দূত। অধিক বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। আপনি দেবগণকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, আমি পূর্ব্বেই এক জনকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছি। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই আমার স্বয়ম্বরসভায় গমন। দেব, দানব যিনিই হউন, এক্ষণে অপর কাহাকেও বরণ করিলে আমি সতীধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইব। দেবগণ ধর্ম্মের রক্ষক, আমি যাহাতে আমার মানস পতিকে প্রাপ্ত হইতে পারি, তাঁহারা আমায় সেই আশীর্ব্বাদ করুন।

আগন্তুকের মুখ রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় মান হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজকুমারি। আপনি যাহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছেন, তিনি কে, তাহা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

দময়ন্তী। আপনি দেবদূত। দেবগণ অন্তর্য্যামী, সুতরাং আপনার নিকট মনের কথা বলিতে ক্ষতি নাই। নিষধদেশের অধীশ্বর নলকে আমি মনে মনে বরণ করিয়াছি।

আগন্তুকের মুখ নবোদিত দিবাকরের ন্যায় হর্ষপ্রফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন "কল্যাণি। আমি বিদায় লইলাম, আপনার অভিপ্রায় আমি দেবগণকে জানাইব। আমিই নল, দেবগণের অনুরোধে আমি এই দৌত্যকার্য্যে আসিয়াছিলাম।"

কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই দেবদূত অদৃশ্য হইলেন, গৃহ অকস্মাৎ অন্ধকারে আবৃত হইল। বিস্মিতা দময়ন্তী ভাবিলেন এ কি স্বপ্ন, না দেবমায়া? সত্যই যদি ইনি নল হন, তবে ইঁহাকে বরণ করিয়া আমার জীবন সার্থক হইবে। এই সময় তাঁহার সখী আসিয়া বলিল, "রাজকুমারি। ধাত্রী বেত্রবতী আপনার জন্য বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে, চলুন।" শুনিয়া দময়ন্তী, ইষ্টদেবতার চরণে প্রণাম করিয়া, স্বয়ম্বরসভার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে শঙ্খনিঃস্বনে ও বামাকণ্ঠনিঃসৃত উলুধ্বনিতে রাজপুরী মুখরিত হইল। বাদ্যকরগণ বাদ্য করিতে এবং বৈতালিকগণ উচ্চৈঃস্বরে স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। শুভমুহূর্ত্তে দময়ন্তী স্বয়ম্বরসভায় পদার্পণ করিলেন। ভারতের প্রধান প্রধান রাজা ও রাজপুত্রগণ সেই মহাসভায় আসীন; চতুর্দ্দিকে অসীম জনতা; সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর; দময়ন্তীর হৃদয় কম্পিত হইল, পদদ্বয় যেন বলহীন বোধ হইল। তিনি ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সভামণ্ডপে প্রবেশের সঙ্গে সহস্র সহস্র নেত্র তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল। রাজগণ দেখিলেন, অগ্রে, পশ্চাতে অস্ত্রধারী পুরুষগণ; মধ্যে উজ্জ্বলবেশধারিণী, মাঙ্গলিকদ্রব্যহস্তা কিঙ্করীগণ, তাহাদের মধ্যে স্বয়ম্বরযোগ্য বেশভূষায় সজ্জিতা দময়ন্তী। দময়ন্তীর পরিধান বালারুণ বর্ণের বসন, ললাটে চন্দন-রচনা, কর্ণে, অলকে পুষ্পদাম, করে পুষ্পমাল্য; সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত। তাহার অঙ্গের জ্যোতিতে রত্নালঙ্কার মলিন দেখাইতেছিল। দময়ন্তীকে দেখিয়া রাজগণ ভাবিলেন যে, এতদিন পরে, বিধাতার সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি দর্শন করিলাম। সৌন্দর্য্যের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য দৃষ্টিপাত হইতে পদক্ষেপ পর্য্যন্ত শারীরিক প্রত্যেক চেষ্টায় প্রকাশিত হয়, তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। রাজগণ দময়ন্তীর দেহে সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, না জানি কোন্ ভাগ্যবান পুরুষ এই অনুপম কন্যারত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

যে স্থল হইতে সমস্ত সভামণ্ডপ দৃষ্টিগোচর হয়, দময়ন্তী তথায় উপস্থিত হইলে রাজপুরোহিত দময়ন্তীর নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন; "বৎসে! তোমার পিতার

আমন্ত্রণে ভারতের প্রধান প্রধান রাজগণ এই সভাস্থলে আগমন করিয়াছেন। এই দেখ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, কোশল, মগধ, কাশী, গান্ধাব, অবন্তী, পাঞ্চাল, মদ্র, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের অধিপতিগণ তোমার অনুপম রূপগুণের কথা শ্রবণ করিয়া তোমার পাণিপ্রার্থী হইয়া এখানে উপস্থিত আছেন। তোমার পিতাব ইচ্ছা যে, তুমি ইঁহাদিগের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ কর। শিক্ষা, সংযম ও ব্রতানুষ্ঠান গুণে তুমি হিতাহিত পরিজ্ঞানে সমর্থা, সেই জন্যই তোমার পিতা তোমাব উপর এই ভাব দিয়াছেন। প্রবীণ বাজবৈতালিক তোমার নিকট সভাস্থ রাজগণেব প্রত্যেকের পরিচয় দিবেন; শ্রবণ করিয়া, এবং পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া, তুমি তোমার উপযুক্ত ভর্ত্তা নির্ব্বাচন কর।”

রাজপুরোহিত এই বলিয়া নীরব হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকের জনকোলাহল ও বাদ্য স্তব্ধ হইল। দময়ন্তী ধাত্রীব সঙ্গে প্রথমে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজ-বৈতালিক তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। বয়োধর্ম্মে তাহার মস্তকের কেশ শুভ্র এবং শরীরের চর্ম্ম শিথিল হইয়াছিল। তাহার পরিধান স্বয়ম্বরোচিত চম্পকপুষ্পবর্ণেব বস্ত্র, অঙ্গে অশোক-পুষ্পবর্ণের উত্তরীয়। ললাটে গোরোচনা ও চন্দনে অঙ্কিত ত্রিপুণ্ড্রক, শিবে বিশাল উষ্ণীষ এবং করে স্বর্ণময় দণ্ড। প্রত্যেক রাজবংশের বিবরণ ও কার্য্যকলাপ তাহার পরিচিত। বৈতালিক প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পতিকে লক্ষ্য করিয়া দময়ন্তীকে বলিল, “রাজকুমারি! আপনার সম্মুখে এই যে ইন্দ্রতুল্য পুরুষ বিদ্যমান, ইহাঁর নাম সোমদত্ত। ইনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি! ইহাঁর বাহুবলে পরাস্ত হইয়া দুর্দ্দান্ত কিরাতগণ ইঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। ইঁহার মাতঙ্গগণ ঐরাবততুল্য বলশালী। আপনি যদি ইঁহাকে বরণ

করেন, তাহা হইলে নগর-প্রবেশকালে কিরাতসুন্দরীগণ অপরূপ নৃত্যগীত করিয়া আপনার অভ্যর্থনা ও আনন্দ বর্দ্ধন করিবে, এবং ইঁহার গিরিশিখরস্থ প্রাসাদে আরোহণের সময় আপনি ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্রাণীর ন্যায় শোভা পাইবেন।

শুনিয়া দময়ন্তী একবার উৎসুক নয়নে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অন্যত্র গমনের জন্য ধাত্রীকে ইঙ্গিত করিলেন।

ধাত্রী তথা হইতে বিদেহাধিপতির নিকট উপস্থিত হইলে বৈতালিক বলিল : "রাজকুমারি! এই রাজমণ্ডলীর মধ্যে আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে যিনি ব্রাহ্মণতুল্য, সেই বিদেহাধিপতি রাজ তৃণধ্বজ আপনার পাণিপ্রার্থী হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহার সভা বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণে নিরন্তর পূর্ণ থাকে এবং ইঁহার অগ্নিহোত্র-গৃহের ধূম কখনও বিরল হয় না। প্রাচীন বয়সেও ইনি কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ নহেন। সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য বলিয়াই, অপত্য সত্ত্বেও, ইনি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে ইচ্ছুক হইয়াছেন। প্রতিদিন সামগানে উদ্বোধিত হইয়া শয্যাত্যাগ করিতে যদি আপনার বাসনা থাকে, তবে আপনি ইঁহাকে বরণ করুন। অগস্ত্যের পার্শ্বে লোপামুদ্রার ন্যায় আপনিও যজ্ঞস্থলে ইঁহার পার্শ্বে শোভা পাইবেন।"

দময়ন্তী বিদেহরাজকে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিলেন এবং ধাত্রীকে বলিলেন ; "বেত্রবতি, চল, আমরা অন্যত্র গমন করি।"

ধাত্রী তখন দময়ন্তীকে লইয়া মগধাধিপতি ঋতিমানের নিকট উপস্থিত হইল। অন্যান্য রাজগণ উৎসুকচিত্তে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। বৈতালিক বলিল, "আর্য্যে! পর্ব্বতের মধ্যে যেমন

বিন্ধ্য, বৃক্ষের মধ্যে যেমন শাল, রাজগণের মধ্যেও তেমনই এই মগধাধিপতি ঋতিমান। ইঁহার দুঃসহ বীর্য্য ইঁহার আকৃতিতে প্রকাশিত। ইঁহার স্কন্ধ বৃষের স্কন্ধের ন্যায় স্থূল, ইঁহার বক্ষস্থল কবাটের ন্যায় প্রশস্ত, এবং ইঁহার বাহুযুগল অর্গলের ন্যায় দৃঢ়। ইঁহার বাহু দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া কত প্রসিদ্ধ মল্ল যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ইঁহার রাজধানী গিরিব্রজপুর, বহুবার শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইলেও, কখনও পরহস্তগত হয় নাই। যদি আপনার বীরপত্নী নামে অভিহিতা হইবার বাসনা থাকে, তবে আপনি ইহাকে পতিত্বে বরণ করুন।”

তখন দময়ন্তী মস্তক নত করিয়া ঋতিমানকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া ধাত্রী কোশলপতি মীনকেতুর নিকট উপস্থিত হইল। দময়ন্তী চারুবেশধারী মানকেতুর আপাদমস্তক একবার দর্শন করিলেন। বৈতালিক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল; “রাজনন্দিনি! ভগবতী ভাগীরথী যাঁহার রাজ্যের দক্ষিণসীমা নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং পুণ্যতোয়া সরযু যাহার রাজ্যকে ফল-পুষ্পে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন, ইঁনি সেই দক্ষিণ কোশলপতি মীন-কেতু। ইঁহার সভা নর্ত্তকীগণের নূপুরশিঞ্জনে সর্ব্বদা ধ্বনিত থাকে। সরযুতীরে ইনি শীতকালে বাসের জন্য যে চতুঃশাল ভবন এবং ভাগীরথীতীরে গ্রীষ্মবাসের জন্য যে উত্তুঙ্গ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পৃথিবীতে তাহাদিগের তুলনা নাই। পত্নীগণের সহিত ইনি কখনও সরযুতীরস্থ উপবনে বিহার করেন, কখনও ভাগীরথীতে জলক্রীড়া করেন। পরিচারিকাগণ ইঁহার শয্যা সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পুষ্পে সর্ব্বদা সজ্জিত রাখে, এবং ইঁহার প্রাসাদ হইতে নিঃসৃত কস্তুরীগন্ধে ইঁহার নগর সর্ব্বদা আমোদিত হয়। ইঁহার সরযুতীরস্থিত উদ্যান শোভাসম্পদে নন্দন-কাননকেও পরাজিত করে। যদি আপনি

ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন, তবে দেবেন্দ্রাণী শচীও যে উদ্যান লাভ করিতে কামনা করেন, আপনি তাহার অধীশ্বরী হইবেন।”

এই সময় দূর হইতে নলকে দেখিতে পাইয়া দময়ন্তী কোশল-পতিকে নমস্কারপূর্ব্বক তদভিমুখে গমন করিতে উদ্যতা হইলেন। দেখিয়া ধাত্রী বলিল, “রাজকুমারি! আপনার বামে অপর এক রাজ-কুমাব রহিয়াছেন, ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া গমন কর্ত্তব্য নয়।” শুনিয়া লজ্জিতা দময়ন্তী সেই রাজকুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন বৈতালিক বলিল,

“রাজকুমারি! আপনার সম্মুখে এই সুরাষ্ট্রপতি রুক্মরথ বিদ্যমান আছেন। ইঁহার রথ রুক্মে অর্থাৎ সুবর্ণে নির্ম্মিত বলিয়া ইনি এই অনন্যদুর্ল্লভ উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাব রাজ্য সাগরান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত; সেই জন্য জলে এবং স্থলে যে সকল দুর্ল্লভ রত্ন উৎপন্ন হয়, তাহা সমস্তই ইঁহার অধিকৃত। আপনি একবার ইঁহার আপাদমস্তক দর্শন করুন। দেখুন, ইঁহার উষ্ণীষের হীরক শুক্রগ্রহের ন্যায় অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে, ইঁহার কণ্ঠের মরকতমালা যেন বসন্ত-কালীন লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইঁহার বাহুতে পদ্মরাগ খচিত অঙ্গদ, করে সুবর্ণময় বলয় এবং কর্ণে মুক্তাখচিত কুণ্ডল। আপনি যদি ইঁহাকে বরণ করেন, তাহা হইলে ইনি ইঁহার ভাণ্ডারের সর্ব্বোত্তম রত্নসমূহ আপনাকে প্রদান করিবেন। সেই সকল রত্ন পরিধান করিলে পৃথিবীর রাজেন্দ্রাণীগণের কথা দূরে থাকুক, যক্ষরাজ-মহিষীও আপনাকে ঈর্ষা করিবেন।”

বৈতালিকের কথা শ্রবণ করিলে দময়ন্তীর মুখ ঈষদ্ধাস্যে সমুজ্জ্বল হইল। তিনি ধাত্রীকে বলিলেন, “বেত্রবতি! চল আমরা সভামণ্ডপের উত্তর দিকে গমন করি। ধাত্রী “তাহাই হউক” বলিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইল।

এইবার দময়ন্তী নলের সম্মুখে আসিলেন; তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল। ইচ্ছা হইল যে, একবার ভাল করিয়া নলকে দেখিয়া লইবেন, কিন্তু লজ্জা আসিয়া তাঁহার চক্ষু অবরোধ করিল। তথাপি ঈষদ্দৃষ্টিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে, যিনি দেবদূতরূপে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইনি তিনিই বটেন, কিন্তু স্বয়ম্বরবেশে তাঁহাকে আরও অধিক মনোজ্ঞ দেখাইতেছিল। ইঙ্গিতজ্ঞ বৈতালিক একবার দময়ন্তীর মুখ লক্ষ্য করিল; করিয়া বলিল;—

"রাজকুমারি! এই যে গাম্ভীর্য্যসুন্দর, চক্রবর্ত্তীলক্ষণোপেত পুরুষ আপনার সম্মুখে আসীন রহিয়াছেন, ইনিই বিশ্রুতকীর্ত্তি, নিষধাধিপতি নল। বিধাতা একাধারে সকল গুণের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্যই ইঁহাকে সৃজন করিয়াছেন। পৃথিবীতে উত্তম, অধম এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা ইঁহার অপরিচিত। বেদ, বেদাঙ্গে ইঁহার যেমন অসামান্য অধিকার, অশ্বচালনায় এবং রন্ধনকার্য্যেও ইঁহার তেমনি দক্ষতা। ইঁহার রূপ, যৌবন কামিনীজনের লোভনীয় হইলেও ইনি জিতেন্দ্রিয় এবং প্রতিবিধানে সক্ষম হইলেও ইনি শত্রুগণের প্রতি ক্ষমাশীল। ইঁহার বাহুবল এবং ইঁহার সদাচরণ দুই সমভাবে শত্রু জয় করিয়া থাকে। নিজের প্রাণ সংশয় করিয়াও ইনি বিপন্নকে উদ্ধার করেন, এবং সত্যের অনুরোধে নিজের অপ্রীতিকর কার্য্য করিতেও ইনি পরাঙ্মুখ নহেন। রূপে, গুণে এবং শীলে সর্ব্বাংশে ইনি আপনার উপযুক্ত; যদি ইচ্ছা হয়, ইঁহাকে বরণ করিয়া আপনি আত্মগুণানুরূপ পতি লাভ করুন।"

দময়ন্তী বৈতালিকের কথা শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন দৃষ্টিতে নলকে দর্শন করিলেন। তাঁহার কণ্ঠে মাল্যপ্রদানের জন্য তাঁহার হস্ত ঈষৎ উত্তোলিত হইল। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া আসিল,

তাঁহার বক্ষস্থল স্পন্দিত এবং পদযুগল কম্পিত হইতে লাগিল; তাঁহার ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিল। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ধাত্রী ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল "রাজকুমারি! আপনার এরূপ ভাব-বৈলক্ষণ্যের কারণ কি?" দময়ন্তী কোন উত্তর না দিয়া কেবল মঞ্চের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন, কিন্তু ধাত্রী কিছুই দেখিতে পাইল না। দময়ন্তী দেখিতেছিলেন যে, যে মঞ্চের উপর নল আসীন ছিলেন, তাহার উপর অবিকল তাঁহারই ন্যায় আরও চারি জন পুরুষ উপবিষ্ট আছেন। রূপে, বয়সে, বেশভূষায় তাঁহাদিগের পাঁচ জনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। উঁহাদিগের মধ্যে কে প্রকৃত নল, তিনি কাহাকে মাল্য দান করিবেন এই চিন্তায় দময়ন্তী ব্যাকুলা হইলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যে, দূত বলিয়াছিলেন, দেবগণ আমার পাণিপ্রার্থী হইয়া সভায় আগমন করিয়াছেন, তবে কি আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইহা তাঁহাদিগেরই ছলনা। দময়ন্তী কাতর হৃদয়ে মনে মনে বলিলেন, "দেবগণ! আপনারা ধর্ম্মের রক্ষক, নারীর পক্ষে সতীধর্ম্মের অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম আর নাই; আমার সতীধর্ম্ম যাহাতে অব্যাহত থাকে, আপনারা তাহা করুন।" নিমেষগত না হইতে হইতে দময়ন্তী দেখিলেন যে, মঞ্চস্থিত পাঁচজন নলের মধ্যে চার জনের আকারেঙ্গিতে অপরের হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তাঁহারা নিমেষশূন্য, স্বেদহীন এবং মঞ্চের উপর উপবিষ্ট হইলেও ভূমি স্পর্শ করেন নাই। দেখিবা-মাত্র তিনি বুঝিলেন যে, ইহাঁরা চারিজন দেবতা, অপর পুরুষই প্রকৃত নল। তখন তিনি প্রফুল্ল চিত্তে নলকে স্বয়ংবরমাল্য প্রদান করিলেন এবং দাসীর হস্ত হইতে চন্দন ও অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার ললাটে চন্দনবিন্দু ও পদে অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাব সখীগণের উলুধ্বনিতে ও শঙ্খনিঃস্বনে সভামণ্ডপ পূর্ণ হইল। আবাব দ্বিগুণিত রবে মুরজ, মন্দিরা এবং বীণা বাদন আবম্ভ হইল এবং বন্দিগণ তারস্বরে 'জয়জীব' উচ্চারণ করিতে লাগিল। সমবেত জনতাও মহোৎসাহে এই মঙ্গল বারতা ঘোষণা করিল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র কুণ্ডীনপুবীতে এই আনন্দ সংবাদ প্রচারিত হইল। সকলেই একবাক্যে বলিলেন, রাজকুমারী উপযুক্ত পাত্রেই মাল্যদান করিয়াছেন। যথা কালে নল ও দময়ন্তীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। নিমন্ত্রিত রাজগণ, বিদর্ভরাজ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, কোনরূপে মনোদুঃখ নিবারণপূর্ব্বক, স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণও দম্পতীকে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া স্বর্গপুবীতে প্রস্থান কবিলেন।

বিবাহান্তে নল এবং দময়ন্তী নিষধরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই দময়ন্তী প্রজাবর্গের ও আশ্রিতজনেব মাতৃ-স্থানীয়া হইলেন। ধার্ম্মিক দম্পতীব জীবন যেভাবে অতিবাহিত হওয়া সঙ্গত, তাঁহাদিগেব জীবন সেই ভাবে অতিবাহিত হইতে লাগিল। যজ্ঞে এবং ব্রতাচরণে দময়ন্তী পতির সঙ্গিনী হইলেন। বিবাহের যাহা উদ্দেশ্য তাহাও সফল হইল, যথাকালে তাঁহারা একটী পুত্র ও একটী কন্যা লাভ করিলেন। পুত্রেব নাম হইল ইন্দ্রসেন, কন্যার নাম হইল ইন্দ্রসেনা। উভয়ে রূপে, গুণে পিতা মাতাব অনুরূপ হইল।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ পৃথিবীতে কে কবে ভোগ করিয়াছেন অথবা নিরবচ্ছিন্ন সুখে কোথায় মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হইয়াছে? সুবর্ণের পরীক্ষা অনলে, মনুষ্যত্বের পরীক্ষা দুঃখে। দময়ন্তীর জীবনে কয়েক বৎসরের মধ্যে এক বিষম পরীক্ষা আরব্ধ হইল। সে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই পৃথিবীর

সতীশিরোমণিদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান হইয়াছে। বিনা পরীক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিয়া যাইলে কে তাঁহার কথা স্মরণ করিত?

নলের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম পুষ্কর। নল যেমন ধার্ম্মিক, সদাশয় এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, পুষ্কর ঠিক তাহার বিপরীত ছিল। নলের রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্যের প্রতি এই পাপাত্মার দৃষ্টি ছিল, বিবাহের পর সাধ্বী দময়ন্তীরও উপর তাহার পাপ দৃষ্টি পতিত হইল। কিন্তু বলে নলেব সম্পত্তি বা দময়ন্তীকে গ্রহণ সম্ভবপর নয় ভাবিয়া দুরাত্মা এক কৌশল অবলম্বন করিল। পুষ্কর অক্ষক্রীড়ায় নলের অপেক্ষা অধিক পারদর্শী ছিল; ভাবিল, অক্ষ-ক্রীড়ায় নলকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবে। তখনকার ক্ষত্রিয়রাজাদিগের মধ্যে এই সংস্কার ছিল যে, যুদ্ধে বা অক্ষক্রীড়ায় আহূত হইলে পরাঙ্মুখ হইতে নাই। যিনি কখন পরাঙ্মুখ হইতেন, তিনি কাপুরুষ বলিয়া নিন্দনীয় হইতেন। অন্য সহস্রগুণ থাকিলেও নলের এই তৎকালপ্রচলিত অক্ষাসক্তি দোষ ছিল। পুষ্কর নলকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করিলে নল প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। দিনের পর দিন উভয়ের ক্রীড়া চলিতে লাগিল। নল অবিচ্ছেদে পরাজিত হইতে লাগিলেন এবং যতই পরাজিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার অক্ষাসক্তিও ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভাণ্ডারের মণিমুক্তা হইতে অশ্ব, হস্তী, উপবন, প্রাসাদ পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া নল ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দিন নাই, রাত্রি নাই, নল কেবলই ক্রীড়ায় আসক্ত। বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজকার্য্যের জন্য তাঁহার দর্শন পান না, দময়ন্তী একাকিনী শয়নগৃহে রাত্রি যাপন করেন, নল সকল দিন অন্তঃপুরে আসেন না। প্রজাগণের মধ্যে হাহাকার উঠিল, তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল, মহারাজাকে কলি আশ্রয় করিয়াছে, নচেৎ তাঁহার এরূপ বুদ্ধিভ্রংশ হইবে কেন? অবশেষে

একদিন প্রজাগণ মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া দময়ন্তীর নিকট আসিয়া বলিল "মা! রাজ্য যে যায়, আপনি মহারাজকে না বুঝাইলে কিছুই থাকিবে না।" দময়ন্তী নলের দেখা পান না, কেমন করিয়া বুঝাইবেন। এক দিন তাঁহার দেখা পাইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে সকল কথা বলিলেন এবং অবশেষে তাঁহার পদতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। নল কিয়ৎক্ষণ উদাস ভাবে দময়ন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পব বিনা বাক্যব্যয়ে, অক্ষশালায় গিয়া, পুষ্করের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। দময়ন্তীর প্রাণে দারুণ বেদনা লাগিল, তিনি যুক্তকরে দেবগণের নিকট পতিকে সুমতি দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, নলের যেরূপ দ্যূতাসক্তি জন্মিয়াছে, তাহাতে কিছুই বক্ষা পাইবে না। পতির দুঃখের অংশভাগিনী হইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া বহিলেন। কিন্তু শিশু ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা সে দুঃখ সহিতে পারিবে না ভাবিয়া তিনি তাহাদিগকে নিজের পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে নল আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিলেন। রাজ্য, ধন যাহা কিছু ছিল, সমস্ত শেষ হইলে তিনি নিজের পরিচ্ছদ, ধনু, ও অস্ত্র পর্য্যন্ত পণে হারিলেন। পুষ্করের ইচ্ছা ছিল যে, নল নিজেকে ও দময়ন্তীকে পণ রাখিবেন; কিন্তু নল তাহা করিলেন না। অক্ষে জয় লাভ করিয়া পুষ্কর নলকে বলিল "নির্ব্বোধ! তুমি আর এখানে কেন? তোমার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ত হারাইয়াছ, এখন এ রাজ্য আমার, তুমি, এখান হইতে প্রস্থান কর।" নল আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। পতিগতপ্রাণা দময়ন্তীও প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, শুনিবামাত্র এক বসনে তিনিও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন। রাজা ও রাণীকে

তাদৃশ অবস্থায় গৃহত্যাগ করিতে দেখিয়া নগরে আর্ত্তনাদ উঠিল। কিন্তু দুরাত্মা পুষ্কর ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল যে, যে কেহ নল ও দময়ন্তীকে কোনরূপ সাহায্য করিবে, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। সুতরাং প্রজাহিতৈষী নল কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিলেন না। নগর ত্যাগ করিয়া তাঁহারা ক্রমে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। মস্তকের উপর নিদাঘসূর্য্য প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন, পথ কুশসূচীতে ও কণ্টকে দুর্গম। তথাপি উভয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অক্ষমোহের অবসানে,নলের হৃদয় পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইতেছিল; তিনি ভাবিতেছিলেন, আমিই পতিপ্রাণা দময়ন্তীর এই কষ্টের কারণ। কিন্তু দময়ন্তীর মুখে বিষাদের চিহ্নমাত্র ছিল না। পাছে তাঁহাকে কাতরা দেখিলে নল আরও লজ্জিত ও ব্যথিত হন, এই ভয়ে তিনি যথাসাধ্য নিজের ক্লেশ গোপন রাখিতেছিলেন। তিনি কখনও অরণ্যজাত বৃক্ষলতাদির পরিচয় জিজ্ঞাসায়, কখনও নিষধনগরী বা বিদর্ভদেশ সেখান হইতে কতদূর এইরূপ প্রশ্নে নলকে অন্যমনা করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। কিন্তু নলের পক্ষে পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল না; তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! আমিই তোমার সকল কষ্টের কারণ। যদি তুমি আমার ন্যায় দুর্ম্মতিকে বরণ না করিতে তাহা হইলে তোমাকে আজ এ ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না।"

দময়ন্তী বলিলেন, "নাথ! পত্নী কি পতির কেবল সুখের অংশভাগিনী, দুঃখের অংশভাগিনী নয়? সুখের দিন আপনি ত আমাকে ব্রতে, যজ্ঞে সহধর্ম্মিণীর আসন দান করিয়া অক্ষয় পুণ্যের অধিকারিণী করিয়াছেন, তবে আজ এই অরণ্যবাসে আমার পক্ষে কাতরা হওয়া কি কর্ত্তব্য? আপনার সঙ্গে এই অরণ্যবাস আমার পক্ষে স্বর্গবাসের তুল্য; পাছে আপনার ক্লেশ হয়, আমার কেবল

সেই মাত্র চিন্তা। আমার নিজের জন্য আমি বিন্দুমাত্রও চিন্তিতা নই।”

নল ও দময়ন্তী এক এক মাত্র বসন লইয়া অরণ্যে আসিয়াছিলেন। এক দিন কতকগুলি সুবর্ণপক্ষ বিহঙ্গম ধৃত করিতে গিয়া নল আপনার বসনখানি হারাইলেন। তখন উভয়ে অবশিষ্ট বসনখানি অর্দ্ধার্দ্ধ অংশে পরিধান করিয়া অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বনের কটুতিক্ত ফলমূল আহার, বৃক্ষতলে বা গিরিগুহায় শয়ন এবং বিষাক্ত কীটপতঙ্গের দংশন উভয়ের শরীরকে ক্রমে কঙ্কালাবশেষ করিয়া তুলিল। দুঃশ্চিন্তায় নলের নিদ্রা আসিত না, দময়ন্তী যখন নিদ্রিতা হইতেন, নল তখন কেবল ভাবিতেন, “হায়! কতদিন আর এরূপে অতিবাহিত হইবে? কেমন করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? কি ছিল আর এ কি হইল?” কখনও তিনি মনে করিতেন, পুষ্কর আমায় অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, যদি আমি অক্ষক্রীড়ায় তাহাকে কখন পরাস্ত করিতে পারি, তবেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হয়। কিন্তু সে আমার অপেক্ষা ক্রীড়ায় নিপুণ, তাহাকে পরাস্ত করিবার মত বিদ্যা আমি কোথায় পাইব! শুনিয়াছি, অযোধ্যাধিপতি রাজা ঋতুপর্ণ অক্ষক্রীড়ায় পৃথিবীতে অদ্বিতীয়! কিন্তু তিনি কি আমাকে তাঁহার বিদ্যা দিতে সম্মত হইবেন? বোধ হয় না। আমি ক্ষত্রিয় জানিলে তাঁহার আশঙ্কা হইবে, যদি আমি কোন দিন তাঁহাকে ক্রীড়ায় আহ্বান করি, তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। নল শেষে ভাবিলেন, আমি ছদ্মবেশে রাজা ঋতুপর্ণের নিকট যাইব। পরিচর্য্যা দ্বারা প্রীত করিয়া হউক, বা আমার অধিকৃত কোন দুর্ল্লভ বিদ্যা তাঁহাকে প্রদান করিয়া হউক, আমি তাঁহার নিকট অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করিব।

তাহা হইলে পুষ্করকে পরাজয় করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ আমার পক্ষে দুরূহ হইবে না।" এইরূপ সঙ্কল্প নলের নিকট বড়ই উপযোগী বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এ অবস্থায়, এই অর্দ্ধার্দ্ধ বসন পরিধান করিয়া, দময়ন্তীকে সঙ্গে লইয়া, কিরূপে ঋতুপর্ণের নিকটে যাইব? তাঁহার হৃদয় নিরাশায় কাতর হইল; কিন্তু আবার ভাবিলেন, ইহার একটী সদুপায় আছে। দময়ন্তী যদি কিয়ৎকালের জন্য পিতৃগৃহে গিয়া অবস্থিতি করেন, তবে আমি সেই সময়ের মধ্যে অযোধ্যায় গিয়া অক্ষবিদ্যা শিখিয়া আসিতে পারি। কিন্তু দময়ন্তী কি আমাকে ছাড়িয়া একাকিনী পিতৃগৃহে যাইতে সম্মতা হইবেন? কখনই নয়; তবে উপায় কি? নল আর ভাবিতে পারিলেন না। অবসন্ন হইয়া শয়ন করিলেন।

এইরূপে দিন গত হইতে লাগিল। এক দিন নল দময়ন্তীকে বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি কিছুদিনের জন্য বিদর্ভে গিয়া থাক; আমি একটু চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি কোনরূপে এ বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারি।"

দময়ন্তী বলিলেন, "নাথ! প্রাণ থাকিতে আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। আমি পিতৃগৃহে গিয়া সুখে থাকিব, আর তুমি বনে বনে এই অবস্থায় কাটাইবে, ইহা কখনই আমার প্রাণে সহিবে না। চল উভয়ে বিদর্ভে যাই, পিতা তোমায় ইষ্টদেবতার ন্যায় সমাদরে রাখিবেন।"

নল। প্রিয়ে! আমি জানি যে তোমার পিতা মাতা আমায় অনাদর করিবেন না। কিন্তু আমি কেমন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট মুখ দেখাইব? তোমার স্বয়ম্বরকালে আমি চতুরঙ্গিণী বাহিনী লইয়া বিদর্ভে গিয়াছিলাম, এখন এ বেশে কেমন করিয়া যাইব? দরিদ্রাবস্থায় কুটুম্ব-গৃহে গমন অপেক্ষা মৃত্যু বরং শ্রেয়ঃ।

দময়ন্তী আর কিছু বলিলেন না। নল বুঝিলেন যে, দময়ন্তী স্বেচ্ছায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কিছু দিনের জন্য পৃথক না থাকিলে উদ্ধারের উপায় নাই, সুতরাং, হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও, উভয়কে সে ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু পতিগতপ্রাণা দময়ন্তীকে কেমন করিয়া তিনি একাকিনী সেই অরণ্যে ছাড়িয়া যাইবেন? কে তাঁহাকে হিংস্র পশুদিগের মুখ হইতে এবং হিংস্র পশুদিগের অধম দুরাচারদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে? আবার তাঁহার মনে হইল, ধর্ম্মই সতীকে রক্ষা করেন। কত নবীনা ব্রহ্মচারিণী একাকিনী তীর্থ পর্য্যটন করিতেছেন, বিজনে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তপশ্চর্য্যা করিতেছেন, কে তাঁহাদিগকে রক্ষা করে? মনে দৃঢ় সংকল্প জন্মিলে তাহার পরিপোষক যুক্তির অভাব হয় না। নল শেষে স্থির করিলেন যে, যখন উপায়ান্তর নাই, তখন দময়ন্তী নিদ্রিতা হইলে তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। দময়ন্তী যেরূপ বুদ্ধিমতী ও সাধুশীলা তাহাতে কোন না কোন উপায়ে তিনি নির্ব্বিঘ্নে পিতৃগৃহে পহুঁছিবেন। পরে বিধাতা প্রসন্ন হইলে তিনি তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেন, আর যদি বিধাতা প্রসন্ন না হন, তবে তাঁহার নিজের অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবে; দময়ন্তী পিতৃগৃহে পুত্র, কন্যা দুইটীকে লইয়া কোনরূপে জীবন যাপন করিবেন। এই ভাবিয়া নল এক দিন দময়ন্তীকে বলিলেন ;—

"প্রিয়ে! এই অরণ্যের উত্তর দিক্ দিয়া যে পথ পূর্ব্বমুখে গিয়াছে, তাহা দ্বারা অনায়াসে বিদর্ভে যাইতে পারা যায়। বণিক ও তীর্থযাত্রিগণ সর্ব্বদা সেই পথ দিয়া যাতায়াত করে; যদি কোন দিন তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি তাহাদিগের সঙ্গে অনায়াসে এই পথ দিয়া পিতৃগৃহে যাইতে পারিবে।"

নলের এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য কি, দময়ন্তী তাহা বুঝিতে পারিলেন ; তিনি বলিলেন ;—

"নাথ ! তোমার কথায় আমার হৃৎকম্প হইতেছে ; তুমি কি আমায় পরিত্যাগ করিতে চাও ? আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি, কোন্ দোষে তুমি আমায় ত্যাগ করিবে ?"

নল নিরুত্তর রহিলেন। কিন্তু দময়ন্তী চিন্তায় অস্থিরা হইলেন। স্বামীর সহিত তিনি এক বসন পরিধান করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মন প্রবোধ মানিত না। রাত্রিকালে নলকে বাহু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া তিনি নিদ্রা যাইতেন ; এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইল।

একদিন পরিশ্রান্তা দময়ন্তী নলের পূর্ব্বে নিদ্রাগতা হইলেন ; তাঁহার বাহুদ্বয় শ্লথ হইয়া পড়িল। নল উপযুক্ত সময় বুঝিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। পরিধেয় বসনখানি ছিন্ন করিয়া তিনি প্রস্থানের জন্য উদ্যত হইলেন। কিন্তু দময়ন্তীর ন্যায় পত্নীকে কোন্ পতি চক্ষুর জল না ফেলিয়া ত্যাগ করিতে পারেন ? নল নিদ্রিতা দময়ন্তীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। পত্রের অন্তরাল দিয়া জ্যোৎস্নালোক দময়ন্তীর মুখে পড়িয়াছিল। বনবাস-ক্লেশে সে মুখ মলিন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তথাপি নলের বোধ হইল, পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। দময়ন্তী তৃণশয্যার উপর শয়ন করিয়াছিলেন, নলের মনে হইল, সেখানে কেহ চম্পক-পুষ্প রাশীকৃত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি যতই দেখেন, ততই তাঁহার আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়। একবার ভাবিলেন, দময়ন্তীকে বক্ষে ধারণ করিয়া শেষ বিদায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাহা হইলে দময়ন্তী যে জাগিয়া উঠিবেন, পারিলেন না। শেষে নীরবে অশ্রুমোচন করিতে করিতে বিদায় লইলেন,

কিন্তু পদ যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ বোধ হইল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, আবাব নির্নিমেষ নয়নে দময়ন্তীকে দেখিলেন, আবার চলিলেন। এইরূপ দুইবার, তিন বার যাইলেন, আবাব ফিরিলেন। শেষে ভাবিলেন, এইবার শেষ-দেখা দেখিয়া আসিব। ফিবিয়া আসিয়া দেখিলেন, দময়ন্তী তখনও গভীর নিদ্রায় অভিভূতা; কিন্তু তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে; জ্যোৎস্না-লোকে সেই অশ্রুরেখা তবল সুবর্ণেব ন্যায় দেখাইতেছে। নল আর দাঁড়াইতে পারিলেন না; নিদ্রিতা পত্নীব পার্শ্বে নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "অন্তর্যামিন্! তুমি সাক্ষী, আমি নিজেব সুখের জন্য দময়ন্তীকে ত্যাগ করিতেছি না। যদি কোন দিন দময়ন্তীকে আবার নিষধের সিংহাসনে বসাইতে পারি, তবেই ফিরিব, নতুবা এই শেষ বিদায়। তুমি সাধুর আশ্রয়; সতীর গতি; তুমি দময়ন্তীকে রক্ষা করিও।" নল এই বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং দময়ন্তীব দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান কবিলেন।

রাত্রিশেষের সঙ্গেই দময়ন্তীব নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, নল পার্শ্বে নাই, তাঁহার বসন ছিন্ন, তিনি চমকিয়া উঠিলেন; ভাবিলেন এত দিন যে আশঙ্কা কবিয়াছিলাম, আজ তাহা সত্যই ঘটিল। পতির এইরূপ ব্যবহারে সতীর হৃদয়ে লেশমাত্র বিরাগ বা অভিমান জন্মিল না। তিনি কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, "দোষ আমারই; কেন আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম? নিদ্রা না যাইলে ত তিনি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না।" কতবার তাঁহার মনে হইল, নল হয় ত কৌতুকচ্ছলে কোথাও লুকাইয়া আছেন, এখনই আসিবেন। কিন্তু বিলম্ব দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, এখনও নল অধিক দূর যাইতে পারেন নাই; অনুসরণ করিলেই তাঁহার দেখা পাইব। এই ভাবিয়া দময়ন্তী নলের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন,

কিন্তু সেই দূরব্যাপী অরণ্যে সহসা কোথায় তাঁহার দেখা পাইবেন? তখন দময়ন্তী উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। কখনও পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া চারিদিক দর্শন করেন, আর চীৎকার করিয়া বলেন, "প্রভো! তুমি কোথায়? একবার দেখা দাও।" কখনও গিরিস্রোতের বালুকায় পদচিহ্ন দেখিয়া নল সেই দিক দিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া তাহার অনুসরণ করেন। কখনও উন্মাদিনীর ন্যায় পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা যাহাকে দেখেন, নলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপে তিন দিন অতীত হইল; দময়ন্তীর আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবলই বনে বনে ঘুরিতেছেন; শরীর আর সহ্য করিতে পারে না। এই অবস্থায় তিনি এক দিন এক প্রকাণ্ড অজগরের মুখে পতিত হইলেন। দময়ন্তীর শরীর অবসন্নপ্রায়, তথাপি ভয়ে প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলেন, কিন্তু সর্প আপনার বিপুল দেহ লইয়াও দ্রুতবেগে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। দময়ন্তী শেষে পারিলেন না, ভূতলে পতিত হইলেন। আর রক্ষা নাই; মৃত্যু আসন্ন; সর্প একেবারে দময়ন্তীর উপর আসিয়া পড়িল। তিনি অঙ্গে তাহার শীতল স্পর্শ ও গুরু-ভার অনুভব করিলেন, তাহার মুখ হইতে গলিত ফেন তাঁহার অনাবৃত পৃষ্ঠে পড়িল ইহা বুঝিলেন; কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার গ্রীবা সর্পের গ্রাসবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মনে হইল সর্প নিশ্চেষ্ট হইয়াছে। কৌতূহলী হইয়া তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একটী সুতীক্ষ্ণ শরে সর্পের মস্তক বিদীর্ণ হইয়াছে, সর্প মৃত্যু-যন্ত্রণায় লাঙ্গুল দ্বারা সবলে ভূমিতে আঘাত করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিলেন ধনুর্ব্বাণ হস্তে এক ব্যাধ বৃক্ষান্তরাল হইতে তাঁহার দিকে আসিতেছে। তখন দময়ন্তী আপনার বিপন্মুক্তির কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং প্রাণদাতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ব্যাধ নিকটে আসিয়া পরিচয়

জিজ্ঞাসা করিলে দময়ন্তী বলিলেন; "আমি বিপদে পড়িয়া আমার স্বামীর সহিত এই বনে আসিয়াছিলাম। আমার স্বামী হঠাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে আমি এই সর্পগ্রাসে পড়িয়াছিলাম। আপনি দয়া করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, বিধাতা আপনার মঙ্গল করুন।"

দময়ন্তী এক বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, এক্ষণে আর এক বিপদে পড়িলেন। দুরাত্মা ব্যাধ দময়ন্তীকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মোহিত হইয়াছিল; কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর বলিল; "সুন্দরি! তুমি আমার ঘরে চল, আমার ঘরণী হইয়া পরম সুখে থাকিবে।"

দময়ন্তী তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া বলিলেন, "নিষাদ! তুমি আমার প্রাণদাতা; আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ; এমন কথা বলিও না যাহাতে তোমার উপর আমার অশ্রদ্ধা জন্মে। তুমি যাও, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।"

ব্যাধ তখন তাঁহাকে, কখনও মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া কখনও বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া, নিজের পাপাভিলাষে সম্মত করাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু দময়ন্তী যখন ঘৃণার সহিত তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন পাপিষ্ঠ তাঁহার উপর বলপ্রকাশের সঙ্কল্প করিল। তাঁহাকে ধরিবার জন্য দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ধাবিত হইল। দময়ন্তী দেখিলেন মহা বিপদ, তিনি বিদ্যুৎবেগে তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইলেন, দেখিয়া ব্যাধও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। তখন তিনি যুক্ত করে কাতর ভাবে বলিলেন, "নারায়ণ! আমি অবলা, আমায় রক্ষা কর।"

বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে? পূর্ব্ব হইতেই আকাশে মেঘ সঞ্চিত ছিল, অকস্মাৎ বিদ্যুদালোকে সমস্ত বনভূমি আলোকিত

হইল, এবং প্রচণ্ড শব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া সমীপস্থ একটী উচ্চবৃক্ষের উপর অশনিপাত হইল। দময়ন্তী ও ব্যাধ উভয়েই ভয়ে অচেতন হইলেন। মুহূর্ত্ত পরে দময়ন্তী চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, ব্যাধ গতাসু ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

নল পূর্ব্বে বিদর্ভগমনের জন্য যে পথের কথা বলিয়াছিলেন, দময়ন্তী এক্ষণে সেই পথ প্রাপ্ত হইলেন; দেখিলেন যে, কতকগুলি বণিক, আপনাদিগের পণ্যদ্রব্য অশ্ব, হস্তী ও বৃষভের উপর দিয়া, সেই পথে গমন করিতেছে। দময়ন্তী তাহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং সায়ংকালে তাহারা এক পার্ব্বত্য হ্রদের তটে বিশ্রামার্থ শিবির সন্নিবেশ করিলে তিনিও তথায় অবস্থিতি করিলেন। মধ্য রাত্রিতে কতকগুলি বন্যগজ জলপানার্থ সেই হ্রদে আসিয়া গ্রাম্যগজ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন অতি দারুণ ব্যাপার ঘটিল। বণিকগণ নিঃশঙ্কচিত্তে হ্রদের তটে অবস্থিতি করিতেছিল। আক্রমণকারী বন্যগজ এবং পলায়নোদ্যত গ্রাম্যগজদিগের দ্বারা আহত ও মর্দ্দিত হইয়া অনেকেই প্রাণত্যাগ করিল। দময়ন্তী অতি কষ্টে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু পলায়ন কালে কর্দ্দমে তাঁহার সর্ব্বশরীর সিক্ত এবং কণ্টকে তাঁহার অঙ্গ রক্তাক্ত হইল। কুসংস্কারান্ধ বণিকগণ ভাবিল যে, অকস্মাৎ আগতা, উন্মত্তপ্রায়া দময়ন্তীই তাহাদিগের বিপৎপাতের কারণ। তাহারা দময়ন্তীকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিল, সুতরাং তিনি তাহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন, এবং একাকিনী ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে চেদিনগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে ছিন্নবস্ত্র, তাঁহার মস্তকের কেশ রুক্ষ ও আলোলিত, তাঁহার শরীর কর্দ্দমে সিক্ত। দেখিয়া নগরের বালকগণ তাঁহাকে উন্মাদিনী বলিয়া স্থির করিল।

তাহারা করতালি দিতে দিতে এবং তাঁহার অঙ্গে ধূলি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। দময়ন্তী আশ্রয়েব জন্য তদবস্থায় পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইলে রাজমাতা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দময়ন্তীকে নিবাশ্রয়া ও উৎপীড়িতা দেখিয়া তাঁহাব দয়া হইল; তিনি দাসী দ্বারা দময়ন্তীকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং সস্নেহবচনে বলিলেন;—

"ভদ্রে! তুমি কে? এই দুববস্থাতেও তোমাব আকৃতি দেখিয়া তোমাকে সামান্যা নাবী বলিয়া বোধ হইতেছে না। তুমি এরূপ অবস্থায় একাকিনী ভ্রমণ কবিতেছ কেন?"

রাজমাতার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে ও তাঁহার মধুর বাক্য শ্রবণে দময়ন্তীর হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন; "মা! আমার পবিচয কি দিব? এক সময় আমি অতি ভাগ্যবতী ছিলাম, আমার গৃহ ধন, জনে পূর্ণ ছিল। কিন্তু আমার স্বামী, দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া, আমাকে লইয়া বনে আসিয়াছিলেন; হঠাৎ তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।"

এই কথাগুলি বলিবাব সময় দময়ন্তীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল; রাজমাতাও অশ্রুসম্বরণ কবিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "বৎসে! তুমি কাতর হইও না। তুমি আমার এখানে থাক, আমি তোমার স্বামীর অন্বেষণে লোক পাঠাইব। তুমি যতদিন আমার এখানে থাকিবে, তোমার কোন ক্লেশ হইবে না।"

রাজমাতার কথা শুনিয়া দময়ন্তী বলিলেন, "মা! আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট থাকিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু আমার কয়েকটী নিয়ম আছে, আপনাকে তাহা রক্ষা করিতে

হইবে। আমি কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন বা পদধাবন করিব না। কোন পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিব না; আর যদি কোন পুরুষ আমার সতীধর্ম্মের অপমান করিতে চায়, তবে আপনি তাহাকে যথোচিত দণ্ড দিবেন।"

রাজমাতা "তাহাই হইবে" বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং আপনার কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুনন্দে! আমি ইঁহাকে আশ্রয় দিয়াছি; ইনি তোমার সমবয়স্কা, আজ হইতে তুমি ইঁহাকে সখীর ন্যায়, ভগিনীর ন্যায় সদ্ব্যবহারে প্রীত করিবে।"

সুনন্দা মাতার আদেশে দময়ন্তীকে লইয়া আপনার প্রাসাদে গমন করিলেন এবং যথোচিত স্নেহে ও সদ্ব্যবহারে তাঁহার প্রীতি-সাধন করিলেন। দময়ন্তী নিরুদ্বেগে চেদি রাজমাতার আশ্রয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন; কিন্তু দময়ন্তী-চিন্তা প্রতিপদে তাঁহাকে অভিভূত করিতে লাগিল। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হন, আবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন। তাঁহার মনে হয়, যেন দময়ন্তী ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন। কখনও তিনি শুনিতে পান, দময়ন্তী যেন করুণ চীৎকারে তাঁহাকে বলিতেছেন, "প্রভো! কোথায় যাও, একবার দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" তিনি ফিরিয়া দেখেন, কেহ কোথাও নাই। কখনও তাঁহার মনে হয়, বনের মধ্যে কে যেন বামাকণ্ঠে ক্রন্দন করিতেছে, তিনি অন্বেষণ করিয়া দেখেন, বায়ু বনবেণুর ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া শব্দ উৎপাদন করিতেছে, তাহাই তিনি দময়ন্তীর রোদন বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে নল একদিন দেখিতে পাইলেন, শুষ্ক তৃণ ও কাষ্ঠ সংযোগে অরণ্যের মধ্যে অতি প্রচণ্ড

অনল উত্থিত হইয়াছে। তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে অগ্নি-পরিবেষ্টিত একটী গর্ত্তে একটী বৃহদাকার সর্প পড়িয়া আছে। নির্ম্মোক পরিত্যাগের জন্য হউক বা অপর কোন কারণে হউক, সর্প নিশ্চেষ্ট ও চলৎশক্তি-শূন্য, কিন্তু শরীরে অগ্নির উত্তাপ লাগাতে সর্প বারম্বার শ্বাসত্যাগ ও জিহ্বা প্রসারণ করিতেছে। নল বুঝিলেন, আর অল্পক্ষণ পরেই সর্পটি অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইবে। মনুষ্যই হউক বা কোন ইতব প্রাণীই হউক, বিপন্নেব সম্বন্ধে নল কখনও ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই; সুতরাং সর্পটীর প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু স্বভাবক্রূর সর্পকে রক্ষা করিতে যাইলে তাঁহার নিজের কিরূপ বিপদের সম্ভাবনা, তাহাও তাঁহার মনে হইল। অবশেষে, নিজের বিপদের আশঙ্কা থাকিলেও, সর্পের প্রাণরক্ষা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি স্থিব করিলেন, এবং অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই বিপুলদেহ সর্পকে দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া বাহিরে আনিলেন। অগ্নিতে তাঁহার শরীর দগ্ধ হইল এবং কয়েক পদ আসিতে না আসিতে সর্প তাঁহাকে দংশন কবিল। তথাপি তিনি তাহাকে ত্যাগ করিলেন না; নিরাপদ স্থানে আনিয়া রাখিলেন। এই সময়ে নল শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে বলিতেছে; "নল! এ কর্ম্মের পুরস্কার অবশ্যই আছে।" তিনি আর তথায় অপেক্ষা কবিলেন না, অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। পথে যাইতে যাইতে নল দেখিলেন সর্পের দংশনে তাঁহার অপর কোন ক্ষতি হয় নাই, কেবল তাহার গরলে তাঁহার শরীরের চর্ম্ম বিবর্ণ ও মুখমণ্ডল বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, ছদ্মবেশে অবস্থানের পক্ষে এই বিধাতৃপ্রেরিতনিগ্রহ একরূপ অনুগ্রহই হইল।

তিনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া রাজা ঋতুপর্ণের নিকট সারথ্য-কার্য্য প্রার্থনা করিলেন। ঋতুপর্ণ একজন উপযুক্ত অশ্ব-পালক অন্বেষণ করিতেছিলেন, নলের কথোপকথনে প্রীত হইয়া তিনি তাঁহাকে নিজের অশ্বশালার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। নলের প্রদত্ত শিক্ষায় ঋতুপর্ণের অশ্বসমূহ অল্পদিনের মধ্যে সুশিক্ষিত ও অধিকতর কার্য্যপটু হইল; দেখিয়া ঋতুপর্ণ নলের উপর পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

এ দিকে বিদর্ভরাজ ভীম জামাতার ও দুহিতার দেশত্যাগের সংবাদ শ্রবণ করিয়া দেশে দেশে তাঁহাদিগের অন্বেষণে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরিত দূত, সুদেব নামক কোন ব্রাহ্মণ, চেদিরাজ্যে উপস্থিত হইয়া একদিন ঘটনাক্রমে দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন। দময়ন্তীও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া দাসী দ্বারা তাঁহাকে অন্তঃপুরে আনাইলেন। ক্রমে সকল কথা রাজমাতার কর্ণগোচর হইল। দময়ন্তীর পরিচয় পাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তিনি তাঁহার সহোদরার কন্যা। তখন রাজমাতা দময়ন্তীকে পরম আদরে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া পরিজনসহ বিদর্ভে প্রেরণ করিলেন। ভীম ও তাঁহার মহিষী হারানিধি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিলেন।

পিতৃগৃহে দময়ন্তী পরম আদরে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি আসিত না। নলের জন্য দিবারাত্রি তাঁহার অশ্রুধারা বহিত; চিন্তায় তাঁহার শরীর দিন দিন কৃশ ও মলিন হইতে লাগিল। রাজমহিষী কন্যার অবস্থা রাজাকে বলিয়া নলের অন্বেষণে পুনর্ব্বার দেশে দেশে দূত প্রেরণের সঙ্কল্প করিলেন। দময়ন্তী দূত-ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা নগরে, গ্রামে, তীর্থে, তপোবনে যেখানে যাইবেন, সর্ব্বত্র

লোকের নিকট এই কথা বলিবেন; ‘পত্নীকে সতত রক্ষা ও প্রতিপালন করা পরিণেতার অবশ্য কর্ত্তব্য; তুমি কেন তাহার বিপরীতাচরণ করিলে? তোমার পত্নী তোমাতে একান্ত অনুরক্তা, অরণ্যমধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় তাহাকে একাকিনী রাখিয়া তাহার বস্ত্রার্দ্ধ ছেদন পূর্ব্বক তুমি কোথায় পলায়ন করিয়াছ?’ যদি কেহ এই কথা শুনিয়া কোন প্রত্যুত্তর দেন, তবে আপনারা স্মরণ করিয়া তাহা আমাকে জানাইবেন, এবং সেই ব্যক্তির নাম ধাম ইত্যাদি জানিয়া আসিবেন।” দময়ন্তী এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিলেন।

অনন্তর বহুদিন পরে পর্ণাদনামা কোন ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তীকে বলিলেন “রাজকুমারি! আমি তোমার পতির অন্বেষণে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমি যেখানে যেখানে গিয়াছি, সর্ব্বত্র তোমার আদেশমত কথা বলিয়াছি, কিন্তু কোথাও কোন প্রত্যুত্তর পাই নাই। অবশেষে আমি অযোধ্যাধিপতি রাজা ঋতুপর্ণের সভায় গমন করিয়া তোমার আদেশমত কথা সকলকে শুনাইয়াছিলাম। তাহাতে রাজা বা রাজার পরিজনদিগের মধ্যে কেহ কোন উত্তর দেন নাই। কেবল রাজার এক সারথি, সেই সকল কথা শুনিয়া, আমাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া বারম্বার তোমার ও তোমার পুত্রকন্যাগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহার কথাবার্ত্তায় বোধ হইল, যেন সে তোমার বিপৎপাতে নিতান্ত দু:খিত। রাজকুমারি! সে কি পূর্ব্বে নিষধে তোমার সারথির কার্য্য করিয়াছিল?” দময়ন্তী বলিলেন “তাহার নাম কি?” পর্ণাদ বলিলেন “তাহার নাম বাহুক।”

দময়ন্তী। এরূপ নামের কাহারও কথাত স্মরণ হয় না। তাহার আকৃতি, প্রকৃতি কিরূপ?

পর্ণাদ। সে দেখিতে অতি কদাকার, তাহার শরীর বিকৃত ও বিবর্ণ। কিন্তু তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানে যাহা জানিয়াছি, তাহাতে তাহাকে অতি মহৎবংশসম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। সে সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় এবং দয়াশীল। নিকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও সে নিজগুণে অমাত্যের ন্যায় ঋতুপর্ণের বিশ্বস্ত ও সমাদর ভাজন। রাজার অন্যান্য সারথি ও অশ্বপালকগণ, তাহাকে অকপট ভক্তি করে। সে বিদ্বান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ। লোকপরম্পরায় অবগত হইলাম, অশ্বচালনায় তাহার ন্যায় সুদক্ষ ব্যক্তি পৃথিবীতে দুর্ল্লভ।

দময়ন্তী। তাহার দৈনিক আচার, ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কথা শ্রবণ করিয়াছেন কি?

পর্ণাদ। তাহাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া আমি তাহার আচার, ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথাই অনুসন্ধান করিয়াছি। সে নিত্যস্নায়ী, অগ্নিহোত্রী, শুচি এবং সংযত। নিজের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া অবকাশ পাইলেই সে একাকী শাস্ত্রালোচনায় ও ধ্যানে সময় অতিবাহিত করে। কিন্তু ধর্ম্মশীল ও সকলের প্রিয়পাত্র হইলেও সে সর্ব্বদা ম্লান ও চিন্তাযুক্ত। শুনিলাম সে রাত্রির অধিকাংশ কাল অশ্রুপাতে ও দীর্ঘ নিশ্বাসে যাপন করে। তাহার আর একটী অদ্ভুত অভ্যাস আছে; সে তাহার একখানি জীর্ণ, মলিন বস্ত্র যেখানে যাউক সঙ্গে লইয়া যায়, এবং কখনও কখনও সেই জীর্ণ বস্ত্রখানি বক্ষে রাখিয়া অশ্রুপাত করে। তাহার সম্বন্ধে আমি যাহা দেখিয়াছি, ও শুনিয়াছি, সমস্তই বলিলাম, এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।"

দময়ন্তী উপযুক্ত পুরস্কার দানে পর্ণাদকে প্রীত করিয়া বিদায় দিলেন। পর্ণাদের কথা শুনিয়া তাঁহার ধারণা হইল যে এই বাহুকই নল। কিন্তু দুই বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। প্রথম এই যে,

পর্ণাদ বলিলেন, তিনি দেখিতে অতি কদাকার; নল ত কদাকার নহেন, তবে কি কোন আকস্মিক রোগে তাঁহাকে বিবর্ণ ও বিকৃত করিয়াছে? দ্বিতীয় নল শাস্ত্রে ও শস্ত্রে তুল্যপারদর্শী; যদি দুরবস্থা বশতঃ তাঁহাকে অন্যের ভৃতিভোগী হইতেই হইল, তবে তিনি অমাত্যের কার্য্য, সেনানায়কের কার্য্য গ্রহণ না করিয়া সারথির কার্য্য গ্রহণ করিলেন কেন? যাহা হউক, নলের সহিত যখন বাহুকের এত সাদৃশ্য আছে, তখন কোন প্রকারে একবাব বাহুককে দেখিতেই হইবে। এই ভাবিয়া দময়ন্তী মাতার নিকটে গমন কবিলেন, এবং পর্ণাদ-কথিত সমস্ত বিষয় বর্ণন করিয়া বলিলেন, "মা! রাজা ঋতুপর্ণ ও বাহুককে এখানে আনিবার জন্য আমি একটী কৌশল অবলম্বন করিব। আপনি পিতাকে এখন কোন কথা বলিবেন না। একবার সুদেবকে আমার নিকট আনাইয়া দিন। সুদেব অতি বুদ্ধিমান ও কার্য্যক্ষম, তাহার দ্বারা আমার মন্ত্রণা সিদ্ধ হইবে।"

রাজমহিষীর আদেশে সুদেব অন্তঃপুরে আসিলেন। তখন দময়ন্তী তাঁহাকে বলিলেন, সুদেব! আপনি একবার অযোধ্যাধিপতি রাজা ঋতুপর্ণেব নিকট গমন করুন। তাঁহাকে বলিবেন যে, "নল দীর্ঘকাল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন; কেহ তাঁহার সংবাদ বলিতে পারে না। সেই জন্য দময়ন্তী পত্যন্তর গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন; স্বয়ংবরের দিন নিকটবর্ত্তী। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আপনি অদ্যই বিদর্ভমুখে যাত্রা করুন।" আমার উদ্দেশ্য কি পবে জানিতে পারিবেন, এখন এ কথা, কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।"

সুদেব "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় লইলেন এবং রাজা ঋতুপর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া দময়ন্তীর আদেশমত সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলেন। ঋতুপর্ণ দময়ন্তীর রূপগুণের কথা পূর্ব্ব হইতে শুনিয়া

এরূপ আকৃষ্ট ছিলেন যে, তাঁহার দ্বিতীয় স্বয়ংবর সম্ভবপর কি না তাহা একবারও বিচার করিলেন না। তিনি সুদেবকে বিদায় দিয়া বিদর্ভ-গমনের উদ্যোগী হইলেন। দময়ন্তী অযোধ্যা হইতে বিদর্ভ-গমনের পথের দূরতা ও দুর্গমতা বিবেচনা করিয়া কল্পিত স্বয়ংবরের দিন এরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন যে, বিশেষ সুশিক্ষিত অশ্ব ও সুনিপুণ সারথি ব্যতিরেকে কেহই সে পথ অতিক্রম করিয়া যথাসময়ে স্বয়ংবরে উপস্থিত হইতে পারেন না। ঋতুপর্ণ বাহুককে আহ্বান করিয়া বলিলেন ;—

"বাহুক! বিদর্ভরাজদুহিতা দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবর উপস্থিত; আমি অদ্যই বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিব। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে যে, অশ্বচালনায় তোমার সমকক্ষ ব্যক্তি কেহ নাই। অদ্য তুমি তোমার নৈপুণ্য প্রদর্শন কর। যদি তুমি যথাসময়ে বিদর্ভে উপস্থিত হইতে পার, তুমি যে প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পূর্ণ করিব।

দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবর উপস্থিত, এই সংবাদে নলের হৃদয় যেন শেলবিদ্ধ হইল; তাঁহার আপাদমস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "মহারাজের আজ্ঞা প্রতিপালনে যথাশক্তি চেষ্টা করিব, আপনি প্রস্তুত হউন।"

নল এই বলিয়া উপযুক্ত রথ ও অশ্ব নির্ব্বাচনের জন্য গমন করিলেন। ঋতুপর্ণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছিল। তিনি ভাবিলেন, দময়ন্তীর ন্যায় পতিগতপ্রাণার পক্ষে পত্যন্তরগ্রহণ কি কখনও সম্ভবপর? অথবা আমার ন্যায় পত্নীদ্রোহী নরাধমের শাস্তির জন্য বিধাতা অসম্ভবকেও সম্ভবপর করিতে পারেন? স্বচক্ষে দময়ন্তীর স্বয়ংবর না দেখিলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, তাই বিধাতা আমাকে এরূপভাবে সেখানে লইয়া যাইতেছেন। আবার ভাবিলেন, ইহা কখনই

সত্য হইতে পারে না। চন্দ্রলেখা বরং স্নিগ্ধতা ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু দময়ন্তী কখনও ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন না। আমি দময়ন্তীর উপর অবিশ্বাস করিয়া আর পাপভার বৃদ্ধি করিব না।”

যথাসময়ে ঋতুপর্ণ বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নল অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শনে দুর্গম গিরিসঙ্কট, পঙ্ককর্দ্দমপূর্ণ পথ এবং দুর্ভেদ্য অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসের প্রত্যূষে বিদর্ভ-নগরে উপস্থিত হইলেন। ঋতুপর্ণ তাঁহাব অশ্বচালন-নৈপুণ্য, কার্য্যতৎপবতা ও শ্রমশীলতা দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত ও প্রীত হইলেন। নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইয়া তিনি বাহুককে বলিলেন, “বাহুক! তোমারই গুণে আমি স্বয়ংবরের পূর্ব্বে বিদর্ভে উপস্থিত হইতে পারিলাম। ইহাতে বোধ হইতেছে আমার মনস্কাম সিদ্ধ হইবে। যদি সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দময়ন্তী অদ্য আমাকে বরণ করেন, তবে আমি তোমাকে দশখানি গ্রাম, সহস্রসংখ্যক স্বুবর্ণ এবং রত্নখচিত উষ্ণীষ প্রদান করিব।” ঋতুপর্ণ জানিতেন না যে, তিনি বাহুকেব নিকট কি বিষ উদ্গীবণ কবিতেছেন। বাহুক কোন উত্তব দিলেন না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঋতুপর্ণের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তিনি নগরে প্রবেশ কবিয়া দেখিলেন, স্বয়ংবরেব কোনও আয়োজন নাই। তখন তিনি বুঝিতে পাবিলেন যে, কেহ অলীক সংবাদ দানে তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে। তিনি ভাব গোপন করিয়া রাজা ভীমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভীম তাঁহার অকস্মাৎ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি লজ্জায় প্রকৃত কারণ বলিতে পারিলেন-না। “বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই, এজন্য সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি” এইরূপ উত্তর দিলেন।

এদিকে দময়ন্তী উৎসুক হৃদয়ে ঋতুপর্ণের এবং তাঁহার

সারথি বাহুকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দময়ন্তী নিশ্চয় জানিতেন যে, নলের ন্যায় অসাধারণ অশ্বচালনা-নিপুণ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ তাদৃশ অল্প কালের মধ্যে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভে আসিতে পারিবেন না। এক্ষণে তাঁহাব অভ্যস্ত কর্ণ রথশব্দ শ্রবণ করিয়াই বুঝিতে পারিল যে, এ রথ নিশ্চয়ই নলের দ্বারা চালিত। তিনি প্রাসাদ-শিখর হইতে বাহুককে দর্শন করিলেন, কিন্তু দূরতা ও নলের রূপবৈলক্ষণ্য বশতঃ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি পর্ণাদকে যে সকল কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, আপনার এক জন বিশ্বস্তা পরিচারিকাকে সেই সকল কথা বলিয়া বাহুকের নিকট প্রেরণ করিলেন। বাহুকের উত্তর শুনিয়া তাঁহার সন্দেহ দূরীভূত হইল। পরিচারিকা আসিয়া বাহুকের অনেক অলৌকিক শক্তির কথা বলিল। বাহুক বিনা অগ্নিতে কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিতে পারেন, বাহুকের দৃষ্টিমাত্র শূন্য কুম্ভ জলে পূর্ণ হয় ইত্যাদি অনেক কথা বলিল। কিন্তু দময়ন্তী অলৌকিক গুণ অপেক্ষা লৌকিক গুণের দ্বারাই বাহুককে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি বাহুকের প্রস্তুত মাংস আনিয়া আহার করিলেন এবং পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ তাহা নলেরই প্রস্তুত ইহা বুঝিতে পারিলেন। তাহার পর তিনি আপনার পুত্র, কন্যা দুইটীকে পরিচারিকার সঙ্গে বাহুকের নিকট প্রেরণ করিলেন। বহুদিন পরে পুত্রকন্যা দুইটীকে দেখিয়া বাহুকরূপী নল স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার তাহাদিগের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপ্লুত এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইল। কিন্তু পাছে পরিচারিকা কিছু মনে করে, এই আশঙ্কায় তিনি বালক, বালিকা দুইটীকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া বলিলেন, "ভদ্রে! আমারও এইরূপ দুইটী পুত্র, কন্যা আছে; ইহাদিগকে দেখিয়া তাহাদিগের

কথা স্মরণ হওয়ায় আমি আত্মসম্বরণ করিতে পারি নাই; তুমি এ জন্য কিছু মনে করিও না।”

পরিচারিকা ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তীকে সকল কথা বলিল।

দময়ন্তী বুঝিলেন, আর সন্দেহের কারণ নাই। তথাপি একবার স্বচক্ষে বাহুককে দেখা কর্ত্তব্য এই ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে অন্তঃপুরে আনয়নের জন্য মাতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজমহিষী ভীমের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বাহুককে অন্তঃপুরে আনাইলেন। সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর নল ও দময়ন্তী পরস্পরকে দর্শন করিলেন। হায়! উভয়েরই কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। নল দেখিলেন, স্বয়ংবর-সভায় যিনি, সদ্যঃ প্রস্ফুটিতা নলিনীর ন্যায় সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আজ তিনি দিবাবসানের পদ্মিনীর ন্যায় বিশুষ্কা ও পরিমল-শূন্যা। দময়ন্তীর পরিধানে কাষায় বসন, অঙ্গের বর্ণ মলিন; কেশজাল রুক্ষস্নানে জটিল ও তাম্রাভ; অধর ও কপোল পাণ্ডু বর্ণ। শরীরে অলঙ্কার নাই; সেই জীর্ণ বস্ত্রার্দ্ধে দেহের উপরিভাগ আবৃত করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছেন। পতিব্রতার সেই বিষাদিনী মূর্ত্তি দর্শনে নলের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। দময়ন্তীও দেখিলেন, নলের সেই গাম্ভীর্য্য-সুন্দর, বলিষ্ঠ কোমল বপু রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ হইয়াছে। তাঁহার নয়নে কালিমা এবং ললাটে চিন্তার রেখা পড়িয়াছে; সুললিত দেহ পরিচর্য্যায় শুষ্ক ও কঠোর হইয়াছে। তাঁহার শরীরের ত্বক্ বিকৃত ও বিবর্ণ। সে মূর্ত্তি দেখিয়া দময়ন্তী শিহরিয়া উঠিলেন। নলের এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে, পূর্ব্বে যাঁহারা নলকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু সতীর নিকট পতি কি অজ্ঞাত থাকিতে পারেন? দময়ন্তী বাহুকের প্রত্যেক অঙ্গে নলকে দর্শন

করিলেন, এবং করিয়াই তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। তাহার পর যাহা হইল, তাহা বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। উত্তপ্ত অশ্রুর সহিত উত্তপ্ত অশ্রুর, দীর্ঘশ্বাসের সহিত দীর্ঘশ্বাসের, এবং স্পন্দিত হৃদয়ের সহিত স্পন্দিত হৃদয়ের মিলন হইল। তাড়িতের সহিত তাড়িতের বিনিময় হইলে আকাশ এবং পৃথিবী যেমন শীতল হয়; পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘসঞ্চিত বেদনা বিনিময় করিয়া উভয়েরই হৃদয় তেমনই শীতল হইল। বস্ত্রার্দ্ধ-ছেদনের রাত্রি হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত উভয়ে কিরূপ সুখ দুঃখে যাপন করিয়াছিলেন, তাহা পরস্পরের নিকট বর্ণনা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাতা হইল। কেহই একবার চক্ষু মুদিত করিতে পারিলেন না।

প্রভাতের সঙ্গে এই শুভ সংবাদ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল। বিদর্ভবাসিগণ এতদিন রাজা ও রাজমহিষীকে জামাতা ও দুহিতার শোকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া সর্ব্বপ্রকার আনন্দোৎসব হইতে বিরত ছিল। এক্ষণে অভিনব উৎসাহে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিল। রাজা ঋতুপর্ণ যখন অবগত হইলেন যে, তাঁহার সারথি বাহুকই নল, তখন তিনি দময়ন্তীর প্রতি লালসা-প্রদর্শনের জন্য লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তিনি নলের প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাকে আপনার প্রতিশ্রুতি-মত অক্ষবিদ্যা প্রদান করিলেন এবং তাঁহার নিকট অশ্বচালন-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া হৃষ্টচিত্তে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলেন।

অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হওয়া অবধি নলের হৃদয় দিবারাত্রি দগ্ধ হইতেছিল। তিনি কয়েক দিন পরে দময়ন্তীকে বিদর্ভে রাখিয়া, শ্বশুরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, নিষধে গমন করিলেন এবং পুষ্করকে অক্ষক্রীড়ায় না হয় দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। পুষ্কর প্রথম হইতেই দময়ন্তীর প্রতি আকৃষ্ট ছিল, পূর্ব্বে কখনও মনের

ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই। এক্ষণে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় বলিল "আজ আমার চিরপ্রার্থিত মনোরথ সফল হইবে। তোমার সমস্ত ধন সম্পত্তি জয় করিলেই দময়ন্তী আপনি আসিয়া আমাকে ভজনা করিবে। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই দ্যূতারম্ভ হউক।"

উভয়ে অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। পুষ্কর ভাবিয়াছিল, পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও অনায়াসে জয়লাভ করিবে, কিন্তু তাহা হইল না। পুষ্কর প্রতিক্ষেপেই পরাজিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার রাজ্য, ধন, প্রাণ পর্য্যন্ত নল অক্ষে জয় করিলেন। তখন তিনি পুষ্করকে বলিলেন, "নরাধম! মাতৃতুল্য ভ্রাতৃজায়ার উপর তোমার লালসা? প্রাণবধই তোমার উপযুক্ত দণ্ড। কিন্তু বিধাতার বিধানে এক্ষণে তোমার এমন অবস্থা ঘটিয়াছে যে, দময়ন্তীর প্রতি পাপদৃষ্টি নিক্ষেপ করা দূরে থাকুক, ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে তাঁহার দাসত্ব করাইতে পারি। কিন্তু তুমি আমার কনিষ্ঠভ্রাতা, ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য বিস্মৃত হইবার নয়, সেই জন্য আমি তোমাকে প্রাণভিক্ষা দিলাম, তোমার ধন সম্পত্তিও তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। আর এমন ব্যবহার করিও না, যাও, আশীর্ব্বাদ করি, ধর্ম্মপথে থাকিয়া শতায়ু হইয়া সুখে জীবনযাপন কর।"

পুষ্কর কৃতজ্ঞচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিল। তখন নল বিদর্ভ হইতে দময়ন্তীকে স্বনগরে আনয়ন করিলেন, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও প্রজাপালনে উভয়ে পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী যেমন গুণবতী, নলও তেমনই গুণবান্ ছিলেন। সত্যরক্ষার জন্য দময়ন্তীর নিকট নলের অকপট দৌত্য, হিংস্র সর্পকে অগ্নিদাহ হইতে রক্ষার জন্য নিজের প্রাণসংশয়-

করণ, এবং পুষ্করের ন্যায় ভ্রাতাকে ক্ষমা তাঁহার মহানুভবতার অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি যে এক্ষণে "পুণ্যশ্লোক" এই অনন্য-সাধারণ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার যোগ্য। দময়ন্তীর সহিত তাঁহার মিলন কাঞ্চনের সহিত রত্নের মিলনের ন্যায় পরস্পরের উপযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়।

ষষ্ঠ আখ্যান

শকুন্তলা

প্রভাতের সঙ্গে হিমাচলের অধিত্যকাস্থিত বনভূমি সংক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। হস্তিনাধিপতি মহারাজ দুষ্মন্ত, মৃগয়ার জন্য, অনুচরগণের সঙ্গে, তথায় প্রবেশ করিয়াছেন। বনভূমি স্বভাবতঃ স্তব্ধ ও গম্ভীর, কিন্তু মৃগয়াকোলাহলে এক্ষণে তাহার স্তব্ধ গম্ভীর ভাব দুরীভূত হইয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ, শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ ও পত্রে পত্রে সংযুক্ত হইয়া, তথায় দণ্ডায়মান। তাহাদিগের ঘনসন্নিবেশে সূর্য্যকিরণ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না; এইজন্য দিবসেও তথায় অন্ধকারের রাজত্ব। অরণ্যের কোন স্থান কণ্টকী গুল্মে পরিবৃত; কোন স্থান দীর্ঘ তৃণে সমাচ্ছন্ন; কোন স্থান শিলাখণ্ডে বন্ধুর, কোন স্থান সমতল। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোত শুষ্কপত্র পতনে কলুষিত ও বিবর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও বা শৈলদেহ বিদীর্ণ করিয়া নির্ম্মল নির্ঝরসমূহ ঝরঝর শব্দে নিম্নাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। রাজানুচরগণ, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া, এই বনভূমি বেষ্টন করিয়াছে। কোথাও শুষ্ক তৃণ ও কাষ্ঠসংযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে; কোথাও ভেরী, ঢক্কা, মার্দ্দোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসমূহ বিকটশব্দে বাদিত হইতেছে। বনের নির্গমপথসমূহ তন্তুনির্ম্মিত জালে অবরুদ্ধ, অস্ত্রধারী পুরুষগণ সতর্কভাবে তথায় অবস্থান করিতেছে। বনভূমিতে পরিচিত কিরাতগণ ইতস্ততঃ ধাবিত

হইতেছে। তাহাদিগের বাম করে শৃঙ্গ, দক্ষিণ করে ভল্ল, এবং কটিদেশে বক্রমুখ ছুরিকা, সঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ লোমশ কুক্কুর। তাহারা কখনও শৃঙ্গবাদন করিয়া সঙ্কেতে পরস্পরকে কি বলিতেছে, কখনও কোন উচ্চ বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিয়া, "অই মহিষের দল, অই কৃষ্ণসারের পাল, অই সেই দাঁতভাঙা গুণ্ডা হাতীটা এদিকে আস্‌চে, অই একটা বাঘ বেরুল" এইরূপ চীৎকার করিতেছে। ময়ূর, তিত্তির প্রভৃতি বনচর পক্ষিগণ ভীত হইয়া এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছে, তাহাদিগের "কেকা ক ক ক" ধ্বনিতে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা দুষ্মন্ত বনগাহনযোগ্য, দ্বিচক্র লঘুরথে আরোহণ করিয়া এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সারথি ভিন্ন তাঁহার সঙ্গে দ্বিতীয় অনুচর নাই, মৃগের অনুসরণে তিনি অপর সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। একটী যুবা মৃগ তাঁহার সম্মুখে বায়ুবেগে ছুটিয়াছে, রাজার রথও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। বনভূমি স্বভাবতঃ পথহীন এবং লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন, সুতরাং বহু আয়াস সত্ত্বেও সারথি মৃগটীকে রাজার বাণপথবর্ত্তী করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে ক্রোশের পর ক্রোশ অতীত হইল, অশ্বগণ ফেনে আবৃত হইয়া উঠিল, রাজারও ললাট হইতে ঘর্ম্মস্রুতি হইতে লাগিল, তথাপি রথ মৃগের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না। অবশেষে শিলাখণ্ড চূর্ণিত করিয়া, লতাগুল্ম নিষ্পেষিত করিয়া, এবং শুষ্ক গিরিস্রোতসমূহ অতিক্রম করিয়া রথ সমভূমিতে আসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। কিন্তু রাজার ও সারথির চক্ষু মৃগের উপর; অপর কিছু দেখিবার তাঁহাদিগের অবসর ছিল না। সারথি বলিল;—

মহারাজ! এতক্ষণ উচ্চ নীচ ভূমিতে ইচ্ছামত রথচালন

করিতে পারি নাই, এইবার সমভূমিতে আসিয়াছি, দেখিব, মৃগ এবার কিরূপে পলায়ন করে।”

রাজা বলিলেন, “দেখ, এই বধ করিলাম।”

সঙ্গে সঙ্গে রাজা ধনুকে বাণ যোজনা কবিলেন, কিন্তু বাণ নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বেই দুইজন তপস্বী বৃক্ষান্তবাল হইতে চীৎকাব করিয়া বলিলেন,

“মহাবাজ! এটী আশ্রমমৃগ, বধ কবিবেন না, বধ কবিবেন না।”

সাবথি শ্রবণমাত্র বাজাকে বলিলেন, “মহারাজ! দুইজন তপস্বী আপনার বাণপথবর্ত্তী মৃগটীকে বধ করিতে নিষেধ করিতেছেন।”

রাজা শ্রবণমাত্র বলিলেন, “তবে অবিলম্বে রথবেগ সম্বরণ কর।”

সারথি সেইরূপ কবিল। এই সময় সশিষ্য একটী তপস্বী বৃক্ষান্তরাল হইতে রাজার সম্মুখে আসিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন;—

“মহারাজ! এটী আশ্রমমৃগ, বধ কবিবেন না, বধ কবিবেন না। বিপন্নের রক্ষার জন্যই আপনার অস্ত্র, নিরপরাধের বিনাশের জন্য নয়।” রাজা প্রণাম করিয়া বলিলেন “এই অস্ত্র সম্বরণ করিলাম।”

তপস্বী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন; মহারাজ! আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা তাহারই উপযুক্ত কার্য্য হইল। আশীর্ব্বাদ করি; এইরূপ আত্মগুণোপেত রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ করুন।”

রাজা। আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিলাম।

তপস্বী বলিলেন, মহারাজ আমরা সমিধাহরণের জন্য গমন করিতেছি ; অদূরে কুলপতি কণ্বের আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। যদি অন্য কার্য্যের ব্যাঘাত না হয়, তবে একবার তথায় গমন করিয়া আমাদিগের আতিথ্য গ্রহণ করুন। তপোবন দর্শন করিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার ভুজবলে কেবল জনপদ-বাসিগণ নয়, তপোবনবাসিগণও নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছে।

রাজা। "কুলপতি এক্ষণে আশ্রমে আছেন কি" ?

তপস্বী। "না। তিনি স্বীয় দুহিতা শকুন্তলার উপর অতিথি সৎকারের ভার দিয়া, শকুন্তলার কোন দুর্দ্দৈব উপশমের জন্য সোমতীর্থে গমন করিয়াছেন।"

রাজা। "ভাল! আমি আশ্রমে গিয়া শকুন্তলাকেই দর্শন করিব। আমি যে আশ্রমের নিকটে আসিয়া মহর্ষির প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন না করিয়া চলিয়া যাই নাই, ইহা তিনি তীর্থ-প্রত্যাগত কুলপতিকে জানাইবেন।"

ঋষিদ্বয় তখন রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন। রাজা সারথিকে পুনর্ব্বার রথচালনা করিতে বলিলেন। রথ যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই অধিত্যকা ভূমি হইতে তৎ প্রদেশের পার্থক্য লক্ষিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক ক্রমেই সমতল ও কণ্টক-কঙ্কর-হীন বোধ হইল এবং অরণ্যজ বৃক্ষের সঙ্গে উদ্যানজ বৃক্ষসমূহও দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাজা দেখিলেন, কোন স্থানে নূতন কর্ত্তিত নীবার ধান্য সঞ্চিত রহিয়াছে ; কোথাও ধেনুবৎসগণ বিচরণ করিতেছে। কোথাও বৃক্ষতলে শুকমুখভ্রষ্ট ধান্যমঞ্জরী পতিত আছে। ঋষিগণ স্নানান্তে যে পথ দিয়া গমন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের বল্কলনিঃসৃত জলধারায় আর্দ্র হইয়াছে।

স্থানে স্থানে উপলখণ্ড সকল পতিত আছে, তাহা ইঙ্গুদীফল-নিঃসৃত তৈলে সিক্ত ও মসৃণ বোধ হইতেছে। মৃগগণ রথশব্দে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে না; বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে রথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। পবিত্র হোমধূম উদ্গত হইয়া চতুর্দ্দিক সৌরভময় করিয়াছে এবং দূর হইতে মধুর সামগান শব্দ এক একবার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। কেহ না বলিয়া দিলেও রাজা ও সারথি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা তপোবনে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন, স্বচ্ছতোয়া মালিনী কুলু কুলু শব্দে কর্ণে মধুবর্ষণ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার উভয়তটে তৃণপত্রে নির্ম্মিত ঋষিগণের কুটীর শোভা পাইতেছে। মালিনীর কূলে স্বভাবজাত সুন্দর উপবন; নব বসন্তসমাগমে তাহা অপূর্ব্ব শ্রীবিকাশ করিতেছে। বসন্তানিল, মালিনীশীকর-স্পর্শে শীতল হইয়া, বনমল্লিকার সৌরভ বহন পূর্ব্বক, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। তাহা স্পর্শমাত্র মৃগয়াক্লান্ত রাজার শরীর স্নিগ্ধ হইল; তিনি সারথিকে বলিলেন;

"ভদ্র! আমরা তপোবনে আসিয়াছি, এ বেশে তপোবন-প্রবেশ কর্ত্তব্য নয়। তুমি আমার অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া যাও, অশ্বগণ মৃগানুসরণে শ্রান্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে বিশ্রাম করাও। আমি তপোবন দর্শনে আত্মাকে পবিত্র করিয়া আসি।"

রাজা এই বলিয়া আপনার ধনুর্ব্বাণ ও মৃগয়াপরিচ্ছদ সারথিকে প্রদান করিলেন। সারথি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় লইল। তখন রাজা একাকী তপোবনে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্ফুরিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, শান্তিরসাস্পদ তপোবনে বিবাহসূচক নিমিত্তের কারণ কি? আবার তাঁহার মনে হইল, ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই উন্মুক্ত। তিনি

মালিনীতীর অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে ছিলেন; কিয়দ্দূর গমনের পর শুনিতে পাইলেন, কে যেন মধুর বামাকণ্ঠে বলিতেছে; "সখীগণ! এদিকে এদিকে" শুনিয়া কৌতূহলী রাজা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, তিনটী সমান বয়স্কা ঋষিকন্যা সেচনঘট কক্ষে লইয়া বৃক্ষে জল সেচন করিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিধান বৃক্ষের বল্কল, অঙ্গে অলঙ্কার নাই, কেশ-বেশবিন্যাসে কোনরূপ সৌষ্ঠব নাই, তথাপি তাঁহাদিগের রূপপ্রভায় তপোবন উজ্জ্বল হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রত্যেক অঙ্গ হইতে যেন লাবণ্য উথলিয়া উঠিতেছে। রাজা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; তাঁহার বোধ হইল রাজান্তঃপুরেও তেমন রূপ দুর্লভ; তিনি মনে করিলেন, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা সত্যই আজ বনলতার নিকট পরাজিত হইল।

রাজা যে অন্তরাল হইতে তাঁহাদিগকে দর্শন বা তাঁহাদিগের আলাপ শ্রবণ করিতেছিলেন, ঋষিকুমারীগণ তাহা জানিতেন না; সুতরাং তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে, বৃক্ষে জলসেচন এবং পরস্পরের মধ্যে কৌতুকালাপ করিতে লাগিলেন। ঋষিকুমারীগণ তিন জনেই অনুপম রূপবতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃ-কনিষ্ঠা সৌন্দর্য্যে অপর দুই জনকে পরাজিতা করিয়াছিলেন। নব-যৌবন সমাগমে তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরও প্রস্ফুট হইয়া-ছিল। তাঁহার নেত্রে, অধরোষ্ঠে, বাহুতে, বক্ষে, প্রত্যেক অঙ্গে, সৌন্দর্য্য বাসন্ত কুসুমের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রাজা মুগ্ধনেত্রে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ঋষিকুমারীদিগের কথোপ-কথন ও সম্বোধন হইতে রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, এই বয়ঃ-কনিষ্ঠাই কণ্ব-দুহিতা শকুন্তলা, অপরা দুই জন তাঁহার সঙ্গিনী; তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনের নাম অনসূয়া, অপরার নাম প্রিয়ম্বদা।

ঋষিকুমারীগণ যে ভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন, তাহাতে রাজার ধারণা হইল যে, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে জীবনাতিপাত তাঁহাদিগের লক্ষ্য নয়। জনপদবাসিনীদিগের ন্যায় তাঁহারাও গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের উপযোগী জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। স্বভাবতঃ সংযমী ও ধর্ম্মশীল হইলেও শকুন্তলাকে দর্শন মাত্র রাজার হৃদয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চার হইল। কিন্তু ক্ষত্রিয় হইয়া ঋষিকুমারীর প্রতি অভিলাষ সঙ্গত নয় বলিয়া তিনি চিত্তবেগ সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন। তথাপি কিজানি কেন তাঁহার মনে হইল যে, যখন সেই কুমারীকে দর্শন করিয়া তাঁহার স্বভাব-বিশুদ্ধ হৃদয় আকৃষ্ট হইতেছে, তখন তিনি নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়-পরিগ্রহের যোগ্যা।

ঋষিকুমারীগণ নিরুদ্বেগে কথোপকথন ও বৃক্ষে জল সেচন করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতে রাজার সঙ্কোচ বোধ হইল। তিনি কিরূপে তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইবেন, এই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় একটী ভ্রমর শকুন্তলা যে নববিকশিতা লতাটীতে জল সেচন করিতেছিলেন, তাহা হইতে উড়িয়া আসিয়া শকুন্তলার মুখে বসিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ভীতা শকুন্তলা কিছুতেই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। তিনি যে দিকে যান, ভ্রমরও সেই দিকে যায়, ঘুরিলে, ফিরিলে, বসিলে, দাঁড়াইলে ভ্রমর কিছুতেই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে না। শকুন্তলা অস্থির হইয়া পড়িলেন, কিন্তু অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে শকুন্তলা নিতান্ত অধীরা হইয়া বলিলেন ;—

"সখিগণ! আর আমি পারিতেছি না, তোমরা আমায় রক্ষা কর।"

অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের বলিতেছ

কেন ? তপোবনবাসীদিগের রক্ষার ভার স্বয়ং রাজার উপর ; কষ্ট হইয়া থাকে, রাজা দুষ্যন্তকে স্মরণ কর”।

দুষ্যন্ত ভাবিলেন, এই সুন্দর অবসর। তিনি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষান্তরাল হইতে ঋষিকুমারীদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, পুরুবাজ-বংশধরের রাজত্বকালে সরলা ঋষিকুমারীদিগের উপর দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করে, কাহার সাধ্য ?”

ঋষিকুমারীগণ চমকিতা হইলেন। দুষ্যন্তের সৌম্য গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শনে এবং অকস্মাৎ আবির্ভাবে তাঁহাদিগের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা তাঁহাকে কি বলিবেন, বুঝিতে পারিলেন না ; অবশেষে বয়োজ্যেষ্ঠা অনসূয়া অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “আর্য্য ! তেমন কিছু অত্যাহিত ঘটে নাই ; আমাদিগের এই সখী একটী ভ্রমরের দ্বারা উত্যক্তা হইয়াছিলেন মাত্র।”

অনন্তব পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর সকলেই বিশ্রামার্থ শিলা তলে উপবেশন করিলেন। কথোপকথনক্রমে রাজা অবগত হইলেন যে, শকুন্তলা ব্রাহ্মণ-কন্যা নহেন, ক্ষত্রিয়-দুহিতা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার জনক, অপ্সরা মেনকা তাঁহার জননী ; কুলপতি কণ্ব তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সাধারণের নিকট কণ্বদুহিতা নামে পরিচিতা। দুষ্যন্ত ঋষিকন্যাদিগের নিকট আপনাব প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন নাই ; তিনি আপনাকে একজন রাজপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আকার, ইঙ্গিত এবং কথোপকথন হইতে শকুন্তলা ও তাঁহার সখীদ্বয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনিই রাজাধিরাজ দুষ্যন্ত। শকুন্তলার অনুপম সৌন্দর্য্যে রাজা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ তাৎকালিক সমাজে দূষণীয় ছিল না ; তাহার উপর রাজা অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং শকুন্তলা ক্ষত্রিয়-সম্ভবা শুনিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ

করিতে তাঁহার প্রবল বাসনা জন্মিল। এদিকে রাজার স্নিগ্ধ-গম্ভীর, কমনীয় মূর্ত্তি দর্শনে শকুন্তলাও অবিচলিতা ছিলেন না। শকুন্তলা শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছিলেন, উপযুক্ত পাত্র পাইলে তাঁহাব বিবাহ দিতে কুলপতি কণ্বের আপত্তি নাই। রূপে, গুণে, কুলে, শীলে বাজা দুষ্মন্তের অপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র কে? সুতরাং সরল স্বভাবা শকুন্তলা রাজাকে দর্শন করিয়াই মনে মনে তাঁহাকে হৃদয় দান কবিলেন। বাক্যে হৃদগত ভাব ব্যক্ত না করিলেও তাঁহা-দিগের উভয়েব মনেব অবস্থা সখীগণের নিকট অপ্রকাশিত রহিল না। প্রেমের ভাষা নীরব হইলেও হৃদয়স্পর্শী; সুতবাং শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত উভয়ে উভয়েব মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন। বাজা নাগবিকতায় অভ্যস্ত, সুতবাং তাঁহার ব্যবহারে কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশিত হইল না, কিন্তু শকুন্তলা সরলা ঋষিবালিকা, আত্মগোপনে সমর্থা না হইয়া সখীগণেব উপহাসপাত্রা হইলেন। বাজা অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাব সহিত বিশ্রম্ভালাপ কবিতেছেন, এই সময় একটী বন্য মাতঙ্গ তপোবনে প্রবেশ কবিয়াছে শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং অনিচ্ছাস্বত্বে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

পরস্পবকে দর্শন করিয়া দুষ্মন্তের ও শকুন্তলার হৃদয়ে যে অনুরাগাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, আগ্নেয় গিরিস্থিত পাবকের ন্যায় তাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উভয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল। রাজা তপোবনে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া ঋষিগণ যজ্ঞরক্ষার্থ তাঁহাকে কিয়ৎকাল তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শকুন্তলাদর্শনেব সুবিধা হইবে ভাবিয়া রাজাও আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা উভয়েই মধ্যে মধ্যে পরস্পরকে দর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। উভয়েরই চিত্ত পরস্পরের প্রতি উত্তরোত্তর

আকৃষ্ট হইতে লাগিল। শকুন্তলা সুপাত্রে ন্যস্তা হউন, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার একান্ত বাসনা ছিল। সুতরাং রাজার ও শকুন্তলার মনোগত ভাব দর্শনে তাঁহারা তাঁহাদিগের মিলন প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিলেন। মহর্ষি কণ্ব তৎকালে আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না, কবে প্রত্যাগত হইবেন তাহারও স্থিরতা ছিল না। সুতরাং রাজা তাঁহার অসাক্ষাতে শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। গুরুজনের অনুমতি নিরপেক্ষ, প্রাপ্তবয়স্ক পরস্পর অনুরক্ত, অনুরক্তা পাত্রপাত্রীর বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। ইহা সর্ব্বজন-সম্মত না হইলেও তাৎকালিক ক্ষত্রিয়সমাজে প্রচলিত ছিল। সুতরাং রাজা অথবা শকুন্তলা কেহই এরূপ বিবাহে সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। শকুন্তলা সর্ব্বাংশে আপনার উপযুক্ত পাত্রে আত্ম-দান করিতেছেন ভাবিরা অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা এই বিবাহে অনুকূলতা করিলেন। তাঁহাদিগের সহায়তায় দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা পরস্পরকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কয়েক দিন তপোবনে অবস্থানের পর দুষ্যন্ত স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। কণ্বের অজ্ঞাতে ও অসাক্ষাতে শকুন্তলাকে তপো-বন হইতে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নয় ভাবিয়াই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক, দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে তপোবনে রাখিয়া যাইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যাইবেন, এইরূপ প্রতি-শ্রুত হইয়া গেলেন। স্বামীর অদর্শনে পতিগতপ্রাণা শকুন্তলার অপর চিন্তা রহিল না। আশ্রমিক সকল কর্ত্তব্য বিস্মৃতা হইয়া তিনি দিবা-রাত্রি কেবল দুষ্যন্ত-চিন্তাতেই সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। কণ্ব তাঁহার উপর অতিথিসৎকারের ভার দিয়া গিয়াছিলেন, আত্মবিস্মৃতা শকুন্তলার তাহাতে ক্রটী ঘটিল। এক দিন মহর্ষি দুর্ব্বাসা আতিথ্য-গ্রহণের জন্য আশ্রমে উপনীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "কে

আছ? আমি অতিথি।” শকুন্তলা দুষ্মন্ত চিন্তায় এরূপ নিমগ্না ছিলেন যে, মহর্ষির গম্ভীর কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। মহর্ষি ক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন, “অতিথিপরিভাবিনি! তুই যাহার চিন্তায় মগ্না হইয়া আমাকে অপমান করিলি, প্রমত্ত ব্যক্তি যেমন পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ করে না, সেও তেমনি স্মরণ করাইয়া দিলেও তোকে স্মরণ করিবে না।” শকুন্তলার বাহ্যজ্ঞান ছিল না, সুতরাং মহর্ষির নিদারুণ অভিশাপ তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। কিন্তু অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা, দূর হইতে শুনিতে পাইয়া, আসিয়া মহর্ষির পদতলে পতিতা হইলেন এবং শকুন্তলাকে ক্ষমা করিবার জন্য কাতরবাক্যে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সুলভকোপ মহর্ষি কিছুতেই ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে বহু অনুনয় বিনয়ের পর তিনি বলিলেন যে, “কোন অভিজ্ঞান না দেখা পর্য্যন্ত শকুন্তলার কথা রাজার স্মরণ থাকিবে না, অভিজ্ঞান দেখিলেই স্মরণ হইবে।” শুনিয়া সখীদ্বয় আশ্বস্তা হইলেন। রাজা বিদায়-গ্রহণকালে শকুন্তলাকে একটী স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দিয়া গিয়াছিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা ভাবিলেন, রাজা নিতান্তই চিনিতে না পারেন, তবে শকুন্তলা সেই অঙ্গুরীয়ক দেখাইবেন, তাহা হইলেই রাজার সমস্ত স্মরণ হইবে; সুতরাং উদ্বেগের কারণ নাই। শকুন্তলা একেই পতিবিরহে কাতরা তাহার উপর এই বৃত্তান্ত শুনিলে নিতান্ত মর্ম্মপীড়িতা হইবেন ভাবিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলেন না।

কিয়ৎকাল পরে মহর্ষি কণ্ব তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার বিবাহ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিলেও শকুন্তলা যে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া তিনি এই সংবাদে

সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। শকুন্তলাকে রাজসহযোগে সসত্ত্বা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। স্থির হইল যে, মহর্ষির ভগ্নী গৌতমী এবং তাঁহার শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামক শিষ্যদ্বয় শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনাপুরে রাখিয়া আসিবেন। তাঁহাদিগের যাত্রার উপযোগী দিন নির্দ্দিষ্ট হইল।

যে শকুন্তলা এতদিন তপোবনের প্রাণস্বরূপ হইয়াছিলেন, যিনি সৌন্দর্য্যে এবং মাধুর্য্যে এতদিন তপোবনকে অলঙ্কৃত ও অমৃতসিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি চিরদিনের জন্য তপোবনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, সে দৃশ্য কি করুণ, কি মর্ম্মভেদী! তপোবনের স্থাবর, জঙ্গম সকলেই শকুন্তলার বিদায় গ্রহণে শোকে অভিভূত হইল। মহর্ষি স্বভাবতঃ ধীর ও গম্ভীর এবং শোক-বেদনার অনধিগত ছিলেন, কিন্তু শকুন্তলার ভাবী বিরহে তিনিও অধীর হইলেন। অতি প্রত্যূষে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া তিনি শকুন্তলাকে বিদায় দিবার জন্য প্রস্তুত রহিলেন। শকুন্তলার বিরহে তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ এবং কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া আসিল। তিনি ভাবিলেন আমি চিরদিন অরণ্যচারী, কন্যাকে বিদায় দিবার সময় আমার হৃদয় যদি এতই ব্যাকুল হয়; তবে গৃহীব্যক্তিদিগের হৃদয় না জানি আরও কত কাতর হইয়া থাকে। শকুন্তলাকে বিদায় দিবার জন্য আশ্রমস্থ ঋষিপত্নীগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। একে একে আশীর্ব্বাদ করিয়া কেহ বলিলেন, "বৎসে! স্বামীর বহুমানসূচক মহাদেবী-সংজ্ঞা লাভ কর।" কেহ বলিলেন, "বৎসে! বীর-প্রসবিনী হও।" কেহ বলিলেন, "স্বামীর আদরিণী হও।" মহর্ষির তপঃপ্রভাবে আশ্রমস্থ তরুলতাগণ শকুন্তলার ব্যবহারের উপযোগী বস্ত্রালঙ্কার প্রসব করিয়াছিল। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা

তাহা লইয়া শকুন্তলাকে সজ্জিতা করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের মনের ভাব বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। ছায়ার ন্যায় তাঁহারা এতদিন শকুন্তলার সঙ্গিনী ও সহচারিণী ছিলেন, শকুন্তলার সুখে তাঁহাদিগের সুখ, দুঃখে তাঁহাদিগের দুঃখ ছিল, সেই শকুন্তলা চির বিদায় লইতেছেন, তাঁহাদিগেব দেহ যেন প্রাণহীন হইল। . ক্রমে গমনের আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে শকুন্তলা মহর্ষির চরণে প্রণাম করিলেন। মহর্ষি বলিলেন, "বৎসে; শর্ম্মিষ্ঠা যেমন যযাতির প্রিয়তমা হইয়াছিলেন, তুমিও তেমনই স্বামীব প্রিয়তমা হও এবং পুরুব ন্যায় সম্রাট পুত্র প্রসব কর।"

শুনিয়া গৌতমী বলিলেন "ভগবন! শকুন্তলার পক্ষে ইহা কেবল আশীর্ব্বাদ নয়, ইহা বর।" অনন্তর মহর্ষি তপোবনপাদপদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে আশ্রমতরুগণ! তোমবা জলপান না করিলে যে শকুন্তলা কখনও জলপান করিত না, স্বভাবতঃ অলঙ্কার প্রিয়া হইলেও পাছে তোমাদিগের ক্লেশ হয় এই ভয়ে যে কখনও, তোমাদিগের নবীন পল্লব ছিন্ন করিত না, তোমাদিগের প্রথম কুসুমোদ্গমের সময় যাহার আনন্দোৎসব হইত, সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে গমন করিতেছে, তোমরা অনুজ্ঞা দান কর।"

গৌতমী বলিলেন, "বৎসে! আত্মীয়জনের ন্যায় স্নেহে বন-দেবতাগণ তোমার গমনে অনুমোদন করিতেছেন। তুমি তাঁহা-দিগকে প্রণাম কর।"

শকুন্তলা প্রণাম করিয়া প্রিয়ম্বদাকে বলিলেন "সখি! আর্য্য-পুত্রকে দেখিবার জন্য আমার মন ব্যাকুলিত হইলেও তপোবন ছাড়িয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না।"

প্রিয়ম্বদা বলিলেন, "সখি! তপোবন ছাড়িয়া যাইতে যে

তোমারই কেবল ক্লেশ হইতেছে, তাহা নয়, একবার তপোবনেরও অবস্থা দেখ। অই দেখ! হরিণদিগের মুখ হইতে মুখের গ্রাস খসিয়া পড়িতেছে; ময়ূরেরা নৃত্য ত্যাগ করিয়াছে, লতাগুলি পুরাতন পত্র-ত্যাগের ছলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। তোমার বিরহে সকলেই আজ কাতর।”

শকুন্তলা একটী লতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন; “পিতঃ! আমি একবার আমার লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নার নিকট বিদায় গ্রহণ করি।”

কণ্ব। কর, বৎসে! কর; তোমার যে বনজ্যোৎস্নার প্রতি সোদরাস্নেহ আছে, তাহা আমি জানি।

শকুন্তলা লতাটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বনজ্যোৎস্নে! তুমি সহকারের সহিত সুখালিঙ্গনে রহিয়াছ; তবুও একবার তোমার শাখাবাহু দ্বারা আমায় আলিঙ্গন কর। আমি তোমার নিকট হইতে চির দিনের জন্য দূরবর্ত্তিনী হইতেছি।”

কণ্ব। “বৎসে! তোমাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিব বলিয়া আমি পূর্ব্ব হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম; ভাগ্যক্রমে আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। নবমালিকা যেমন সহকারে তুমিও তেমনি আত্মগুণানুরূপ পাত্রে মিলিত হইয়াছ। তোমাদিগের উভয়েরই সম্বন্ধে আমি এখন নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছি।

শকুন্তলা অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “সখী-দ্বয়! বনজ্যোৎস্নাকে তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি।”

তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে অর্পণ করিয়া যাইতেছ?”

মহর্ষি বলিলেন, “অনসূয়ে! প্রিয়ম্বদে! রোদন করিও না, তোমরাই দুইজনে বরং শকুন্তলাকে সান্ত্বনা কর।”

একটী আসন্নপ্রসবা মৃগী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য

করিয়া শকুন্তলা মহর্ষিকে বলিলেন, "পিতঃ! এই গর্ভভারমন্থরা মৃগবধূ যখন নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইবে, তখন সেই সুসংবাদ আমাব নিকট পাঠাইবেন।"

কণ্ব। "বৎসে! আমি বিস্মৃত হইব না।"

এই সময় কে যেন পশ্চাৎ হইতে শকুন্তলার বস্ত্র আকর্ষণ করিল; তিনি বলিলেন, "কে আমার বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে?"

কণ্ব বলিলেন, "বৎসে! তুমি শ্যামাকমুষ্টি প্রদান করিয়া যাহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলে, যাহার মুখ কুশসূচীতে বিদ্ধ হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল লেপন করিতে, তোমার পুত্রস্থানীয় সেই মৃগশিশু তোমার বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে।

শকুন্তলা মৃগশিশুটীকে দেখিয়া বলিলেন, "বাছা! তোকে মাতৃহীন দেখিয়া আমি তোকে পালন করিয়াছিলাম. এখন পিতাই তোর কথা ভাবিবেন।"

কণ্ব বলিলেন, "বৎসে! জলে তোমার চক্ষু ভরিয়া আসিতেছে, রোদন সম্বরণ কবিয়া সাবধানে চল, নচেৎ এই উচ্চনীচ ভূমিতে তোমাব পদস্খলন হইবে।"

মানুষ সাধারণতঃ মানুষকেই ভালবাসে, কিন্তু লতাকে ভগিনীরূপে, মৃগশিশুকে পুত্ররূপে ভালবাসিতে পারেন কয়জন? বনের হরিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইল কি না সে কথা জানিবার জন্য কয়জনের চিত্ত উদ্বিগ্ন থাকে? আপনাকে প্রকৃতির সঙ্গে এরূপ ওতপ্রোত ভাবে মিলিত করিবার শক্তি কয়জনের আছে? শকুন্তলার এই শক্তি ছিল বলিয়াই বুঝি তিনি, বনবাসিনী হইয়াও, রাজাধিরাজের হৃদয়েশ্বরী হইয়াছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শকুন্তলার গমনে বিলম্ব হইতেছিল; দেখিয়া মহর্ষির শিষ্য শার্ঙ্গরব বলিলেন, "ভগবন্! আর অধিক দূর

গমনের প্রয়োজন নাই; এই সরোবরের তীর হইতে, আপনার যাহা বক্তব্য আছে বলিয়া, আপনি আশ্রমে প্রতিগমন করুন।”

কণ্ব বলিলেন, “বৎস! তুমি দুষ্মন্তকে বলিবে, “শকুন্তলা কাহারও অপেক্ষা না করিয়াই তোমাকে আত্মদান করিয়াছে; তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিবে। সংযমে অভ্যস্থ হইলেও তাহার প্রতি ঔদাসীন্যে আমাদিগের হৃদয় ব্যথিত হইবে, ইহা স্মরণ রাখিও। শকুন্তলার সম্বন্ধে তোমার নিকট আমাদিগের এইমাত্র প্রার্থনা। তাহার পর ভাগ্যে যাহা থাকে হইবে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই।”

কণ্ব শার্ঙ্গরবকে এই বলিয়া শকুন্তলাকে বলিলেন, “বৎসে! তোমাকেও কয়েকটী কথা বলিতেছি, তাহা স্মরণ রাখিও। তুমি শ্বশুরগৃহে গমন করিতেছ, সেখানে গুরুজনদিগের সেবা করিবে, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করিবে, স্বামী অপ্রিয় ব্যবহার করিলেও কখনও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিবে না। আশ্রিতজনের প্রতি দয়া করিবে, সৌভাগ্যে গর্ব্বিতা হইবে না। যে সকল নারী এইরূপ আচরণ করেন, তাঁহারাই গৌরবজনক গৃহিণীপদের যোগ্যা হন, আর যাঁহারা বিপরীতাচরণ করেন, তাঁহারা বংশের ব্যাধিস্বরূপ হইয়া থাকেন।”

কণ্ব এই বলিয়া শকুন্তলাকে বলিলেন, “বৎসে! আমরা আর অধিক দূর যাইব না, তুমি আমাকে এবং তোমার সখীদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া এইস্থান হইতে বিদায় দাও।”

শকুন্তলা অশ্রুমোচন করিতে করিতে পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,

পিতঃ! অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা কি এখান হইতেই ফিরিয়া যাইবে?

কণ্ব বলিলেন, "হাঁ বৎসে! ইহারাও উভয়ে বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, সুতরাং তোমার সহিত ইহাদিগের রাজসভায় গমন কর্ত্তব্য নয়। গৌতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন।

শকুন্তলা বলিলেন, "সখি অনসূয়ে! সখি প্রিয়ম্বদে! তোমরা উভয়ে এক সঙ্গে আমায় আলিঙ্গন কর।"

তাঁহারা উভয়ে অশ্রুমোচন করিতে করিতে সেইরূপ করিলেন এবং অন্য কেহ শুনিতে না পায় এরূপ অনুচ্চ স্বরে শকুন্তলাকে বলিলেন, "সখি! যদি কোন কারণে রাজা তোমায় চিনিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও।

শকুন্তলা বলিলেন, "সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন? শুনিয়া যে ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইতেছে।"

তাঁহারা বলিলেন, "ভয় নাই, স্নেহের স্বভাবই এইরূপ, কি জানি কি বিপদ ঘটে, সর্ব্বদাই এই আশঙ্কা করে।"

শকুন্তলা কণ্বকে বলিলেন, "তাত! কবে আবার এই তপোবনে আসিব?"

কণ্ব বলিলেন "বৎসে! উপযুক্ত পুত্রের হস্তে রাজ্য ও কুটুম্ববর্গের ভার অর্পণ করিয়া পূর্ণবয়সে স্বামীর সহিত যখন বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, তখন আবার এই আশ্রমে আসিবে।"

ক্রমে বেলা প্রহরাধিক হইল। তখন শকুন্তলা একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে আর্য্যা গৌতমীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ হস্তিনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মহর্ষিও অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। গচ্ছিত অর্থ অধিকারীকে সমর্পণ করিলে লোক যেমন শান্ত বোধ করে, শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া মহর্ষিও তেমনই শান্তিবোধ করিলেন।

শকুন্তলা দুষ্মন্ত সন্দর্শনে চলিয়া ছিলেন, কিন্তু দুষ্মন্তের কি তাঁহার কথা স্মরণ আছে? দুষ্মন্ত যখন তপোবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন শকুন্তলা-চিন্তা তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিয়া ছিল। কিন্তু পর্ব্বতশৃঙ্গ পতিত হইয়া যেমন গিরিস্রোতের গতি অবরোধ করে, দুর্ব্বাসার শাপও তেমনই বিশাল পাষাণের আকার ধারণ কবিয়া শকুন্তলার সম্বন্ধে তাঁহার অনুরাগস্রোত রুদ্ধ করিল। দুষ্মন্ত শকুন্তলা সম্বন্ধীয় সকল কথাই বিস্মৃত হইলেন। শকুন্তলার প্রতি পূর্ব্বানুরাগ স্মরণ করা দূরে থাকুক, তাঁহার স্মৃতিপট হইতে শকুন্তলার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদিন তিনি রাজকার্য্যান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন কে গাইতেছে;

"কেন ভুলিলে তাহায়?
সহকার-মঞ্জরীরে অহে শঠরায়।
পাইয়ে কমলকলি রহিলে তাহারে ভুলি,
এই কিহে, শঠ অলি! উচিত তোমায়?
যখন আছিল তার নূতন মধুভাণ্ডার
তখন যতন কত করিতে হে তায়।"*

রাজ্ঞী হংসপদিকা আপন মনে এই সঙ্গীতটী গাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা শুনিয়া রাজা একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত ও উন্মনা হইলেন। তাঁহার বোধ হইল, কি যেন তাঁহার ছিল, এখন নাই; কি যেন অতি দুর্লভ সামগ্রী তিনি হারাইয়াছেন। তিনি ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু এক বিষাদ-স্মৃতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। রাজা আপন

---

* এই সঙ্গীতটী আমার নিজের রচনা নয়। বহু দিন পূর্ব্বে শকুন্তলার কোন বঙ্গানুবাদে ইহা পাঠ করিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হয়। উপযুক্ত ভাবব্যঞ্জক বোধ হওয়ায় অজ্ঞাতনামা কবিকে ধন্যবাদ দিয়া আমি ইহা সন্নিবেশ করিতেছি।

মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় কঞ্চুকী আসিয়া সংবাদ দিল যে, হিমাচলস্থিত কাশ্যপাশ্রম হইতে কয়েকজন ঋষি ও ঋষিরমণী তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আগমন করিয়াছেন। কাশ্যপের নাম শ্রবণ মাত্র রাজা, ব্যগ্র হইয়া, তাঁহাদিগকে অভ্যন্তরে আনয়নের জন্য আদেশ দিলেন এবং তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য, পুরোহিতকে সংবাদ পাঠাইয়া, স্বয়ং অগ্নিশরণ গৃহে গমন করিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কাশ্যপাশ্রম হইতে আগত এই ঋষি ও ঋষিরমণীগণ অপর কেহ নহেন, মহর্ষি কণ্বের শিষ্য শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, গৌতমী এবং শকুন্তলা। নানা দিগ্দেশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শকুন্তলা তাঁহার বহু তপস্যার ধন প্রিয়তমকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন; না জানি তাঁহার মনে ভাবী সুখের কতই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! বিধাতার ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে? শকুন্তলা যাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাহাই ঘটিল।

শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত পূর্ব্বে কখনও নগরে আগমন করে নাই; সুতরাং তাঁহারা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। চতুর্দ্দিকে জনতা এবং কোলাহল; চতুর্দ্দিকে ঐশ্বর্য্যের এবং বিলাসের উপকরণ। শান্তিরসাস্পদ তপোবন হইতে এই জনসংঘর্ষপূর্ণ রাজপ্রাসাদে আসিয়া তাঁহাদিগের বোধ হইল, যেন তাঁহারা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইলেন। রাজা সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া মহাসমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারাও তাঁহার অকপট ভক্তি দর্শনে পরম প্রীত হইলেন। শকুন্তলা সকলের পশ্চাতে লজ্জানম্রমুখে দণ্ডায়মানা ছিলেন, অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য রাজার নয়ন আকর্ষণ করিল। কিন্তু অনূঢ়া শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার

হৃদয়ে পূর্ব্বে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, এক্ষণে বিবাহিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া তাহার লেশমাত্রও তথায় স্থান পাইল না। ঋষিগণের সেরূপ ভাবে তাঁহার নিকট আগমনের কারণ কি তিনি কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরস্পর অভ্যর্থনা ও কুশল-প্রশ্নের পর রাজা তাঁহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শাঙ্গ´রব বলিলেন;

"মহারাজ! ভগবান কুলপতি কণ্ব আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন; "আপনি যেমন গুণবান্ এই শকুন্তলাও তেমনই গুণবতী; সহকারের সহিত মাধবীর মিলনের ন্যায় আপনাদিগের সম্মিলন স্পৃহনীয়। এই জন্যই, পূর্ব্বে অনুমতি গ্রহণ না করিলেও, মহর্ষি আপনাদিগের বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন। শকুন্তলা আপনার সহযোগে আপন্নসত্ত্বা হইয়াছেন, এক্ষণে ইঁহাকে গ্রহণ করিয়া উভয়ে এক সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করুন।"

দুর্ব্বাসার শাপে শকুন্তলা সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ই রাজার স্মরণ ছিল না,; তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি বলিলেন? আমি এই ঋষিতনয়াকে বিবাহ করিয়াছি?"

যে কার্য্য সমাজে অপ্রচলিত, তাহা ধর্ম্মবিগর্হিত না হইলেও যিনি তাহা করেন, তাঁহাকে পদে পদে সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। সুতরাং গান্ধর্ব্ব বিবাহে বিবাহিতা হইলেও শকুন্তলা সশঙ্ক চিত্তে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। শাঙ্গ´রবের কথায় দুষ্যন্ত না জানি কি উত্তর দেন, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইতেছিল। এক্ষণে রাজার উত্তর শুনিয়া তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি এতদিন যে সুখস্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছিলেন, অকস্মাৎ তাহা ভগ্ন হইল। তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল; মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সরলস্বভাবা

গৌতমী মনে করিলেন, রাজা, বোধ হয়, শকুন্তলার মুখ দেখিতে পান নাই বলিযাই তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি শকুন্তলাকে বলিলেন, "বাছা! লজ্জা করিও না, এস, তোমাব মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিই, তাহা হইলেই রাজা তোমাকে চিনিতে পারিবেন।" এই বলিয়া গৌতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করিলেন। মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সেই প্রশান্ত পবিত্র মুখের জ্যোতিতে গৃহ উজ্জ্বল হইল। সৌন্দর্য্যে প্রীত, সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হন কে? শকুন্তলাব মুখ দেখিয়া রাজা মনে করিলেন, পৃথিবীতে এ মুখের তুলনা নাই; রক্ত মাংসেব দেহে দূরে থাকুক, চিত্রেও এমন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য যাচকরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি অদ্বিতীয় প্রভাবশালী সম্রাট, তিনি তাহা উপভোগের জন্য গ্রহণ করিলে কে তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদে সাহসী হইত? কিন্তু রাজা ধর্ম্মভীরু, তিনি বলিলেন, "আমি ইহাঁকে দেখিয়াছি বলিয়াই আমার স্মরণ হয় না, বিবাহ করাত দূরের কথা।"

মর্ম্মাহতা গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত তখন রাজাকে নানা প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদিগের সন্দেহ হইয়াছিল যে, রাজা শকুন্তলার রূপে মোহিত হইয়া গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে লোকলজ্জায় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। সুতরাং তাঁহারা রাজার প্রতি দুই একটী দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে পরাঙ্মুখ হইলেন না। রাজা আপনাকে নিরপরাধ বলিয়া জানিতেন, সুতরাং ঋষিজনের প্রতি স্বাভাবিকী ভক্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁহাদিগের কথার প্রত্যুত্তর দিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। যখন কিছুতেই তাঁহারা রাজাকে বুঝাইতে পারিলেন না, তখন শারদ্বত বিরক্ত হইয়া শকুন্তলাকে বলিলেন;—"শকুন্তলে! আমা-

দিগের যাহা বক্তব্য ছিল বলিয়াছি, এক্ষণে তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, বল।”

শকুন্তলা কি বলিবেন? কোমলহৃদয়া, সংসারানভিজ্ঞা বালিকা এতদিন বনের তরুলতা এবং পশুপক্ষীদিগকে ভালবাসিয়া এবং তাহাদিগের ভালবাসা পাইয়া শান্তিতে জীবনযাপন করিয়াছিলেন। ভালবাসার মধ্যেও যে এত অবিশ্বাস, এত সন্দেহ থাকিতে পারে, ভালবাসিয়া যে প্রত্যাখ্যাতা হইতে হয়, শকুন্তলা তাহা জানিতেন না; শকুন্তলা কি বলিবেন? কিন্তু স্বভাবতঃ লজ্জা-শীলা হইলেও এখন শকুন্তলার পক্ষে লজ্জা করিবার সময় ছিল না। নারীর সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব; শকুন্তলার সেই সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উঠিয়াছিল; সুতরাং নিজের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য শকুন্তলাকে তখন লজ্জা ত্যাগ করিয়া রাজাকে দুই চারিটী কথা বলিতে হইল। শকুন্তলা প্রথমে দুষ্যন্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “আর্য্যপুত্র!” কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, যখন বিবাহেই সন্দেহ, তখন আর এ সম্বোধন কেন? তিনি বলিলেন “পৌরব! তপোবনে তাদৃশ অনুরাগ-প্রদর্শনের এবং ধর্ম্মসাক্ষী পূর্ব্বক বিবাহের পর এক্ষণে এরূপভাবে প্রত্যাখ্যান কি কর্ত্তব্য?

রাজা বলিলেন, “ঋষিতনয়ে! বর্ষাকালের নদী তটদেশ ভগ্ন করিয়া আপনিও কলুষিত হয় এবং তটতরুকেও পাতিত করে। তুমিও দেখিতেছি, নিজে কলুষিত হইয়াছ, এক্ষণে আমাকেও কি পাতিত করিতে চাও?” কি কঠোর, কি হৃদয়ভেদী বাক্য! শকুন্তলার মর্ম্ম-স্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল; তথাপি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তিনি বলিলেন, “রাজন! যদি আপনার প্রকৃতই বিবাহে সন্দেহ থাকে, তবে আমি আপনাকে অভিজ্ঞান দেখাইতেছি, তাহা হইলেত আপনার বিশ্বাস হইবে?”

রাজা বলিলেন, "উত্তম, কি অভিজ্ঞান আছে দেখাও!

শকুন্তলা ব্যগ্র চিত্তে আপনার বস্ত্রাঞ্চল খুঁজিয়া দেখিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার কথা শ্রবণের পর তিনি রাজদত্ত অঙ্গুরীয়ক অতি যত্নে অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সে অঙ্গুরীয়ক কোথায়? তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে গৌতমীর মুখের দিকে চাহিলেন। গৌতমী বলিলেন! • "বৎসে! পথে আসিবার সময় শচীতীর্থে স্নান করিয়াছিলে, হয়ত সেই সময় জলে পড়িয়া গিয়াছে।"

গৌতমীর সন্দেহ যে সম্ভবপর শকুন্তলা এবং তাঁহাব অনুযাত্রী ঋষিকুমারদ্বয় তাহা বুঝিলেন। কিন্তু বাজনীতির কুটিলতায় পবিচিত দুষ্যন্ত তাহা বুঝিলেন না; তিনি ভাবিলেন, ইহা কেবল কপটতা মাত্র। তিনি উপহাস করিয়া বলিলেন "স্ত্রীজাতি যে স্বভাবতঃ প্রত্যুৎপন্নমতি, ইহা তাহাব একটী উৎকৃষ্ট উদাহবণ বটে।"

মর্ম্মাহতা শকুন্তলা বলিলেন, "মহারাজ! আমি গ্রহ-বৈগুণ্যে অভিজ্ঞান দেখাইতে পারিলাম না, কিন্তু এমন কথা বলিতেছি যে, শুনিলেই আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মবণ হইবে।"

রাজা বলিলেন, "কি বলিবে বল! শুনিতে প্রস্তুত আছি!"

শকুন্তলা বলিলেন, "স্মরণ করুন, এক দিন আপনি ও আমি নবমালিকামণ্ডপে বসিয়াছিলাম। আপনার হস্তে একটী পদ্মপত্রের ঠোঙ্গায় জল ছিল, আমার পালিত একটী মৃগশাবক আমাকে দেখিয়া সেখানে আসিলে আপনি তাহাকে জলপানের জন্য ইঙ্গিত করিলেন, কিন্তু আপনি অপরিচিত বলিয়া সে নিকটে আসিল না; আমি জলের ঠোঙ্গা লইয়া ডাকিবামাত্র আসিল। তখন আপনি ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন যে, যে যাহার নিজের জাতিকে বিশ্বাস করে; তোমরা দুই জনেই বুনো, তাই তোমাদের পরস্পরের প্রতি এত বিশ্বাস।"

রাজা। "এইরূপ আপাতঃমধুর বাক্যেই নারীগণ পুরুষের মন মোহিত করে।"

গৌতমী বলিলেন, মহারাজ! এমন কথা বলিবেন না; আজন্ম তপোবনে প্রতিপালিতার পক্ষে কি কপটাচরণ-শিক্ষা সম্ভবপর?

রাজা। তাপসবৃদ্ধে! জনপদেই হউক, আর তপোবনেই হউক, কপটাচরণ স্ত্রীজাতির প্রকৃতিসিদ্ধ; কাহারও শিখাইবার প্রয়োজন হয় না। কোকিলাকে অপর পক্ষীর নীড়ে শাবক প্রতি-পালন করাইতে কে শিখায়?

শকুন্তলা এতক্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। একেই বিনাপরাধে প্রত্যাখ্যান, তাহার উপর এই মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গ তাঁহার অসহ্য হইল! সতীর আত্মমর্য্যাদার নিকট ভয়, ভক্তি, সঙ্কোচ পরাজিত হইল। শকুন্তলা রোষভরে দুষ্যন্তকে বলিলেন;

"অনার্য্য! নিজের হৃদয় অনুসারে সকলকে বিচার করিতে চাও?"

শকুন্তলা আর অধিক বলিতে পারিলেন না, ক্ষোভে ও রোষে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। রাজা তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে করিলেন, "ইহাঁর ক্রোধ ত কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু আমার নিজের মনকেই বা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিব? আমার ত কিছুই স্মরণ হইতেছে না।"

আর বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া শারদ্বত বলিলেন, মহারাজ! ইনি আপনার ভার্য্যা; ভার্য্যার উপর ভর্ত্তার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব! ত্যাগ করুন বা নিকটে রাখুন, আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। আমরা বিদায় লইলাম।

এই বলিয়া তাঁহারা প্রস্থানোদ্যত হইলেন, দেখিয়া শকুন্তলাও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

গৌতমী দেখিয়া বলিলেন, "বৎস শার্ঙ্গরব! অই দেখ শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদিগের সঙ্গে আসিতেছে। বাছারই বা দোষ কি? স্বামী এই ব্যবহার করিল, বাছা কোথায় থাকিবে?"

শার্ঙ্গরব দেখিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, দুঃশীলে! স্বেচ্ছাচারিণী হইতে চাহিতেছ!

শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাজা বলিলেন, ঋষিকুমারগণ! আপনারা ইহাঁকে বৃথা প্রলুব্ধ করিতেছেন কেন? আমি যখন ইহাঁকে বিবাহ করি নাই, তখন ইহাঁর পক্ষে আমার গৃহে থাকা উপযুক্ত নয়।"

রাজপুরোহিত তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ! আমি একটী পরামর্শ দিই। ঋষিতনয়া আপন্নসত্ত্বা দেখিতেছি; দৈবজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, আপনার প্রথম পুত্র চক্রবর্ত্তি-লক্ষণোপেত হইবে। যদি ইহাঁর গর্ভজাত সন্তান তাদৃশ লক্ষণযুক্ত হয়, তবে ইনি যে আপনার বিবাহিতা পত্নী সে বিষয়ে সংশয় থাকিবে না। আর যদি তাহা না হয়, তবে ইনি সর্ব্বথা মহারাজের পরিত্যজ্যা হইবেন। প্রসবকাল পর্য্যন্ত ইনি আমার গৃহে থাকিতে পারেন।

রাজা বলিলেন, "এ উত্তম পরামর্শ! আমার ইহাতে আপত্তি নাই।"

তখন রাজপুরোহিত শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন; এবং শার্ঙ্গরব, শারদ্বতও গৌতমীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া, তপোবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই রাজ-পুরোহিত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনও দেখি নাই।"

রাজা বলিলেন, "কি হইয়াছে? ব্যাপার কি?"

পুরোহিত বলিলেন, "মহারাজ! আমি শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া স্বগৃহে যাইতেছিলাম। ঋষিতনয়া আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। অপ্সরাতীর্থের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় অকস্মাৎ এক জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া আকাশপথে প্রস্থান করিল। মহারাজ! আমার এত বয়স হইয়াছে, এমন ঘটনা কখনও দেখি নাই।"

শকুন্তলা সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই রাজার নিকট অতি বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "যাহা হইবার তাহাত হইয়াছে, এখন আর সে কথা আলোচনার প্রয়োজন নাই। আপনি স্বগৃহে গমন করুন।" এই বলিয়া তিনি পুরোহিতকে বিদায় দিলেন এবং মানসিক অবসাদ দূর করিবার জন্য বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিলেন।

দিনের পর দিন গত হইতে লাগিল; রাজা রাজকার্য্য-সম্পাদনে শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যান বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিলেন। একদিন নগরপাল একটী অঙ্গুরীয়ক আনিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিল "মহারাজ! কোন ধীবর এক মণিকারের নিকট এই অঙ্গুরীয়কটী বিক্রয়ার্থ আনিয়াছিল। সে বলে, শচীতীর্থে ধৃত একটী রোহিত মৎস্যের উদরে সে ইহা পাইয়াছে। কিন্তু ইহাতে মহারাজের নামাঙ্কন আছে দেখিয়া রক্ষিগণ চোরিত সামগ্রী বোধে তাহাকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। এক্ষণে মহারাজের যেরূপ আদেশ?"

তাড়িত-প্রবাহের স্পর্শে মনুষ্যের শরীর যেরূপ মুহূর্ত্তের মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠে, অঙ্গুরীয়ক দর্শনমাত্র রাজার শরীর সেইরূপ হইল। নিমেষমধ্যে সেই মালিনীতীরবর্ত্তী তপোবন, সেই জলসেচননিযুক্তা সখীপরিবৃতা শকুন্তলা, সেই লতাকুঞ্জে শকুন্তলার সহিত মিলন,

সেই সাশ্রুনয়নে পরস্পরের নিকট বিদায়গ্রহণ, সেই অঙ্গুরীয়কদান এবং অবশেষে সেই প্রত্যাখ্যান এক সঙ্গে তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল! তিনি অবসন্নপ্রায় হইলেন, কিন্তু ভাবগোপন করিয়া বলিলেন, "নগরপাল! এ অঙ্গুরীয়ক আমার, দৈবক্রমে ইহা হারাইয়াছিল, ধীবর নিরপরাধ, তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া বিদায় কর।" নগরপাল বিদায় হইল।

এই পৃথিবীই স্বর্গ, এই পৃথিবীই নরক। শকুন্তলাকে লাভ করিয়া রাজা, একদিন, আপনাকে স্বর্গসুখের অধিকারী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্তি হইতে আপনাকে নরক-যন্ত্রণায় নিক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহার মনে হইল, পত্নীবিচ্ছেদ অনেকেরই হয়, কিন্তু কে কবে এমন ভাবে আপনার ধর্ম্মপত্নীকে হারাইয়াছে? কোথায় সেই হিমাচলস্থিত তপোবন, আর কোথায় হস্তিনাপুর! গর্ভভারখিন্না পতিব্রতা তাঁহার নিকট আশ্রয়লাভের জন্য এই দূরপথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি একটী মিষ্ট বাক্যেও তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন না, মর্ম্মভেদী বিদ্রূপে তাঁহার অন্তঃস্থল বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। এ অপরাধের কি মার্জ্জনা আছে? শকুন্তলা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য কত চেষ্টাই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কেন এমন মতিভ্রম ঘটিল যে, তিনি কিছুতেই বুঝিলেন না। তিনি এতদিন রাজকার্য্য করিতেছিলেন, বিচারার্থী-দিগের দোষ-গুণপরিজ্ঞানে অভ্যস্ত হইয়াও কি তাঁহার এমন জ্ঞান হইল না যে, তিনি বুঝিতে পারেন, শকুন্তলা সাপরাধা কি নিরপরাধা? সেই সরলতামাখা, সেই স্নেহ-করুণাপূর্ণ মুখ যাহার, সে কি কখন কপটাচরণ করিতে পারে? আর তপঃক্ষয়িতজীবন, ব্রহ্মনিষ্ঠ, আজন্মসাধু কণ্ব আপনার দুহিতাকে পতিতা জানিয়াও তাঁহার

নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা কি একবারও তাঁহার মনে উঠিল না? এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই! রাজা ভাবিলেন, যদি শকুন্তলাকে কখনও দেখিতে পাই, তবে অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিব। কিন্তু শকুন্তলা কোথায়? রাজপুরোহিত বলিয়াছিলেন, তিনি এ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিতা হইয়াছেন। রাজার মনে হইল, শকুন্তলা পতিগতপ্রাণা দেবী, তাই স্বর্গে গিয়াছেন; তিনি পত্নীদ্রোহী, পাতকী, তাই নরকযন্ত্রণা-ভোগের জন্য পৃথিবীতে রহিয়াছেন।

রাজা ভাবিয়াছিলেন, পৃথিবীতে তাঁহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, কিন্তু তাহা সত্য নয়। অঙ্গুরীয়কপ্রাপ্তি হইতেই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত আরব্ধ হইল। শকুন্তলার স্মৃতি মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। শকুন্তলার সেই অশ্রুসিক্ত মুখ, সেই আকুল প্রার্থনা নিদ্রায়, জাগরণে মনে পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের শান্তি দূরীভূত করিল। নরকযন্ত্রণা আর কাহাকে বলে? অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতের বহির্দ্দেশ কত সময় শ্যামল তরুলতায় আবৃত থাকে; কিন্তু তাহার অভ্যন্তর কি দারুণ উত্তাপে দগ্ধ হইতে থাকে, তাহা কেহ জানে না, কেহ দেখিতে পায় না। দুষ্মন্তেরও অবস্থা সেইরূপ হইল। রাজকার্য্যে, সন্ধিতে, বিগ্রহে লোকে দেখিত, দুষ্মন্তের কোন পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু যদি কেহ তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ দেখিতে পাইত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিত, সেখানে কি তীব্র অগ্নিশিখা দিবারাত্রি প্রজ্বলিত রহিয়াছে। ইহাই ত নরকানল; ইহারই দ্বারা ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী প্রায়শ্চিত্তে শকুন্তলা সম্বন্ধে দুষ্মন্তের প্রেমের যে অংশ কামজ তাহা দগ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু যাহা কামগন্ধশূন্য তাহা সজীব রহিল। শরীরিণী শকুন্তলার পরিবর্ত্তে আত্মময়ী শকুন্তলা তাঁহার হৃদয়

অধিকার করিল। শকুন্তলার পুনর্দ্দর্শন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া তিনি শকুন্তলা-প্রসঙ্গ আলোচনায়, শকুন্তলাচিত্রঅঙ্কনে এবং শকুন্তলাধ্যানে শান্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময় দেবরাজ ইন্দ্র অসুরপ্রপীড়িত হইয়া শত্রুদমনার্থ তাঁহাকে স্বর্গপুরীতে আহ্বান করিলেন। রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এবং দেবরাজদত্ত সম্মানে ভূষিত হইয়া, দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক, মাতলির সঙ্গে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময় এক অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্ন, কাঞ্চনপ্রভ পর্ব্বতমালা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি কৌতূহলী হইয়া সেই পর্ব্বত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে দেবরাজসারথি মাতলি বলিলেন, "এই পর্ব্বতের নাম হেমকূট; দেবপিতা কশ্যপ এবং দেবমাতা অদিতি এই পর্ব্বতস্থিত আশ্রমে তপস্যা করেন।"

রাজা শ্রবণমাত্র বলিলেন, "যখন এত নিকট দিয়া যাইতেছি, তখন ভগবান ও ভগবতীকে দর্শন না করিয়া যাওয়া কোনমতেই কর্ত্তব্য নয়। চলুন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া যাই।"

মাতলি বলিলেন, "উত্তম সঙ্কল্প চলুন।"

তখন উভয়ে হেমকূটে অবতীর্ণ হইলেন। মাতলি কশ্যপের নিকট রাজার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য গমন করিলে রাজা তপোবনদর্শনার্থ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কণ্বাশ্রমে প্রবেশের সময় একবার যেমন তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইয়াছিল, এখানেও আর একবার সেইরূপ হইল। কিন্তু রাজা নিজের বাহুকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, "বাহো! কেন আর বৃথা স্পন্দিত হইতেছ? নিজের সুখ নিজে বিসর্জ্জন দিলে দুঃখ ভিন্ন আর কি লাভ হইতে পারে?" রাজা পূর্ব্বে কণ্বাশ্রম দেখিয়াছিলেন, কিন্তু মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম দর্শনে বিমুগ্ধ হইলেন। সেখানে

কি প্রশান্ত পবিত্র ভাব! যে সকল বস্তুর কামনায় সাধারণ তপস্বিগণ তপশ্চর্য্যা করেন, সেখানে তাহা লাভ করিয়াও ঋষিগণ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। অভীষ্টপ্রদ কল্পবৃক্ষের বনে বাস করিয়াও তাঁহারা কেবলমাত্র বায়ুসেবনে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। স্বর্ণপদ্মরেণু-সুরভিত সলিলে স্নান, রত্নশিলাতলে অবস্থান, এবং দিব্যাঙ্গনাগণের সঙ্গে বাস করিয়াও তাঁহারা তথায় অবিকৃতচিত্তে তপশ্চরণ করিতেছিলেন। মাতলি সত্যই বলিয়াছিলেন, যাঁহারা যেরূপ মনস্বী, তাঁহাদের মনোবৃত্তিও সেইরূপ উর্দ্ধগামিনী হইয়া থাকে।

রাজা আশ্রম দর্শন করিতেছেন, এমন সময় "বাছা! এত চঞ্চল হয়োনা।" এই কথা কয়টী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি কৌতূহলী হইয়া সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; দেখিলেন, একটী সুকুমার বয়স্ক বালক একটী সিংহশিশুকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে, আর দুইজন তপস্বিনী তাহার হস্ত হইতে সিংহশিশুটীকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। বালকটী দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনই সবল। তাহার চম্পকনিন্দিত বর্ণ, আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন, কাকপক্ষবৎ কুন্তল, সুগঠিত বলিষ্ঠ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়া রাজা মোহিত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, একবার তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লন, কিন্তু অপরিচিতের পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য নয় ভাবিয়া নিরস্ত হইলেন। এই সময় বালক সিংহশিশুর মুখ ধরিয়া বলিল, "অরে সিঙ্গীর বাচ্ছা! একবার হাঁ কর্, আমি তোর দাঁত গুলো গুন্‌বো।" তাপসীরা দেখিলেন, বালক সিংহশিশুটীর প্রতি ক্রমেই অধিক বল প্রকাশ করিতেছে। তখন তাঁহারা তাহার হস্ত হইতে শাবকটীকে উদ্ধার করিবার জন্য বারম্বার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। একজন

অপরকে বলিলেন, "এ সহজে কথা শুনিবে না, আশ্রম হইতে ইহার জন্য একটী খেলনা লইয়া এস, যদি তাহা লইয়া ভোলে।" এই কথা শুনিয়া একজন আশ্রমে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সেই সময় বালক সিংহশিশুটীকে আরও অধিক বলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিয়া প্রথম তপস্বিনী বলিলেন, "এখানে কি কোন ঋষিকুমার কি অপর কেহ নাই যে, এই দুর্ব্বিনীতের হস্ত হইতে সিংহশিশুটীকে রক্ষা করে।" রাজা উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, অগ্রসর হইয়া, বালকটীর হস্ত হইতে সিংহশিশুটীকে মোচন করিলেন। বালকের স্পর্শে তাঁহাব সর্ব্বশরীর আনন্দে কণ্টকিত হইল; তিনি হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন অমৃতসিক্ত হইল। তিনি ভাবিলেন, পরের সন্তানকে কোলে লইয়া যদি এত তৃপ্তি, তবে নিজের সন্তানকে কোলে লইলে না জানি আরও কত তৃপ্তি হয়। হায়! আমি যদি প্রিয়াকে ত্যাগ না করিতাম, তবে আমিও এমনই সন্তানলাভে কৃতার্থ হইতাম।

বালক এতক্ষণ যেরূপ অবিনয় দেখাইতেছিল, রাজার নিকট তাহা না দেখাইয়া, স্থির হইয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রাজা তাহাকে বলিলেন "ঋষিকুমার! এ অবিনয়ের স্থান নয়; এরূপ অশিষ্ট হইও না"।

তাপসী শুনিয়া বলিলেন, "ভদ্র! এটী ঋষিকুমার নয়, ক্ষত্রিয়-কুমার।"

ক্ষত্রিয়কুমার শুনিয়া রাজার কৌতূহল জন্মিল। তিনি বলিলেন "ভগবতি! কি বলিলেন? এটী ক্ষত্রিয়কুমার? কোন বংশে ইহার জন্ম?

তাপসী বলিলেন "পুরুবংশে"।

রাজা চমকিত হইলেন, ভাবিলেন তবে কি আমার আশা একে-

বারেই অমূলক নয়? অথবা পুরুবংশীয় বহু রাজাইত বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করেন, এটী তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও সন্তান হইতে পারে। ভাল, আরও জিজ্ঞাসা করি; এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "আর্য্যে! এই আশ্রম দেবভূমি, মনুষ্য হইয়া এ বালক এখানে কিরূপে আসিল?"

তাপসী। ইহার মাতা অপ্সরা সম্বন্ধে এখানে আসিয়া ইহাকে প্রসব করিয়াছে।

রাজার হৃদয় আরও উদ্বেল হইল; তিনি বলিলেন "ইহার পিতার নাম কি?" তাপসী বিরক্তির সহিত বলিলেন, "কে সেই ধর্ম্মপত্নী-ত্যাগী পাপাত্মার নাম লইবে?"

রাজা মনে করিলেন, সকলই ত আমার সহিত মিলিতেছে। কিন্তু বিধাতার কি এত দয়া হইবে যে, আমার আশা সফল হইবে? না, আমি পাপী তাই এই মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হইতেছি। এই সময় দ্বিতীয়া তাপসী আশ্রম হইতে একটী মৃণ্ময় ময়ূর লইয়া আসিয়া বালককে বলিলেন, "সর্ব্বদমন! দেখ কেমন শকুন্তলাবণ্য।" শকুন্তলাবণ্য এই কথা দুইটী বলিতে শকুন্তলা এই শব্দটী উচ্চারিত হইয়াছিল। শুনিবামাত্র বালক ব্যগ্র হইয়া বলিল, "কই আমার মা কই?

তাপসী রাজাকে বলিলেন, "ইহার মাতার নাম শকুন্তলা। শকুন্তলাবণ্য শব্দে মাতার নাম উচ্চারিত শুনিয়া তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে।

রাজা ভাবিলেন "হৃদয়! এখন তুমি আশা করিতে পার। এত সাদৃশ্য নিরর্থক হইতে পারে না। কিন্তু এ বালক শকুন্তলার পুত্র হইলে শকুন্তলা আজ কোথায়? আমার এমন কি পুণ্য আছে যে, আমি আবার শকুন্তলাকে দেখিতে পাইব?

এই সময় প্রথমা তাপসী দেখিতে পাইলেন যে, সিংহশিশুকে আকর্ষণেব সময়, বালকের বাহু হইতে রক্ষাকবচটী খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সর্ব্বদমন! তোমার রক্ষাকবচ?"

রাজা তাহা নিকটে পতিত দেখিয়া উঠাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দেখিয়া তাপসীরা ব্যগ্র হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "স্পর্শ করিবেন না, স্পর্শ করিবেন না।"

কিন্তু তাঁহাদিগের কথা শুনিবার পূর্ব্বেই রাজা তাহা উঠাইয়া-ছিলেন। তিনি তাপসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কবচ উঠাইতে আমায় এত নিষেধ করিলেন কেন?"

তাঁহারা বলিলেন, "কেবল পিতা মাতাই এই কবচ স্পর্শের অধিকারী। অপর কেহ স্পর্শ করিলে ইহা সর্প হইয়া তাঁহাকে দংশন করে।"

রাজা বলিলেন, "আপনারা এরূপ ঘটনা কখনও স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কি?"

তাঁহারা বলিলেন "একবার নয়, বহুবার।" শুনিয়া রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রাজার ভাবভঙ্গী এবং তাঁহার আকৃতির সহিত সর্ব্বদমনের আকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়া, তাপসীগণ পূর্ব্ব হইতেই নানারূপ কল্পনা করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে রক্ষাকবচ তুলিয়া দিতে দেখিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা শকুন্তলাকে এই বৃত্তান্ত বলিবার জন্য আশ্রমাভিমুখে ধাবিতা হইলেন। রাজা সর্ব্বদমনকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন। তাপসীরা চলিয়া যাইলে বালক তাঁহাকে বলিল, "আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি মা'র কাছে যাই।"

রাজা বলিলেন, "পুত্র! আমার সঙ্গেই যাইবে।"

বালক বলিল, "দুষ্মন্ত আমার পিতা, তুমি নও।"

রাজা একটু হাসিলেন, ভাবিলেন, এ দুঃখের মধ্যেও সুখ আছে।

এই সময় তাপসীদিগের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শকুন্তলা তথায় আগমন করিলেন। শকুন্তলা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইলে তাঁহার জননী মেনকা তাঁহাকে অদৃশ্য ভাবে গ্রহণ করিয়া অপ্সরাভূমি হেমকূটে আনয়ন করিয়াছিলেন। শকুন্তলা তদবধি তথায় অবস্থান করিয়া কঠোর তপস্যায় দিনপাত করিতেছিলেন। রাজা দূর হইতে শকুন্তলাকে দেখিতে পাইলেন। এই কি সেই শকুন্তলা? যিনি একদিন তরুণারুণ-করে স্ফুটনোন্মুখী নলিনীর ন্যায় কণ্বের আশ্রম-সরোবর শোভাময় করিয়াছিলেন, যাঁহার মুখপদ্মের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর পুষ্পিত লতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবিত হইয়াছিল, যাঁহার লোভনীয় যৌবন-শ্রী বাসন্ত কুসুমের শোভাকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বিকসিত হইয়াছিল, এবং দুষ্মন্ত যাঁহাকে দর্শন করিয়া অখণ্ড পুণ্যের ফল স্বরূপ গণনা করিয়াছিলেন, এই কি সেই শকুন্তলা? শকুন্তলার মুখ বিশুষ্ক, কপোল ও অধর পাণ্ডুবর্ণ, মস্তকের কেশ রুক্ষ ও একবেণীবদ্ধ, পরিধানে ধূসর বর্ণের বসন। অবিরাম বিরহ-ব্রত-পালনে তাঁহার মূর্ত্তি মলিন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দুষ্মন্ত তখন রূপযৌবনাঢ্যা, উপভোগক্ষমা শকুন্তলাকে অন্বেষণ করিতেছিলেন না, তিনি তখন তপঃক্ষয়িতলাবণ্যা সহধর্ম্মিণী শকুন্তলাকে অন্বেষণ করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি প্রথম দর্শনদিনের ন্যায় অতৃপ্ত নয়নে শকুন্তলাকে দেখিতে লাগিলেন। দুষ্মন্তেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। দারুণ অনুতাপানলে তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ অঙ্গারবৎ মলিন এবং তাঁহার সুদৃঢ় বলিষ্ঠ বপু কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল। উভয়েই উভয়কে

দশন করিয়া যুগপৎ ব্যথিত ও বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদিগের মনে কি ভাব হইল, তাহা কে বর্ণন করিতে পারে? রাজা শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন এখনও তিনি সেই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি শকুন্তলা। তাঁহার মুখে বিরাগের বা অভিমানের চিহ্ন মাত্র নাই, কেবল নিদারুণ মর্ম্মবেদনা, তাঁহার ললাটে গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। শকুন্তলার প্রসন্ন দৃষ্টি রাজার লজ্জা-ভয় ও সঙ্কোচ দূর করিল। তিনি শকুন্তলার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! আমার মোহ হইয়াছিল, নচেৎ আমি এমন আত্মবিস্মৃত হইব কেন? তুমি আমায় ক্ষমা কর!" সতীর কি কখনও পতিব উপর অভিমান স্থায়ী হইতে পারে? রাজাব কথা শ্রবণমাত্র শকুন্তলার সকল ক্ষোভ দূর হইল। তিনি রাজার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! আপনার দোষ নাই; আমারই পূর্ব্বজন্মেব দুষ্কৃতেব ফল, নতুবা আপনার ন্যায় মহানুভব আমায় বিস্মৃত হইবেন কেন?

এই সময় বালক সর্ব্বদমন মাতাকে বলিল, "মা! এ কে?"

শকুন্তলা বলিলেন, "বাছা! আমি কি বলিব, নিজের অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।"

রাজার হস্তে সেই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক ছিল। শকুন্তলা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, আর্য্যপুত্র! এই সেই অঙ্গুরীয়ক।"

রাজা বলিলেন "হাঁ প্রিয়ে! এই অঙ্গুরীয়ক পুনর্ব্বার তুমি রাখ, যেন আর কখন তোমার হস্ত হইতে বিচ্যুত না হয়।

শকুন্তলা বলিলেন, আমি আর উহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না; অই ত যত সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ও অঙ্গুরীয়ক আপনার হস্তেই থাকুক।

এই সময় মাতলি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজা ও

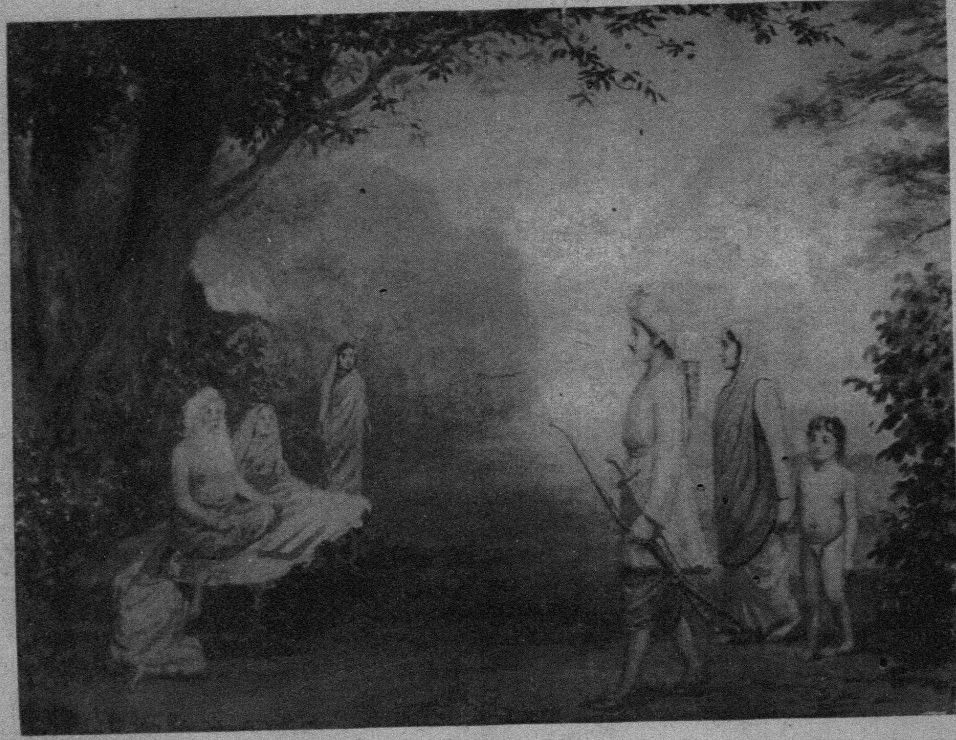
শকুন্তলাকে একত্র দর্শন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! ভাগ্যক্রমে আপনি সহধর্ম্মিণীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। ভগবান কশ্যপ এবং ভগবতী অদিতি আপনার আগমন-সংবাদে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন; চলুন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হউন।

রাজা শকুন্তলাকে বলিলেন, প্রিয়ে! চল, একসঙ্গে ভগবান ও ভগবতীকে গিয়া দর্শন করি।

তখন সকলে মহর্ষি কশ্যপের আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; সর্ব্বদমন মাতার অঙ্গুলি ধারণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভগবান কশ্যপ এক কল্পবৃক্ষমূলে শিলাতলে আসীন ছিলেন; তাঁহার বামে অদিতি। বয়োধর্ম্মে উভয়েরই শরীর জরাগ্রস্ত ও শিথিল হইয়াছিল, তথাপি এক অপূর্ব্ব পুণ্যজ্যোতি তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। মহর্ষি সহধর্ম্মিণীকে পতিব্রতাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন। রাজা ও শকুন্তলা এক সঙ্গে যাইয়া প্রণাম করিলে ঋষিদম্পতী তাঁহাদিগকে যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরস্পর কুশল-প্রশ্নের পর রাজা বলিলেন "ভগবন! আমি শকুন্তলা সম্বন্ধে আপনার এবং তাত কণ্বের নিকট মহা অপরাধী আছি। কিজন্য আমার এরূপ মতিভ্রম হইয়াছিল বলিতে পারি না; আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

মহর্ষি বলিলেন, "বৎস! তোমার বিন্দুমাত্র অপরাধ নাই। কিজন্য তোমার সেরূপ স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল, তুমি অথবা শকুন্তলা কেহই তাহা অবগত নও। আমি তোমাদিগকে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

রাজা এবং শকুন্তলা নিস্পন্দ হইয়া মহর্ষির কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি রাজাকে বলিলেন, বৎস! তুমি তপোবন



কশ্যপাশ্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলন।

হইতে হস্তিনানগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে শকুন্তলা তোমার চিন্তায় নিমগ্না হইয়া অন্য সকল কার্য্যে অনবধানা হইয়াছিল। কণ্ব তাহার উপর অতিথি সৎকারের ভার দিয়াছিল, কিন্তু শকুন্তলার তৎপ্রতি দৃষ্টি ছিল না। এই অবস্থায় একদিন সুলভকোপ দুর্ব্বাসা আশ্রমে উপস্থিত হইলে শকুন্তলা তাঁহার উপযুক্ত সৎকার করে নাই। তাহাতে কুপিত হইয়া দুর্ব্বাসা এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, তুমি যাহার চিন্তায় নিমগ্না হইয়া আমাকে অনাদর করিলে, স্মরণ করাইয়া দিলেও, সে তোমাকে স্মরণ করিবে না। শকুন্তলা অন্যমনস্কতা বশতঃ এ কথা শুনিতে পায় নাই, কিন্তু তাহার সখীদ্বয় শুনিয়া বহু অনুনয়, বিনয় করিলে দুর্ব্বাসা প্রসন্ন হইয়া শেষে বলিয়াছিলেন যে, কোন অভিজ্ঞান দেখিলেই পূর্ব্ব-কথা স্মরণ হইবে। শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার শাপই তোমার স্মৃতিভ্রংশের কারণ, পরে অঙ্গুরীয়ক দর্শনে সমস্ত স্মরণ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তোমার কোনও অপরাধ নাই।

শকুন্তলার ও রাজার বক্ষস্থল হইতে যেন পর্ব্বতপ্রমাণ ভার অপসারিত হইল। উভয়েই দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন, উভয়েরই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল।

মহর্ষি শকুন্তলাকে বলিলেন, "বৎসে। এ সংসারে আমাদিগের কর্ত্তব্য বহুবিধ, কোন কোন সময় সেই সকল কর্ত্তব্য পরস্পর বিরোধী। তাহাদিগের সামঞ্জস্যেই সুখ, অসামঞ্জস্যেই দুঃখ। তুমি যে পতিচিন্তায় নিমগ্না হইয়া আশ্রমীর প্রথমধর্ম্ম অতিথি-সেবায় পরাঙ্মুখী হইয়াছিলে, তাহাই তোমাদিগের উভয়ের ক্লেশের কারণ। এক্ষণে তোমাদিগের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, যাও, উভয়ে মিলিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন সুখে ধর্ম্মাচরণ কর। আমি কণ্বকে এই সুসংবাদ প্রেরণ করিতেছি।

অদিতিও শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎসে! তোমার জন্য প্রার্থনা করিবার কিছু নাই। তোমার স্বামী ইন্দ্র-সদৃশ, পুত্র জয়ন্তসদৃশ, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি শচীসদৃশী হও।"

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা ঋষিদম্পতীকে প্রণাম কবিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বদমনকে সঙ্গে লইয়া, দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক, তাঁহারা হস্তিনানগরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং উভয়ে ধর্ম্মে, কর্ম্মে জীবনেব অবশিষ্ট কাল পবম সুখে অতিবাহিত কবিতে লাগিলেন। সর্ব্বদমন উত্তরকালে ভরতনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আসমুদ্রহিমাচল আর্য্যভূমি তাঁহাবই নামানুসারে এক্ষণে ভাবতবর্ষ নামে অভিহিত হইতেছে।



বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত ও সম্পাদিত

স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থাবলী।

সরল কৃত্তিবাস রামায়ণ।

ও

সরল কাশীরাম দাস মহাভারত।

মূল পুস্তকের অসার ও অপ্রয়োজনীয় অংশ ত্যাগ করিয়া অথচ উৎকৃষ্ট অংশ রক্ষা করিয়া এই দুই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামায়ণের এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাভারতের ভূমিকা লিখিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারতের বিবিধ ঘটনার, বদরিকাশ্রম, সেতুবন্ধরামেশ্বর, গঙ্গোত্রী, কৈলাসপর্ব্বত, জরাসন্ধ-রাজধানী গিরিব্রজপুর প্রভৃতি স্থানের চিত্র ও ফটোগ্রাফি, প্রাচীন ভারতের দেশ ও নগরবোধক সুবর্ণিত মানচিত্র এবং অর্থবোধের সুবিধার জন্য দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দগুলির অর্থ প্রত্যেক পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। ছাপা, মলাট ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট। মহিলাদিগের পাঠের জন্য এবং দেব-পূজা, বিবাহ; নববর্ষ, জন্মতিথি প্রভৃতি উপলক্ষে প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য ইহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক আর নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস চ্যানসেলর অনারেব্‌ল্ শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহাভারত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"The book should be placed in the hands of every Bengali boy and girl."

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্‌সেলর শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামায়ণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"এই অমূল্য গ্রন্থ

"আপনি যে প্রকার সরল, সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর আকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উহা আবাল বৃদ্ধ, বনিতা সকলেরই পাঠোপযোগী হইয়াছে।"

হিতবাদী—আমাদিগের বিশ্বাস, বঙ্গের প্রতি হিন্দুর গৃহে এই সরল কৃত্তিবাস বিরাজিত হইয়া বঙ্গের বালক, বালিকা ও যুবক যুবতীর চিত্তে কাব্যানুরাগের সহিত স্বার্থত্যাগ, লোক-হিতৈষণা প্রভৃতি উচ্চ মনোবৃত্তি নিচয়ের উন্মেষ ও পরিপুষ্টি সাধন করিবে।

বঙ্গবাসী,—যেমন সুন্দর কাগজ, তেমনই সুন্দর ছাপা, আবার তেমনই সুন্দর ছবি; বাঁধানই বা কি চমৎকার। প্রকৃতপক্ষে ইহা আবালবৃদ্ধ-বনিতারই যে মনোজ্ঞ হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বসুমতী,—এই পুস্তকখানি বঙ্গের গৃহে গৃহে, শিশুহস্তে বিরাজ করুক।

সঞ্জীবনী,—পুস্তক খানি সকল বিষয়ে যাহাতে পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, তাহার জন্য কোনরূপ চেষ্টারই ক্রটি হয় নাই। আমাদিগের মনে হয়, আত্মীয়, স্বজনকে উপহার এবং ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তক আর নাই।

রামায়ণ মূল্য ১॥০ ডাঃ মাঃ ০। মহাভারত মূল্য ২৸০ ডাঃ মাঃ ।০

অহল্যাবাইএর জীবন চরিত।

শিবপূজা-নিরতা অহল্যার, তাঁহার প্রধান কীর্তি কাশী ও গয়ার মন্দির-দ্বয়ের তাঁহার স্বনামখ্যাত কাশীর ঘাটের, নর্ম্মদাতীরস্থ তাঁহার দুর্গ ও প্রাসাদের এবং তাঁহার সমাধিমন্দিরের হাফটোন চিত্র দ্বারা সুশোভিত।

অহল্যাবাইএর ন্যায় সর্ব্বগুণ-সম্পন্না মহিলা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি দুর্ল্লভ। স্নেহ, দয়া এবং ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে শৌর্য্য ও দৃঢ়চিত্ততার সম্মিলনে তাঁহার চরিত্র প্রত্যেক ভারতনারীর আদর্শস্থানীয়। ভারতবর্ষের বহু তীর্থে তাঁহার কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে; কাশীর ও গয়ার শ্রীমন্দিরদ্বয় তাঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ জগন্নাথ-গমনের পথ এখনও বহু পথিকের ক্লেশ নিবারণ করিতেছে। মূল মহারাষ্ট্রীয় বখর (ইতিহাস) এবং প্রামাণিক ইংরাজী গ্রন্থসমূহ অবলম্বনে তাঁহার এই জীবনচরিত লিখিত

হইয়াছে। ইহার ভাষা যেমন সরল ও মধুর, ভাব তেমনি পবিত্র ও হৃদয়স্পর্শী। ইহা পাঠ করিলে হিন্দুমহিলাগণ একটী অতি মহৎ আদর্শ লাভ করিতে পারিবেন। মূল্য আট আনা মাত্র।

গ্রন্থ-সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

সার রমেশচন্দ্র মিত্র।—ইহা মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত লেখকের যোগ্য হইয়াছে। এরূপ সরল ও সুমধুর ভাষায় লিখিত পুস্তক বাঙ্গালায় কম আছে। অহল্যাবাইয়ের জীবনচরিত হিন্দু মহিলার উৎকৃষ্ট আদর্শ। সেই চরিত্র আপনি অতি সুন্দরবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।—"অহল্যা" পাঠ করিয়া উহার ভাষার প্রাঞ্জলতায়, ভাবের মধুরতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। অহল্যা নারীদেবী। তাহার নারীদেবীত্ব আপনার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রতিভাসিত।

বাবু রাজনারায়ণ বসু।—"কোন জাতির মহত্ত্বের সোপানে ক্রমশঃ আরোহণের পক্ষে সেই জাতির পরলোকগত মহৎলোকের জীবনী পড়া আবশ্যক। অহল্যাবাই হিন্দুজাতির এক অতি মহৎ ব্যক্তি। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক, তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদিগের দেশের সকল রমণীর যথাসাধ্য অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। এই পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক গবেষণা, প্রাঞ্জলতা, প্রসাদ এবং এক রকম কোমল ওজস্বিতা, এই সকল গুণ দেদীপ্যমান।'

শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম, এ, অধ্যাপক প্রেসিডেন্সী কলেজ।—"আপনার অহল্যাবাই পুস্তকখানি এত সুন্দর ভাবে লেখা হইয়াছে যে, আজ পড়িতে আরম্ভ করিয়া, একবারে শেষ না করিয়া রাখিতে পারিলাম না। একটী আদর্শ নারী-চরিত্র অতি উজ্জ্বলভাবে আপনার হাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, প্রিন্সিপাল কৃষ্ণনগর কলেজ।—"অহল্যাবাই আমার কাছে নূতন নয়, তবুও পত্র লিখিবার পূর্ব্বে আর একবার পড়িলাম। রাণী ছিলেন বলিয়া অহল্যা আমাদের পূজ্যা নন। রাণীত অনেকেই ছিলেন ও হন, তাঁর কর্ত্তব্য জ্ঞান, তাঁর

হৃদয়ের প্রশস্ততা, তাঁর ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতির জন্যই তিনি পূজ্যা। বইখানি যে বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি গ্রন্থ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।”

প্রবাসী।—এইরূপ পুস্তক পড়িলে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ উপকৃত হইবেন, কন্যাগণ মহৎ চরিত্রের আদর্শ পাইয়া ভবিষ্য-গৃহিণী পদের উপযুক্ত হইতে পারিবেন এবং অতি দুর্ব্বিনীত, অবিশ্বাসী পুরুষচিত্তও না শ্রদ্ধান্বিত হইবে।

নব্যভারত।—“ইহাতে গ্রন্থকারের অসাধাণ ভাষা-নৈপুণ্য ও চাতুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। যে সকল পুণ্যবতী আদর্শ ভারত-রমণীর প্রাতঃস্মরণীয়, অহল্যাবাই তাঁহাদিগের অন্যতম। পবিত্রতা ও ভগবদ্ভক্তিতে এই মহিলা কেবল যে মহারাষ্ট্রীয় জাতির রমণী-কুলের সম্মান বাড়াইয়াছেন, তাহা নহে, ভারতের সকল দেশের নারী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি প্রত্যেক বঙ্গ-মহিলার এক বার পাঠ করা উচিত।”

বামাবোধিনী।—“পুণ্যশ্লোক অহল্যাবাই একজন আদর্শ রমণী। তাঁহার চরিত্রে ভগবদ্ভক্তি, দয়াদাক্ষিণ্য এবং স্ত্রীশোভন গুণ যেমন জাজ্জ্বল্যমান, সাহস, শৌর্য্য, বার্য্যও সেইরূপ। চরিতাখ্যা সহৃদয়তার সহিত অতি সুললিত ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। প্রত্যেক রমনীয় পাঠ ও অনুশীলনের যোগ্য।”

হিতবাদী।—“অহল্যাবাইএর ন্যায় ভারতললনার জীবন বৃত্তান্ত বঙ্গে সর্ব্বজন সমাদৃত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যোগীন্দ্র বাবু অনেকগুলি প্রামাণিক ইংরাজী গ্রন্থ ও মূল মহারাষ্ট্রীয় পুরাবৃত্ত অবলম্বনে এই জীবনচরিতের সঙ্কলন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সর্ব্বাংশে সুপাঠ্য হইয়াছে।